Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ-পরিচয়

1/169

8
3/324

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ ॥ ১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥ ১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ-পরিচয়

PRESENTED

For library
Kusum

LIBRARY 1/169
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ ১৩৫১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম
২.১+২.১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহোপাধ্যায়
স্বর্গত পণ্ডিত ডাক্তার প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মহাশয়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

PRESENTED

LIBRARY
No 1/169
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভারতীয় ষড়দর্শনের ভিতর পতঞ্জলির যোগদর্শন অন্যতম। এ বিশেষভাবে আদৃত: এ দর্শনের তত্ত্বনিষ্পন্ন শুধু বিচারে হয়নি, তত্ত্ব অধিগম হয়েছে ধ্যানে। ধ্যানের গভীরতায় তত্ত্বগুলির সম্যক্ স্ফুরণ ও সাক্ষাৎ পরিচয়। দর্শন সত্যিকার এখানে দর্শন। সাক্ষাৎ উপলব্ধি ভিন্ন কোনো তত্ত্বের নির্দেশ এ শাস্ত্রে হয়নি। যখনই তত্ত্ব উপলব্ধি আবশ্যক হয়েছে তখনই এই অষ্টাঙ্গ যোগের কোনো-না-কোনো আশ্রয় নিতে হয়েছে। হিন্দুমনীষাজাত দর্শনগুলি শুধু বুদ্ধির বিশ্লেষণ বা সমন্বয়ের ক্রমবিকাশ নয়; এতে আছে তত্ত্ব নির্দেশ, তত্ত্ব উপলব্ধি ও তত্ত্ব অধিগমের উপায়। যোগদর্শনেও এই তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট। এর আলোচনায় পাই তত্ত্ব কী, যোগ কী, ও যোগের লক্ষ্য কী? যোগদর্শন বিজ্ঞানবিশেষ, এখানে এমন একটি বিষয়েরও নির্দেশ হয়নি, ধ্যানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যার সংবেদ হয় না। এই শাস্ত্র একাধারে পদার্থ বা তত্ত্ববিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, সংযম ও ধ্যানবিজ্ঞান। প্রথমটি দেয় সত্যস্বরূপতার ও বিশ্বাভিব্যক্তির, দ্বিতীয়টি দেয় অন্তর বা চিত্ত গঠনের, তৃতীয়টি দেয় তত্ত্বানুপ্রবেশের বিজ্ঞান।

তত্ত্ববিজ্ঞান

তত্ত্ব কী? তাকেই তত্ত্ব বলা হয় যার কখনও ধ্বংস হয় না। যার উৎপত্তি, পরিণতি ও ধ্বংস হয়, তাকে দার্শনিকেরা তত্ত্ব বলেন না। যে জিনিস চিরকালই থাকে, তা সত্য। সত্যের স্বভাব এই। তার অপলাপ হয় না। বিশ্বে অসংখ্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হচ্ছে, তাদের কেউ তত্ত্ব বলে না। দার্শনিকেরা এই নিত্য তত্ত্ব কী তার অনুসন্ধান করেন। এই তত্ত্বসংবেদ দর্শনের প্রধান বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব দুই প্রকার, অপরিণামী ও পরিণামী। যে বস্তু এক রূপে অবস্থান করে, যার কোনো রূপান্তর হয় না, যার উৎপত্তি, ধ্বংস ও পরিণাম নেই, তাই নিত্য। এই একরূপতাই অপরিণামী তত্ত্বের স্বরূপ। অপরিণামী তত্ত্বে ক্রিয়ার সঞ্চার হয় না। ক্রিয়া যেখানে আছে, সেখানে রূপান্তর স্বাভাবিক। ক্রিয়ায় পদার্থের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি রূপান্তরের দ্বারা। মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজের পরিণতি বৃক্ষে। বৃক্ষ বীজের স্ফুট রূপ। বীজ বৃক্ষের অস্ফুট রূপ। এই স্ফুট অবস্থা অস্ফুটের রূপান্তর বা পরিণাম। পরিণামের মূলে আছে বীজের শক্তি ও শক্তির ক্রিয়া। বীজ শক্তিবিশেষের পুঞ্জীভূত রূপ। এই রূপ রূপান্তরিত হয়। একেই বলে পরিণাম বা পরিণতি।

পুরুষ

অপরিণামী তত্ত্বে এরূপ পরিণাম হয় না। সেখানে পরিণামের কোনো বীজ বা শক্তি নেই। পরিণাম নেই বলে চিরকালই এ একরূপ। কিন্তু অপরিণামিতাই এর স্বরূপ নয়। অপরিণামী হয়েও এ চিদ্‌রূপ, দৃশিমাত্র। এই তত্ত্বের সংজ্ঞা পুরুষ। পুরুষের এই চিদ্‌রূপতার কখনও অভাব বা রূপান্তর হয় না। এ তার স্বরূপ, ধর্ম নয়। সর্বদা নিজের কাছে নিজে ভাসমান, কখনো এর জ্ঞানের অভাব হয় না। জ্ঞান বা চিদ্‌রূপতা যার স্বরূপ, তার জ্ঞানের অভাব হতে পারে না। আলো যার স্বভাব, সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকতে পারে না। কোনো পদার্থান্তর অবলম্বনে এর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যদি এরূপ হত তাহলে এর স্বভাব ভাস্বর বা চিদ্‌রূপ হত না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলেছেন, পুরুষ সদা। জ্ঞাত বিষয়। এই সদা-জ্ঞাত বিষয়ত্ব বা চিদ্‌রূপত্ব পুরুষের অপরিণামিতার পরিচায়ক। সহজ ভাষায় বলতে হয় পুরুষ জ্ঞ-স্বরূপ, তাতে কোনো ক্রিয়া নেই; ক্রিয়াহীন হয়েও প্রকাশরূপতাই তার স্বরূপ। ক্রিয়াশীল হলে পুরুষের চিতিশক্তি কল্পনা করতে হয়, কিন্তু সাংখ্যমতে এ কল্পনা পুরুষের সম্বন্ধে হয় না— শক্তি ও পুরুষ বিরোধী পদার্থ। শক্তি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্যই পুরুষকে দৃশিমাত্র বলা হয়। মাত্র শব্দ বিশেষ হীনতার পরিচায়ক। পঞ্চশিখাচার্য পুরুষের স্বরূপকে 'অপরিণামী' ও 'অপ্রতিসংক্রম' বলেছেন। পুরুষে কোনো সঞ্চার হয় না, উপাধি-সংযোগেও তার প্রতিসঞ্চার হয় না। পুরুষকে কোনো ক্রিয়া স্পর্শ করতে পারে না। ক্রিয়া প্রকৃতির, পুরুষ প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এই অপরিণামী তত্ত্বই সাংখ্য ও যোগের প্রকৃত তত্ত্ব। এর অন্তরে পরিবর্তনের কোনো কারণ নেই। এ নিত্য পদার্থের স্বরূপ একরূপ। কোথাও এর স্বরূপচ্যুতি হয় না। বাইরের বস্তুসংযোগে এর কোনো পরিণাম বা পরিবর্তন হয় না। স্বভাব যার অপরিণামী, তার ভেতর কোনো কারণে সঞ্চার সম্ভব নয়। তবে যে মনে হয় সঞ্চার হয়, তা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি অপসারণ যোগপ্রসূত জ্ঞানের প্রধান কাজ।

পুরুষের স্বরূপ নির্ণীত হলেও, প্রশ্ন হয়, এই পুরুষ এক বা বহু? সাংখ্য ও যোগদর্শনে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রতি ব্যক্তিতে পুরুষ বোধ স্ফুট। প্রত্যেকে আমি-বোধসম্পন্ন। একই মাত্র পুরুষ সিদ্ধ হলে, প্রতি কেন্দ্রে আমি-বোধ হতে পারে না। রামের বেদনা রামের, শ্যামের নয়; রামের যখন জ্ঞান হয়, শ্যাম তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন। নিত্য। প্রত্যক্ষে এরূপভাবে পুরুষে নানাত্বের উপস্থিতি। বাচস্পতি বলেন, "পুরুষের নানাত্ব, জন্ম-মরণ সুখদুঃখভোগ, মুক্তি, সংসার—এই ব্যবস্থাতেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধি।" জ্ঞানের ও ভাবনার কেন্দ্রে পুরুষ প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পুরুষের একত্বে এক জনের অজ্ঞতায় সকলেরই অজ্ঞতা, একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি। এরূপ কল্পনা ন্যায় ও অনুভব সংগত নয়। যে পুরুষ ভোগ করে, সেই মুক্তি লাভ করে। বন্ধনের অভাবে মুক্তি অনুপপন্ন।

পুরুষ এক হলে তার মুক্তিতে সকলের মুক্তি। তাহলে বলতে হয় কারও মুক্তি হয়নি, নয় পুরুষ বহু। বহুপুরুষবাদে ব্যবহার স্বাভাবিকরূপে নিষ্পন্ন। একপুরুষবাদে একের ভোগে অন্যের ভোগ, একের মুক্তিতে অন্যের মুক্তি। সাংখ্যমতে ইহা যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্বিত পুরুষ

পুরুষ স্বভাবত মুক্তস্বভাব ও গুণাতীত। প্রকৃতি ও গুণবর্গ তার দৃশ্য। গুণাতীত পুরুষের দৃশ্যরূপে গুণবর্গ কিরূপে থাকতে পারে তাই বিবেচ্য। পুরুষ অয়স্কান্ত মণিসদৃশ। অয়স্কান্তমণি লৌহ হতে ভিন্ন, কিন্তু লৌহে নিজধর্ম প্রবেশ করতে এবং তাকে স্বরূপসদৃশ করতে সমর্থ। পুরুষও তেমনি গুণবর্গ হতে ভিন্ন, কিন্তু তার ভিতর নিজশক্তি অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ। এই অনুপ্রবিষ্ট চিতিকে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বলা হয়। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষ প্রকৃতিজাত নয়। এ পুরুষ গুণাত্মকও নয়। এতে প্রকৃতি-ধর্ম নেই। সূর্য-প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হলে তার সূর্যস্বভাব পরিত্যাগ করে না। এবং দর্পণস্বভাবও পায় না; তেমনি নিত্য শুদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির গুণে প্রতিবিম্বিত হলেও প্রতিবিম্বিত পুরুষ গুণস্বভাব পায় না। তাদের স্বভাব ভিন্ন। কিন্তু স্বভাব ভিন্ন হলেও এই প্রতিবিম্বিত পুরুষ, পুরুষের ন্যায়, একেবারে গুণধর্ম হতে বিভিন্ন স্বভাব নয়। দর্পণের সূর্যপ্রতিবিম্ব ও দর্পণ ভিন্নস্বভাব; ভিন্ন হলেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দর্পণের মলিনতায় প্রতিবিম্বের মলিনতা, দর্পণের স্বচ্ছতায় প্রতিবিম্বেরও ঔজ্জ্বল্য। তেমনি পুরুষ-প্রতিবিম্ব ও গুণ বিভিন্নস্বভাব হলেও পরস্পর বিরোধীস্বভাব নয়। গুণের পরিণামের প্রতিজ্ঞান প্রতিবিম্বিত পুরুষেরই হয়, শুদ্ধ পুরুষের হয় না। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষ স্বরূপত নির্গুণ হয়েও গুণসঙ্গে গুণীর ন্যায় প্রতিভাত হয়। সত্যি করে, বিষয় ও নিত্যশুদ্ধ পুরুষের মধ্যে এই প্রতিবিম্বিত পুরুষ না থাকলে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষই কর্তা, বোদ্ধা, অনুভবিতা। শুদ্ধ পুরুষ অকর্তা, অবোদ্ধা, অননুভবিতা। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষকে ব্যবহারিক পুরুষ (empirical Self), পুরুষকে স্বরূপ পুরুষ (transcendental self) এবং গুণবর্গকে দৃশ্য ও দর্শনশক্তি (objects and instruments) বলা যেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুপুরুষবাদ

বহুপুরুষবাদ সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক পুরুষ ও তার অনুভব, বেদনা, জ্ঞান ও কর্ম ভিন্ন। কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। প্রত্যেক পুরুষ নিজের স্বরূপে ও কেন্দ্রে অবস্থিত। এই বহুপুরুষ অনাদি ও অনন্ত। কেননা, পুরুষ নিত্য পদার্থ। তার বন্ধন বা মুক্তি হতে পারে, কিন্তু তার কখনও নাশ হবে না। পুরুষকে কাল স্পর্শ করতে পারে না, পুরুষ নিত্য।

এই পুরুষের মধ্যে কতকগুলি মুক্ত, কতকগুলি বদ্ধ। যে পুরুষ বিবেকের দ্বারা স্বীয় দ্রষ্টৃত্ব এবং প্রকৃতির অসম্পৃক্তত্ব নিত্য অনুভব করেন, সে পুরুষ মুক্ত। প্রকৃতির সংযোগে বন্ধন, প্রকৃতির বিয়োগে মুক্তি। পুরুষ নিজের স্বরূপে দৃশিমাত্র। প্রকৃতির সঞ্চার জ্ঞান, কর্ম, বেদনার সৃষ্টি করে। এই সঞ্চার যখন পুরুষকে স্পর্শ করতে পারে না তখনই পুরুষ মুক্ত। মুক্ত পুরুষের পক্ষে স্পন্দিত বিশ্ব নেই। বিশ্বকল্লোল সেখানে নির্বাপিত, বিশ্বদৃশ্য সেখানে অস্তমিত। বুদ্ধিতে প্রতিভাত জগৎ পুরুষে আর প্রতিবিম্বিত হয় না। মুক্ত পুরুষ হতে বুদ্ধি প্রতিসংহৃত। বুদ্ধির স্পর্শ চিরকাল তরে অস্তমিত। পতঞ্জলির ভাষায় বলতে হয় কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট। এই মুক্ত পুরুষ অনন্যসাধারণ তপস্যালব্ধ বিবেকের দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর ভিন্ন জ্ঞান লাভ করেন ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতি হতে পূর্ণরূপে প্রতিসংহৃত হন। প্রকৃতির কোনো প্রভাব থাকে না। প্রকৃতির প্রভাবশূন্যতায় জ্ঞানের পূর্ণ উদয়। জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিষ্ঠা মুক্তি।

বদ্ধ পুরুষে প্রকৃতিসংযোগ নিত্য। সংযোগসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বিষয় তাঁরা ভোগ করেন। স্পন্দিত বিশ্বের সংযোগে তাঁদের অন্তর স্পন্দিত। তাঁরা বিষয়-স্পন্দনে সুখ বা দুঃখ ভাগী। বদ্ধ পুরুষের সংকুচিত সত্তা সদা বিষয়-সংযোগে আন্দোলিত। প্রকৃতিপ্রদত্ত ভোগের সম্ভারে তাঁরা লিপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি মুক্ত উদার পুরুষাববোধ তাদের হয় না। স্বরূপ দৃষ্টির দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। বিষয়সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাদের সত্তা সংকুচিত, জ্ঞান অবিদ্যা-উপরঞ্জিত। তাদের জগৎ ইন্দ্রিয়, মন প্রাণের জগৎ। বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ করে, তাতেই লিপ্ত। সে বুদ্ধি তাদের নেই যা যথাযথ জ্ঞান নিবেদিত করে, বিষয়ের স্বরূপ উপস্থিত করে, বিষয় হতে উপরতি জন্মায়। যে সব পুরুষ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত, তারাই সংবেগী প্রকৃতি হতে মুক্তির জন্য স্বরূপ অনুসন্ধানে তৎপর। এই স্বরূপসন্ধানে তত্ত্বের সকল স্তরের জ্ঞান, প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম কারণ অবস্থা এই জ্ঞানে প্রকাশিত।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অবিবেকজনিত। প্রকৃতি জড় ও পুরুষ দৃশি। তাদের ভিতর কোনো সম্বন্ধ নেই, কিন্তু সংযোগ না হলে জড় প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। সংযোগে পুরুষের প্রতিভাস প্রকৃতিতে পতিত হয়, তখন তার সঞ্চার আরম্ভ হয়। এই সঞ্চার সৃজনের প্রাথমিক বেগ। অবিবেক ব্যতীত এই সংবেগ হতে পারে না। জবাকুসুমের প্রতিচ্ছায়া স্ফটিকে পতিত হলে স্ফটিক রক্তিমাযুক্ত হয়। পুরুষে তেমনি প্রকৃতির ছায়া পতিত হয় এবং প্রকৃতিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়। এরূপে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত। প্রতিবিম্বিত পুরুষ করে ভোগ। প্রকৃতি সঞ্চারিত হয়ে সৃজন স্পন্দনে উৎফুল্ল হয়, পুরুষকে ভোগে লিপ্ত করে। জড় প্রকৃতির নিজের কোনো ভোগ নেই। ভোগ বা মুক্তি চেতনের। প্রকৃতি তার সৃষ্টিসম্ভার পুরুষকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে।

যে পুরুষ বিবেক দ্বারা এই ভোগে লিপ্ত হয় না, সৃষ্টির সৌন্দর্যমহিমায় আকৃষ্ট হয় না, সেই মুক্ত। এই পুরুষের প্রতিবিম্ব আর ক্রিয়াশীল হয় না। পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে মুক্ত পুরুষের আর প্রকৃতিসঙ্গ হয় না। মুক্ত পুরুষের প্রকৃতিসংযোগ নেই। স্বরূপের মহিমায় ও স্বরূপের শান্তিতে মগ্ন। নিত্য মুক্ত পুরুষে কখনই প্রকৃতির সংযোগ বা বিয়োগ হয়নি। তার কখনো স্বরূপভ্রান্তি হয়নি। স্বরূপভ্রান্তি বন্ধন ও দুঃখের কারণ। স্বরূপসংস্থিতি মুক্তি ও শান্তির কারণ। চিদের অবসানই বন্ধন, চিদের জাগরণ ও স্মৃতি মুক্তি। মুক্তি প্রকৃতিবিচ্যুতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরূপ পুরুষ আছেন, যাঁর কখনও বন্ধন হয়নি, ক্লেশ-কর্ম-বিপাক যাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি, যিনি অস্মিতা স্বরূপে জাগ্রত। এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলা হয়। তিনি প্রকৃতিস্পর্শ হতে মুক্ত নন। তাঁর ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত। প্রকৃতিস্পর্শ থাকলেও ক্লেশ-কর্ম বিপাকশূন্য তিনি। এই ক্লেশ-কর্ম-শূন্যতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

পুরুষতত্ত্বে এইরূপ তিন প্রকার পুরুষের কথা বলা হয় : ১. যারা এখনও বদ্ধ—অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত, ২. যাঁরা সাধনা ও জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, ৩. যিনি নিত্য মুক্ত, যাঁর স্বরূপ ক্লেশাদি স্পর্শ করতে পারে না, অথচ যিনি প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করেন, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্পর্শশূন্য নন। প্রথম শ্রেণীর ভিতর আর-এক বিভাগ কল্পনা করা যেতে পারে, যারা কর্মে ও ভোগে লিপ্ত এবং যারা মোক্ষের জন্য ব্রতী।

পুরুষ স্বরূপত চিৎস্বভাব, এই জন্য তাঁর বন্ধন বা মুক্তি হয় না। বন্ধন বা মুক্তি প্রতিবিম্বিত পুরুষের। বুদ্ধিসত্ত্ব যখন বিশ্বদৃশ্য পুরুষে প্রতিবিম্বিত করে না, তখনই প্রতিবিম্বিত পুরুষে বিবেকজনিত প্রতিবিম্বের ও গুণ সকলের অবসান। প্রকৃতিপুরুষ সংযোগে তার উৎপত্তি, তার বিয়োগে তাদের নিবৃত্তি।

মুক্তি-অবস্থায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের (Singularity and Uniqueness) লয় হয় না। ব্যক্তিত্ব নিত্য। এই ব্যক্তিত্ব কিন্তু কোনো ক্রিয়া-নিষ্পন্ন নয়, কোনো ক্রিয়ার আশ্রয়ও নয়। ইহা নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপতা। চিৎ কিন্তু চিৎশক্তির আশ্রয়ও নয়। আশ্রয় আশ্রিত বা কোনো সম্বন্ধ কল্পনা পুরুষে হতে পারে না। সম্বন্ধহীন, ধর্মহীন ব্যক্তিত্বই পুরুষের ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব নিত্যসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত বহুপুরুষবাদে ন্যায়-সংগত। মুক্তিতে প্রকৃতির উপরাগ স্তব্ধ; পুরুষের ব্যক্তিত্বের কোনো অপলাপ হয় না। মুক্ত পুরুষের পার্থক্যের লোপ হয় না। উপাধি বিসর্জনে পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি; স্বরূপের বহুত্বের বিলয় হয় না। এ না হলে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। এক পুরুষের কল্পনা করা হয় না, আর মুক্তির কথাও বলা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের ব্যক্তিত্ব উপহিত (উপাধিজনিত) নয়। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের অনুপ্রবেশ। এক পুরুষের অনুপ্রবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক আমিরই অনুবৃত্তি হওয়া সংগত। কিন্তু এরূপ তো হয় না। এইজন্যই যেমন পুরুষ-বহুত্ব ব্যাপার মানতে হয়, তেমনি মুক্তি ভূমিতে ও পুরুষের বহুত্ব, পুরুষের ব্যক্তিত্ব মানতে হয়। মুক্ত হলেই পুরুষের অনন্তত্ব বিনাশ হয় না, বহু একে পর্যবসিত হয় না।

জিজ্ঞাসা হতে পারে, মুক্তাত্মার পরস্পর ভেদ-নিয়ামক কী হবে? সকল পুরুষই যখন দৃশি-স্বরূপ, তখন পরস্পর পার্থক্যের জ্ঞান কী করে নিষ্পন্ন হয়? স্বরূপে এক হলেও সংখ্যায় বহু হওয়া অসম্ভব নয়। বহু পদার্থ স্বরূপে এক হলেও, তাদের একই হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তারা বিভিন্নরূপে থাকতে পারে। সমষ্টিগত একত্ব ব্যষ্টি-সমষ্টি-অতীত একত্ব। এই দু প্রকার একত্বের ভিতর সাংখ্য প্রথমটি গ্রহণ করে, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে না। যেখানে বহুর ভান নেই, সেখানে একও নেই। এক বহুর মধ্যে এক। যদি বলা হয় বুদ্ধির অতীত বলে পুরুষ সম্বন্ধে বহুত্ব ধারণা ন্যায্য নয়, তখন উত্তর হবে যে বুদ্ধির অতীত তত্ত্বকে একও বলা যায় না। এক বা বহুর ধারণা বুদ্ধির ধারণা। সাংখ্য মতে প্রতিবুদ্ধিতে সংবোধিত পুরুষ বহু। মুক্তির অবস্থায় বুদ্ধির সংযোগের অভাবে পুরুষের ব্যক্তিত্ব যেমনি আছে তেমনি থাকে। তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

পরিণাম দু প্রকার—ঔপাদানিক ও লাক্ষণিক। একের অধিক উৎপাদন সংযোগে পরিণাম ঔপাদানিক, যেমন জল ও বায়ু ইত্যাদি। একই উপাদানে পরিণাম লাক্ষণিক, যেমন স্বর্ণের কুণ্ডলে পরিণতি। লাক্ষণিক পরিণাম দৈশিক ও কালিক হতে পারে। স্থানান্তরিত হলে দ্রব্যের আকারাদি ভিন্ন হয়। এরূপ পরিণতি দৈশিক। আর কালভেদে যে পরিণাম হয় যেমন পুরাতন ও নবীন তাহা কালিক। পুরুষ কোনো কিছুর সংযোগে উৎপন্ন হয় না। এজন্য এর ঔপাদানিক পরিণাম হয় না। পুরুষ অসীম। অসীম বলে তার গতি হয় না ও আকারাদিরূপে পরিণাম হয় না। গতির সহিত পরিণামের বিশেষত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাক্ষণিক পরিণামের, বিশেষ সম্বন্ধ। অবস্থা হতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি কাল ও গতিকেই অবলম্বন করে। স্বর্ণ-কুণ্ড হতে স্বর্ণ-বলয় প্রাপ্তি গতিকে অবলম্বন করে। গতি তো কালেই সম্ভব। পুরুষের ভিতর কোনো পরিবর্তনের বীজ নেই। তাই তার ভিতর না আছে গতি, না আছে কাল। এই কালরাহিত্য, গতিরাহিত্য পুরুষের অসীমত্বের ও অক্ষয়ত্বের পরিচয়। এই পুরুষচেতনা অদ্বৈতরূপ, নিজের বোধেই নিজে দীপ্ত। এ কারও বিষয় হয় না, এ অসীম। স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিতে যখন পুরুষাতিরিক্ত কোনো বিষয় থাকে না, তখন কিছুরই দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। বিষয়ের সীমা আছে, কিন্তু পুরুষের নেই। ভাষ্যে বলা হয়েছে, "চিতিশক্তি অপরিণামিণী, শুদ্ধা, অনন্তা।" অনন্ত শব্দ দেশ ও কালের সীমার অভাব বুঝায়, কিন্তু পুরুষ এরূপভাবে অনন্ত নয়। পুরুষ ধর্মহীন বলে কালের কোনো ক্রিয়া সেখানে নেই। অতএব কালহীনতারূপ অনন্তত্ব নিত্যকাল অবস্থায়িত্ব (Eternity) নয়। দেশব্যাপিত্ব (Extensiveness) বিষয়ের ধর্ম, পুরুষের নয়। দেশে অবস্থিত পদার্থমাত্র সাবয়ব, চিতিশক্তি (পুরুষ) নিরবয়ব। নিরবয়ব পদার্থের দেশব্যাপিত্ব থাকতে পারে না। চেতনার সহিত কাল ও দেশের বা তাদের ধর্মের কোনো সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই। চেতনার ব্যাপকতা অর্থে দেশরাহিত্য বুঝতে হবে। বস্তুত, চেতনার ব্যাপকতা কথা মাত্র, এর কোনো অর্থ নেই। চেতনা চেতনা। একরূপেই অবস্থিত। তার সংকোচ হয় না, প্রসার হয় না। সংকোচ ও প্রসার জড়-পদার্থের। অদৃষ্ট, নিত্য, একরূপে অবস্থিত পদার্থের নয়।

তর্ক হতে পারে বহু পুরুষ পরস্পর পরস্পরের বাধক। যেমন বহু বিষয় পরস্পর পরস্পরের বাধক। পরস্পরের বাধক হলে সসীম হয়। এ কথাও সমীচীন নয়। এ নিয়ম দেশাশ্রয়শূন্য পুরুষ বা চিৎস্বরূপ সম্বন্ধে সত্য নয়। দেশাশ্রিত বস্তু সম্বন্ধে সত্য। চিৎ পদার্থ দেশ ও কালের সম্বন্ধশূন্য বলেই তারা পরস্পর সাধক ও বাধক হয় না, সকলেই সম্বন্ধশূন্য। দেশ ও কালশূন্য পদার্থে সম্বন্ধ কল্পনা অসম্ভব। পুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপ্য-ব্যাপক ধর্ম নেই। এজন্য এক পুরুষ অন্য পুরুষের ব্যাপ্য বা ব্যাপক হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষের একত্ব একজাতিপরত্ব, একসংখ্যা-পরত্ব নয়।

পুরুষ কী ব্যুত্থানে কী নিরোধে একরূপ অবস্থায় থাকে। চিত্তের অবস্থার বা পরিবর্তনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। ব্যুত্থানে চিত্তস্পন্দনে বিষয় বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্বে পৌঁছে প্রকাশিত হয়। তাই বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত সঞ্চার বা ক্রিয়া থাকে। বুদ্ধির অতিরিক্ত পুরুষতত্ত্বে এই সঞ্চার পৌঁছতে পারে না। চেতনা বুদ্ধিরও প্রকাশক। তাতে বৈষয়িক কোনোরূপ সঞ্চার প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধিতে বৃত্তি আছে, তার রূপ এক অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করা ; বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বিষয়বোধ বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হয়। সেই বোধ বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়। আত্মাতে বা পুরুষে উপগত হয় না। আমিস্বরূপ প্রতিবিম্বিত পুরুষে (.empirical self) আমি জ্ঞাতা এরূপ প্রকাশশীল বৃত্তির সঞ্চার, কিন্তু পুরুষে কোনো বৃত্তি হয় না। ব্যুত্থানে বা জাগরণে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। নিরোধেও পুরুষের স্বরূপ এই। কোনো অবস্থাতেই এর চ্যুতি হয় না। নিরোধ অর্থে বৃত্তির নিরোধ, চিত্তেন্দ্রিয়ের বিলয়। নিরোধ অভ্যাসে চিত্ত ক্রমশ সকল বাহ্য আন্তর বিষয় হতে উপরত হয়। নিরোধের শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় চিত্তের পূর্ণ লয়। উহাই সমাধি। সমাধি ও বিক্ষেপ চিত্তের, পুরুষের স্বরূপে সর্বথা অবস্থিতি, তার নিরোধও নেই, ব্যুত্থানও নেই। জাগরণ ও সমাধি উপাধির,—স্বরূপের নয়। চিত্তের কোনো অবস্থা বস্তুত পুরুষকে স্পর্শ করে না। নিরোধ অভ্যাসে ক্রমশ বিষয়ের, ইন্দ্রিয়সঞ্চারের, অন্তরবৃত্তির লয়, আমিমাত্রের ভান, পরিশেষে এ ভূমিকারও লয় হয়। এই আমি-বোধ একটা সাত্ত্বিকী স্বচ্ছজ্ঞান বৃত্তি, কিন্তু তাও প্রতিসংহৃত হয় পুরুষাববোধে। এইজন্য কী নিরোধবৃত্তি কী ব্যুত্থানবৃত্তি পুরুষকে স্পর্শ করে না। চিত্তের কোনো ধর্ম পুরুষে আক্রান্ত হয় না। তবু যে পুরুষ সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি ভাবনাক্লেশ, তাহা মিথ্যা জ্ঞান-জনিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ-অপবর্গ

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ আছে, পুরুষ ভোগ করে, পুরুষ মুক্ত হয়। কিন্তু বস্তুত পুরুষ ভোগও করে না, মুক্তও হয় না। আমি বুদ্ধি (অস্মৎপ্রত্যয়) আশ্রয় করে পুরুষের এরূপ ব্যবহার। আমি-বোধ ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে বিষয় বা বিষয়ের আনন্দ গ্রহণ করে। তাই ভোগ। ভোক্তা আমির নিকট বিষয়ের বা গ্রহণ-ইন্দ্রিয়ের সঞ্চারের উপস্থিতি। প্রকৃতির অন্তরে যত সম্পদ ও ঐশ্বর্য আছে, তার ভোক্তা এই আমি-বোধ। বুদ্ধিই গ্রহীতা। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ ভোক্তা। চেতনার প্রতিভাস ভিন্ন ভোক্তৃত্ব অনুপপন্ন। আমি-বোধ ইন্দ্রিয়সম্পর্কহীন হয়ে বুদ্ধিতে নিজের স্বরূপ চেতনার অবভাস। তখন ব্যবহারিক গ্রহীতার সুস্পষ্ট জ্ঞান। ব্যবহারিক গ্রহীতার জ্ঞানে সব কিছুই প্রতিভাত হয়। বিবেকই এর শেষ গতি। বিবেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে প্রকৃতির পূর্ণ উপসংহার। তাই মুক্তি। মুক্তির ভূমিকায় প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না। মুক্তি তো প্রকৃতির সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি। (মুক্তির সম্বন্ধে পরে আরও কথা বলা হবে।)

পূর্বে যে বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের কথা বলা হয়েছে তা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষকে অবলম্বন ক'রে। যে পুরুষ প্রকৃতির অবদান ভোগ করে সে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বদ্ধ। যে পুরুষ নিজের প্রতিবিম্ব হতে পার্থক্য অনুভব করে সে মুক্ত। বিবেকপ্রতিষ্ঠিত সাধকের চিৎস্বরূপতা লাভ করার পূর্বে চিত্তস্বচ্ছতায় নানাবিধ শক্তির সঞ্চার। সকল বিষয়ের, সকল চিত্তের ভাব প্রতিফলিত হয়। এরূপ পুরুষ সকল শক্তি ও বিভূতির আধার। চিত্তস্বচ্ছতায় তার সংকল্প অপ্রতিহত এবং অশেষ বিষয় তার চিত্তে উদ্ভাসিত। বদ্ধ পুরুষে অন্তর্বৃত্তি অস্বচ্ছ। জ্ঞান ও ইচ্ছার স্ফূর্তি ও শক্তি মলিন। কিন্তু সত্ত্বশুদ্ধ পুরুষে তাদের স্ফূর্তি ও বিকাশ উজ্জ্বল। কখনও তাঁরা শক্তিতে ও জ্ঞানে ঈশ্বরবৎ হন। তাঁরা জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্যের আশ্রয়, তাঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল ও অবাধিত, আনন্দ শান্ত, সংকল্প সিদ্ধিরূপ। তাঁরা সত্ত্বপ্রভাভূষিত, বিশোকাদি সিদ্ধিমণ্ডিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ পুরুষ মুক্তপুরুষ হতে ভিন্ন। তার বিশোকা (সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বচিত্ত-অধিষ্ঠাতৃত্ব) সিদ্ধি হলেও পরবৈরাগ্য হয়নি। বুদ্ধিসত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে বুদ্ধির ক্রিয়া বর্তমান, কিন্তু বুদ্ধিতে বৈরাগ্যোদয়ে প্রসবধর্মী প্রকৃতির পূর্ণ লয়। তখন ক্লেশ-বীজের বিনাশ। চিত্ত সম্যকরূপে প্রতিসংহৃত হলে তার আর উদ্বোধন হয় না। পুরুষের আর কোনো বিষয়ের প্রতিভাস হয় না। বিশোকাভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের অক্রম জ্ঞান হয়, কিন্তু তখনও তার অধিকার চিত্তকে অবলম্বন করেই। পূর্ণ চিত্তনিরোধ হয় না। বিশোকাতে সংকুচিত সংস্কারমুক্ত চিত্তে উদার জ্ঞানময় সত্তার আবির্ভাব। এঁকে পাপ পুণ্য স্পর্শ করে না। ইনি তেজোময়, বিজ্ঞানময়; ইনি ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বরবৎ অবাধিত জ্ঞান, সর্বসিদ্ধি ও কল্যাণের আশ্রয়।

ঈশ্বর কিন্তু এরূপ পুরুষ হতে ভিন্ন। তিনি নিত্য ক্লেশমুক্ত, তাঁর ঐশ্বরিক উপাধি নিত্য ও প্রাকৃত, সাধনালব্ধ নহে। তিনি পুরুষবিশেষ। তিনি অনাদিকাল হতে নিরতিশয় জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন। তিনি প্রকৃতিস্পর্শমুক্ত নন। তাঁর সত্ত্বোৎকর্ষ স্বাভাবিক। কিন্তু সাধনালব্ধ সত্ত্বাতিশয়সম্পন্ন পুরুষ এরূপ নিত্য জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন নয়। অনাদি কাল হতে ঈশ্বর ভিন্ন কোনো পুরুষ বিচ্ছিন্ন বা বিগতক্লেশ হয় না। তাদের ক্লেশমুক্তি সাধনাসিদ্ধ। প্রকৃতিস্পর্শ সত্ত্বেও স্বাভাবিকরূপে ক্লেশশূন্য বলে ঈশ্বরে জ্ঞান ও মহিমার নিত্য প্রকাশ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। ঈশ্বরে সাস্মিতা-ভাব সদা জাগ্রত। তাঁর অতীত ও অনাগত বন্ধন নেই। কোনো পুরুষ পূর্বে বদ্ধ থাকেন, তার পর মুক্ত হন; কোনো পুরুষ প্রকৃতিলীনতার জন্য মুক্তের ন্যায় থাকেন, কিন্তু প্রকৃতিলীন অবস্থার অপসারণে উপাধি গ্রহণ করে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হন। প্রকৃতিলীন পুরুষ প্রকৃতির অতীত হন না। এঁরা কেউ ঈশ্বর নন। ঈশ্বর যখন কোনো কালে বদ্ধ হননি, তখন তাঁর ভূতবন্ধন নেই। ঈশ্বর কখনও প্রকৃতিলীন হন না। কারণ তিনি প্রকৃতির অতীত, তাঁর প্রকৃতিস্পর্শ থাকলেও প্রকৃতিতে লয় নেই। অনাদি কাল হতে তিনি বিবেকসম্পন্ন, তিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা; সকল জ্ঞানের আশ্রয় তিনি, তাঁতে কোনো জ্ঞান লুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে পারে না। ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ, তাঁর জ্ঞানধর্মোপদেশে কোনো বাধা নেই। তাঁর অন্তর সত্ত্বদীপ্তিতে উজ্জ্বল, প্রজ্ঞাপ্রভায় স্বতই প্রকাশশীল, কল্যাণমহিমায় স্বতই উদ্ভাসিত।

জ্ঞানের নিত্যাশ্রয় বলে তিনি অনাদি কাল হতে গুরু, জ্ঞানধর্মের উপদেষ্টা। তার সত্তা বা শক্তি কালের দ্বারা অনাবৃত ও অবাধিত। এজন্য তিনি আদি গুরু। তিনি প্রতিসর্গে জ্ঞানধর্মের উপদেষ্টা, যোগধর্মের আচার্য। মানব অন্তরে জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের সঞ্চার করেন। এই বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান প্রকৃতি। কিন্তু তা উপাদান-কারণ হলেও নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর। সৃষ্টিতে নিমিত্ত-কারণরূপে কোনো ব্যক্তি আশ্রিত চেতনার সংকল্প আবশ্যক। এই ব্যক্তি ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ। ইনি সৃষ্টির রচয়িতা ও অধীশ্বর। ইনি সগুণ পুরুষ, ইনি প্রকৃতস্পর্শ ও সার্বজ্ঞ্যাদি ঐশসংস্কারশূন্য নন। এই সংস্কারসম্পন্ন হয়ে প্রতিসর্গে সর্বাধীশ হয়ে প্রকাশিত হন। তিনি বিরাট, তাঁর শক্তি ও মাহাত্ম্য বিরাট। তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত নন; মহিমা, কল্যাণ, জ্ঞান, বীর্য, ঐশ্বর্যের আশ্রয়। তিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করেন। এই প্রকৃতিবশিত্ব ধর্ম তাঁতে আছে বলে তাঁর ধ্যান চিত্ত সত্ত্বাতিশয়সম্পন্ন হয়ে জ্ঞান-ঐশ্বর্যের আধকারী হয়।

ঈশ্বর ধ্যানে সত্ত্বোৎকর্ষ, জ্ঞান ও বিবেকরূপ সাত্ত্বিকী বিভূতির উদ্গম। ঈশ্বরপ্রণিধান সগুণব্রহ্মের উপাসনা। চিত্তকে উজ্জ্বল স্বচ্ছ নির্মল করে জ্ঞান বিবেক সঞ্চার করে, ক্রমশ নির্গুণ আত্ম-সাক্ষাৎকারের দিকে নিয়ে যায়। সত্ত্বাতিশয়যুক্ত চিত্তে বিবেকজ্ঞানের প্রতিভাস। বিবেকজ্ঞানে মুক্তি। ঈশ্বর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হন না, সাক্ষাৎকারণ প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক। ঈশ্বরোপাসনা তার সহায়ক মাত্র। বিবেকজ্ঞান ভিন্ন প্রকৃতির উপরতি হয় না।

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হতে পারে না। ঈশ্বরের মুক্তিদাতৃত্ব পরম্পরা সম্বন্ধে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়। যোগদর্শনে ঈশ্বর শান্ত সমাহিত পুরুষ; মুমুক্ষুকে সহায়তা করতে পারেন জ্ঞান উপদেশের দ্বারা কিন্তু সাক্ষাৎ রূপে প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারেন না। তাঁর সে অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। তাই যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-শ্রদ্ধা বা ভক্তি হতে বিবেকের স্থান উচ্চে। শ্রদ্ধা দেয় ঈশ্বরানুরক্তি, অনুরাগ হতে ধ্যান, ধ্যান হতে সত্ত্বশুদ্ধি ও উৎকর্ষ, সত্ত্ব উৎকর্ষ হতে উজ্জ্বল বিবেক, বিবেক হতে বিরক্তি, চিত্তের অবসিত অধিকার ও পুরুষ-অববোধ। পুরুষ-অববোধই মুক্তি।

প্রকৃতি

পুরুষ ভিন্ন আর-এক তত্ত্ব প্রকৃতি। ইহা পরিণামী, পরিবর্তনশীল, কিন্তু নিত্য। এই নিত্য পরিণামী পদার্থকে বলা হয় প্রকৃতি। নিত্য পরিণামী ও নিত্য অপরিণামী পদার্থ নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি। সৃষ্টি প্রকৃতিরই পরিণাম। প্রকৃতির এই পরিণাম স্বাভাবিক। তার ধর্ম নিত্যই পরিণত হওয়া। এই পরিণাম স্বাভাবিক হলেও এই পরিণাম উদ্দেশ্য (finality) হীন নয়। প্রকৃতি পরিণত হয় পুরুষকে ভোগসম্ভার অর্ঘ দিতে। তার স্বভাব পুরুষকে আকর্ষণ করা, তাকে ঐশ্বর্য ও আনন্দ নিবেদন করা। শুধু তাই নয় প্রকৃতি যেমন ভোগ উপস্থিত করে তেমনি প্রতিসংহৃত হয়ে পুরুষকে আধ্যাত্মিক বন্ধন হতে নিষ্কৃতি দেয়। প্রকৃতির যা কিছু ক্রিয়া—সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপসংহার সবই পুরুষকে নিয়ে। কারণ সে জড়, তার ক্রিয়ার তার কাছে কিছু অর্থ নেই। ক্রিয়ার অর্থ নিষ্পন্ন হয় পুরুষকে নিয়ে। পুরুষসম্বন্ধহীনতায় তার কোনো সার্থকতা নেই।

সাংখ্যমতে শুধু প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, পুরুষের সহিত সম্বন্ধ অভাবে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না। প্রকৃতির পরিণতি স্বাভাবিক হলেও তা পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন নয়। পুরুষের কোনো প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না। কারণ তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রকৃতির। পুরুষ সংস্পর্শে এই প্রয়োজনের অভিব্যক্তি। এই সংস্পর্শে প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থার চ্যুতি। প্রকৃতির দুইটি অবস্থা—ব্যক্ত, অব্যক্ত। অব্যক্ত অবস্থা (equilibrium) ক্রিয়াহীন, গুণসাম্যের জন্য কোনো বিশেষ পরিণতি এ অবস্থায় সম্ভব নয়। অব্যক্ত অবস্থায় ভোগ ও অপবর্গের কথা ওঠে না, বিশ্বপ্রকৃতি লীন হয়ে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। কারণ প্রকৃতির স্বভাব পরিণামী। কোনো সর্গ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি এরূপ অবস্থা বা বিশ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু পরিণাম যার ধর্ম তার এরূপ অবস্থা নিত্য হতে পারে না। এজন্য প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থা। প্রকৃতির পরিণাম থাকলেও তার কখনও ধ্বংস নেই—সে তো নিত্য। পরিণাম অবস্থা হতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, পূর্ণ অভাব বা বিনাশ নয়। এই পরিণামেই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টি। এর বিরাম নেই। অবিশ্রান্ত। কাল বা দেশবিশেষকে অবলম্বন করে সৃষ্টির কথা বলা হয়, কিন্তু সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি অনন্ত। প্রকৃতির পরিণামের কোনো কালব্যাপ্তি বা দেশব্যাপ্তি নেই। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার তিরোভাবে সৃষ্টির বিকাশ। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজ, তম—এদের কোনো পরিচয় হয় না; অব্যক্ত ভূমিতে তাদের স্বভাবের বিকাশ হয় না। প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা অর্থে সাম্যাবস্থার অপসারণ ও গুণধর্মের বিকাশ ও পরিণতি। গুণ বলতে প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু আমরা বুঝব না। এরা প্রকৃতিরই স্বরূপ, ব্যক্ত ভূমিতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ। ক্রিয়াস্ফুরণে প্রকৃতির এই ব্যক্ত বিকাশ। পরিণতিতে গুণগুলির পরস্পর আশ্রিত। এতে তাদের সমত্ব থাকে না, পরিণতি অর্থেই তাদের অসমত্ব বা বৈষম্য। পরিণতি, সৃষ্টি অভিমুখী ক্রিয়া। গুণগুলি সমভাবে থাকলে ক্রিয়া সম্ভব নয়। একের দ্বারা অন্যের নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার স্বভাব। পরিস্পন্দন, সংবেগ ও নিয়ন্ত্রণ গুণবৈষম্য না হলে হয় না। অদৃষ্টবশে সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা দূরীভূত হয়। তখন প্রকৃতি পরিস্পন্দিত ও ব্যক্ত হয়। পরিস্পন্দিত অবস্থায় এক গুণের দ্বারা অন্যের অভিভব। এই অভিভবের স্বরূপ পরিণামের স্বভাবের ও স্বরূপের পরিচয়। কোথাও সত্ত্বের আধিক্য, কোথাও রজের আধিক্য, কোথাও তমের আধিক্য। এর জন্য বস্তুগত স্বভাবের ভেদ। একই প্রকৃতির পরিণামে বিশ্ব, কিন্তু পরিণত পদার্থের একই স্বভাব নয়। তার স্বভাব অন্তর্নিহিত গুণধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইজন্য প্রতি বস্তু প্রতি বস্তু হতে ভিন্ন। তাদের মধ্যে গুণধর্মের সঞ্চার ও সংক্ষোভ আছে এবং তা বিভিন্ন। শুধু তাই নয়, একই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংক্ষোভ ভিন্ন। এইজন্য পদার্থবিশেষে নানা অবস্থার উৎপত্তি। প্রকৃতিজগতে সকল বস্তুই পরিস্পন্দিত হয়ে পরিণত। পরিণতি প্রকৃতির স্বভাবগত ধর্ম, এর শেষ নেই, বিরতি নেই।

পরিণাম প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম হলেও এই পরিণামে রীতি আছে। এ নিয়মবদ্ধ। কারণেরই পরিণাম কার্যে, কারণের স্বরূপ কার্যে স্ফুট। এই কার্য কারণ শৃঙ্খলা জনিত একরকম বস্তু তদ্রূপ বস্তুতে পরিণত হয়। তিল হতে তৈল, বালুকণা হতে নয়। পরিণতি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলেই সৃষ্টির ভিতর সুসংগতি, পর্যায় উচ্চাবচক্রম ও শ্রেণী-বিন্যাস আছে। কিন্তু সকলের মূলেই আছে গুণ ধর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন সঞ্চার। সঞ্চার বিশেষে পরিণতির বিশেষ রূপ। সত্ত্ব, রজ, তম গুণের তারতম্য অনুসারে সৃষ্ট বস্তুর ও প্রাণীবর্গের স্বরূপ ও পর্যায়ের নির্দেশ।

এইজন্য প্রকৃতির গুণগুলির সম্যক ধারণা আবশ্যক। প্রকৃতিজগতে পদার্থের স্থিতি আছে, ক্রিয়া আছে, প্রকাশ আছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশ-শীল। উপাদানে সত্ত্ব নিহিত আছে বলেই প্রত্যেক পদার্থে প্রকাশশীলতা আছে। এই প্রকাশশীলতা চিদের প্রকাশশীলতা নয়, এ একরূপ স্বচ্ছতা। সত্ত্বের ধর্ম স্বচ্ছতা (luminosity), লঘুতা (lightness), নমনীয়তা, (plasticity)। সত্ত্বাতিশয্যে জ্ঞানের ও কল্যাণের বৃদ্ধি। চৈতন্যের প্রকাশের দ্বারা প্রকাশযুক্ত হওয়া সত্ত্বের স্বভাব। রজগুণ ক্রিয়াশীল, উপাদানে রজ নিহিত আছে বলেই প্রত্যেক পদার্থে কম-অধিক ক্রিয়াশীলতা আছে। রজের ধর্ম সঞ্চার, ক্রিয়াশীলতা প্রবৃত্তিপরতা। রজের আধিক্যে সংবেগের উৎপত্তি। তম গুণ স্থিতিশীল। তমের ধর্ম স্থিতিস্থাপকতা (conservation)। প্রকাশ ও প্রবৃত্তির রোধ অবস্থা স্থিতি। তমের আধিক্যে পদার্থের অবস্থাবিশেষের সংরক্ষণ ও সংস্থিতি। এই সত্ত্বাদি বস্তু মূল কারণ পদার্থ। নৈয়ায়িকের দ্রব্যাশ্রিত গুণের মতো নয়। এ প্রকৃতির গুণ নয়, এ মূল প্রকৃতির স্বরূপ। ব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতি এরূপে বিকশিত হয়।

গুণ তিনটি হলেও তারা পরস্পর উপরক্ত। প্রত্যেক গুণটি প্রত্যেকে অনুরঞ্জিত। সত্ত্ব রজ-তমের দ্বারা, রজ সত্ত্ব-তমের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তম সত্ত্ব-রজের দ্বারা উপরঞ্জিত। কোনো অবস্থায় তারা পৃথক নয় বা পৃথক্ ভাবে কাজ করে না। পরস্পরকে আশ্রয় করে তারা সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল এবং ভূতেন্দ্রিয়ে পরিণত। তারা অন্যোন্যাশ্রয়; পরস্পর মিথুনীভূত হলেও তারা পৃথক রূপেই থাকে, কোনো গুণ কোনো গুণের দ্বারা একেবারেই অভিভূত হয় না, এবং পরিণতিতে তাদের পার্থক্য বিলীন হয় না। পরিণতিতে প্রত্যেক গুণের বিশেষ আবশ্যক। এদের পরস্পরের সহযোগিতার কখনও বিলয় হয় না। যখন কোনো গুণ প্রধানভাবে কাজ করে তখন অন্য দুই গুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে। সত্ত্বের প্রাধান্যে রজ ও তমের অভিভব, তেমনি রজের প্রাধান্যে সত্ত্বের ও তমের অভিভব, তমের প্রাধান্যে সত্ত্ব ও রজের অভিভব। যেখানে সত্ত্ব প্রধান, সেখানে প্রকাশমাত্র সত্ত্বের, প্রকাশক ক্রিয়া (activity) রজের, প্রকাশের সংরক্ষণ বা স্থিতি তমের। তেমনি রজ যেখানে প্রধান, সেখানে প্রবৃত্তি মাত্র রজের, প্রবৃত্তির বা ক্রিয়ার প্রকাশ সত্ত্বের, ক্রিয়ার অনুবৃত্তি (সংরক্ষণ) তমের। তম যেখানে প্রধান, সেখানে অজ্ঞানতা বা জড়তা তমের, তমের প্রকাশ সত্ত্বের এবং তমের অভ্যন্তরে পরিস্পন্দন রজের। এরূপে গুণ সকলের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যে গুণ অ-প্রধান থাকে, সে প্রধানের সহকারীরূপে ক্রিয়াশীল হয়।

চিন্তা করলে দেখা যাবে পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্মের পরিণতি। এইরূপে সূক্ষ্মের, তদপেক্ষা সূক্ষ্মের সূত্র ধরলে পরিণতির সকল কারণ পাওয়া যাবে প্রকৃতিতে। ব্যক্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পর্যায়ে সৃষ্টি হলেও পরিণামবাদে এ পর্যায় নিত্য নয়। গুণধর্মের পরিবেশনের দ্বারা বস্তুপর্যায় পরিবর্তিত হতে পারে। মূল প্রকৃতির বিকৃতিগুলির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু গুণের সমাবেশে ব্যক্তির বিকৃতি হতে পারে। ব্যক্তি বা জাতির একরূপে থাকার কোনো নিয়মকতা নেই। ভাষ্যকারও দেখিয়েছেন, "সাধনা ও পুরুষকারের দ্বারা মানব মানবত্ব ত্যাগ করে দেবত্বে পরিণত হতে পারে"। এ বিষয়ে আমরা পুরুষকার ও অদৃষ্ট বর্ণনকালে বিচার করব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণাম কী

সাংখ্যযোগে প্রকৃতির অবস্থা হতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি পরিণাম। বীজের পরিণতি বৃক্ষে। যে ক্রিয়ার দ্বারা তার উপস্থিতি, তাই পরিণাম। পরিণামে একই কারণ কার্যে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরে কারণের স্বরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়ে কার্যরূপে স্ফুরিত হয়। বস্তুত বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে এই রূপান্তরের ভেদ। এই রূপান্তর নিত্য, পরিণাম নিত্য। পরিণতি-ক্রিয়া নানা অবস্থার সঞ্চার ও লয়ের ভিতর দিয়ে কার্যরূপে প্রকাশ পায়। কার্য কারণের পরিণতি। কারণের শক্তির কার্যরূপে পরিণতি। শক্তির স্পন্দনে পূর্বাবস্থার রূপান্তরে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। বীজের অন্তর্নিহিতশক্তি পূর্ণ বিকাশের জন্য নানাবিধ অবস্থার ভিতর দিয়ে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। বস্তুত পরিণামবাদে কোনো বস্তু উৎপন্ন হয় না, অভিব্যক্ত হয়। উৎপন্ন শব্দের অর্থ নূতন জাত। কিন্তু পরিণামবাদ যা ছিল না তার জন্ম কল্পনা করে না। এ কল্পনা অসম্ভব। সম্ভব হলে অভাব হতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্ত থাকে বলে তিল হতে তৈলের উৎপত্তি, বালুকারাশি হতে কেহ তৈলের উৎপত্তি কল্পনা করে না। অন্তর্নিহিত না থাকলে কোনো প্রক্রিয়ায় তিল হতে তৈল উৎপন্ন হত না। অভাব হতে পদার্থের উৎপত্তি কল্পনা করলে কার্যকারণের কোনো নিয়মকতা থাকে না। যে কোনো পদার্থ হতে যে কোনো পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। এজন্য কার্য-কারণের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে কারণে কার্য অনুস্যূত একথা বলতে হবে। নতুবা কার্য যদি সম্পূর্ণ অলীক হয় বা একেবারে নাই থাকে তাহলে কারণের সহিত কার্যের কোনো সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। এজন্য স্বীকার করতে হয় যে কার্য কারণে সুপ্ত। তার উৎপত্তি সহসা হয় না। সহসা বা বিনা কার্যকারণ সম্বন্ধে বস্তু বা কার্যের উৎপত্তি ন্যায়-বিরুদ্ধ। পূর্ণ পরিণাম অনেক অবস্থার ভিতর দিয়ে হয়। এ অবস্থাগুলি পরিণামের স্তরবিশেষ। এই অবস্থা পারম্পার্য অব্যক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্ত ভাব। পরিণামের ক্রম আছে। এই ক্রমিক অবস্থাগুলির পরিচয়ে কার্য-কারণ রূপ শৃঙ্খলার সাক্ষাৎ পরিচয়। পরিণামবাদে নিত্য শক্তি স্বীকৃত। শক্তিরই তো রূপান্তর পরিণাম। স্থূল দৃষ্টিতে এই শক্তি সহজবোধ্য নয়।

সাংখ্যযোগমতে কার্যেই কারণ। ব্যক্ত অবস্থা কার্য, অব্যক্ত অবস্থা কারণ। যে সময় সকল কার্য অব্যক্ত কারণে বা প্রকৃতিতে লীন হয় তাই প্রলয় অবস্থা। এই অব্যক্ত প্রকৃতি সৃজন-অভিমুখী হয়ে রূপান্তরিত হলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই পরিণতি কিছুকালের জন্য স্থিতি লাভ করে, আবার বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একেবারে ধ্বংস হয় না। বট-বৃক্ষ বট বীজরূপে থেকে যায়। পরিণামবাদে কার্যের পরিস্থিতি নিত্য স্থায়ী না হলেও কারণের ধ্বংস হয় না। কারণ ধ্বংস হলে কিছুর উৎপত্তির সম্ভব নয়। প্রবাহরূপী পরিণতিতে কোনো পরিণাম অল্পক্ষণ স্থায়ী, কোনো পরিণাম অধিকক্ষণ স্থায়ী। কিন্তু কোনো পরিণাম নিত্য নয়। কারণ, পদার্থ নিত্যই অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হচ্ছে। পরিণাম একটা সাময়িক স্ফূর্তি, সাময়িক স্থিতি। লয় আছে বলেই ইহার স্ফূর্তির বা স্থিতির নিত্যতা নেই। এমন কি সমগ্র সৃষ্টিই প্রলয়কালে অব্যক্তে প্রবেশ করে, আর এক সর্গে পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই শাশ্বত বিধান, এই পরিণতির ধর্ম। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে পরিণামে কার্য কারণ হতে কোনো অংশে অধিক নয়।

বর্তমান নবাভ্যুদয়বাদের (Theory of Emergent Evolutions) মত সাংখ্য কারণ হতে কার্যের নূতন নূতন অভ্যুদয় স্বীকার করে না। সাংখ্যমতে কার্যের ভিতর নবীনত্ব কিছু নেই, কার্য কারণের অভিব্যক্তি। যা কারণে নেই তা কার্যে নেই। নবাভ্যুদয়বাদে কার্য কারণ হতে উৎপন্ন হলেও কারণ হতে কার্যের স্বরূপ বিভিন্নতর ও অধিকতর হতে পারে। এ বিষয় কিন্তু সাংখ্য বিন্দুমাত্র কারণ হতে কার্যের বিভিন্নতা মানে না। সমস্ত বিশ্বে একটা অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়মানুবর্তিতা সাংখ্য গ্রহণ করেছে। এ অখণ্ড। গুণের কমাধিক্যে পদার্থের স্বরূপ ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেও, পরিণতির স্বরূপ—কারণের সহিত কার্যের অভিন্নতা—কখনও পরিবর্তিত হয় না। এরূপভাবে সমস্ত সৃষ্টির একটা অদৃষ্ট ক্রম আছে এবং তা অলঙ্ঘনীয়।

প্রধান বা প্রকৃতি সৃষ্টির মূল উপাদান। উপাদান হলেও একমাত্র প্রধান জগৎ বিকাশ করতে পারে না। বিশ্ব বিকাশের জন্য পুরুষ চেতনার নিয়মিতরূপে অপেক্ষা আছে। চিৎ অবভাস অচেতন প্রধানকে চেতনাবৎ করে, গুণ বৈষম্য সৃষ্টি করে। সাংখ্যযোগমতে জগতে মূল এক কর্তা নেই। চিৎজড় সংযোগে কর্তৃত্ব উৎপত্তি। শুধু চিদের বা শুধু জড়ের কর্তৃত্ব নেই। এজন্য প্রকৃতি-পুরুষকে জগতের কারণ বলা হয়। সৃষ্টির উপাদান কারণ অচেতন, নিমিত্ত কারণ চেতন। ব্যক্ত অবস্থা এই দুইয়ের সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। এই দুই কারণের জন্য ব্যক্ত ভাব তিন ভাগে প্রকাশিত হয়। চেতনাভিমুখী চেতনাবৎ ভাব, অব্যক্তাভিমুখী আবরিত ভাব, এ দুইয়ের সম্বন্ধভূত চঞ্চল ভাব। ইহাই সত্ত্ব তম এবং রজ (কপিল মঠ, সাংখ্য তত্ত্বালোক)।

জগদ্বিকাশ প্রকৃতির বিকৃতি, প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি (emergent) মহত্তত্ত্ব, এখানে আমির স্ফুরণ। এই আমি অবলম্বনে জ্ঞান ও চেষ্টা হয়। এই মহান সকল ব্যবহারও জ্ঞানের মূল। ইহাকে ব্যবহারিক গ্রহীতা বলা যেতে পারে। আমিমাত্র স্ফুরণই এর স্বরূপ। ইহা শান্ত, প্রকাশশীল, কিন্তু এ প্রকাশ পূর্ণ স্পন্দন ও বিকারশূন্য নয়। এই আমি-বোধ বা জ্ঞাতৃত্ব ভাব যখন সকলের জ্ঞাতা হয় তখন একে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব বিশ্বের জ্ঞাতা। যখন অল্পের জ্ঞাতা হয় তখন একে বলা হয় বুদ্ধি। বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্ব অভিন্ন। ক্রিয়ার সংকীর্ণতায় ও ব্যাপকতায় তাদের ভেদ, বুদ্ধিতে সার্বজ্ঞের বীজ নিহিত। বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্ব অবভাসক। তাদের স্বরূপ প্রকাশশীল। এই প্রকাশ ক্রিয়াশীল, তজ্জন্য বিকারযুক্ত। জ্ঞান যখন আমিমাত্র প্রত্যয়ে পর্যবসিত, তখন বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। এই আমি-বোধ যখন শুদ্ধ কেবল আমিমাত্র স্বরূপ, তখনই মহত্তত্ত্ব। আর যখন জ্ঞানরূপ ক্রিয়াতে আমি উদ্ভাসিত তখন বুদ্ধি। বুদ্ধিতে আমি ভিন্ন আমার জ্ঞানরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া উদ্ভাসিত। একটিতে (মহত্তত্ত্বে) শুদ্ধ জ্ঞাতার (subject) স্ফুরণ, আর একটিতে জ্ঞাতৃত্বের (function) স্ফুরণ।

মহত্তত্ত্ব হতে অহংকারের উৎপত্তি। মহত্তত্ত্বের ক্রিয়াশীলতায় অনাত্ম ভাবের সহিত আত্মভাবের সম্বন্ধ। তাই অভিমান। ইহা আমার, আমি এ প্রকার, এতে এরূপ জ্ঞানের উদয়। ইহা ক্রিয়াত্মক ও রাজসিক। অহংকারের মমত্ববুদ্ধি ও সক্রিয় কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে নেই। এজন্য বলতে হয় অহংকারতত্ত্বে কর্তৃত্ববোধ স্ফুট। অহং প্রত্যয় শুধু জ্ঞাতা স্বরূপ নয়, এখানে জ্ঞাতৃত্ব সক্রিয় হয়ে নানারূপে 'আমি অনুভবিতা' 'আমি দ্রষ্টা' প্রকাশিত হয়। অহংকারে ক্রিয়ার ও জ্ঞানের স্ফুট প্রকাশ। বুদ্ধিসত্ত্বে উদ্ভাসিত অহংকার রজেতে ক্রিয়াশীল।

যেখানে অনাত্ম ভাবগুলি আত্মবিষয় হয়ে অবস্থান করে, তাই মন। মনের ক্রিয়া সংরক্ষণ, ধারণা বা ধৃতি। অন্তঃকরণে যা অশেষ সংস্কারের আধার, তাই মন। তমের আধিক্যহেতু মনের এই স্থিতিশীলতা।

প্রকৃতির বিবর্তনে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির স্বরূপবোধ যোগ-সাধনে অত্যন্ত আবশ্যক। জ্ঞানের যতরূপ আছে তার ভিত্তি ওখানে। দৃগ্দর্শনশক্তির একীভূত ভাবকে অস্মিতা বলে। দৃক্ পুরুষ ও করণ বুদ্ধি যখন বিবিক্ত না হয়ে একরূপে প্রকাশিত হয় তখন হয় অস্মিতা। এই অস্মিতা জ্ঞানও ব্যবহারের মূল। এই অস্মিতা যত শুদ্ধ বৃত্তিসম্পন্ন, তার পরিণাম তত উজ্জ্বল ও জ্ঞানাভিমুখী। এই অস্মিতার বিদ্যা পরিণাম। উজ্জ্বল প্রকাশের আবরণে এবং অনাত্ম ভাবের সহিত সম্বন্ধে অস্মিতার অবিদ্যা পরিণাম। যেমন – গভীর ধ্যানে সত্ত্বের স্বচ্ছতা। সব বৃত্তি রহিত হয়ে যখন আমি-মাত্র বোধের প্রকাশ তাকেই অস্মিতার বিদ্যা পরিণাম বলতে পারি। তেমনি গভীর নিদ্রায় অন্তঃকরণ তমসাচ্ছন্ন হলেও আমি-বোধের অসম্যক্ প্রকাশ থাকে, সেইটি অস্মিতার অবিদ্যা পরিণাম। অস্মিতা পরিণামধর্মী। সাত্ত্বিক প্রকাশ যেখানে অধিক, অস্মিতাও সেখানে ঊর্ধ্ব জ্ঞানবৃত্তিসম্পন্ন। তমে অস্মিতার আবরণ। অবিদ্যার ক্রিয়া অধিক হয়। প্রকাশ ক্রিয়া রুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। কিন্তু আমি-বোধের অনুবৃত্তি থাকে। এজন্য সত্যি করে অস্মিতা সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও তার বোধ সুস্পষ্ট নয়।

অহংকার ও মন কিরূপে উৎপন্ন হয় তা বলা হয়েছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় দু প্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। সাত্ত্বিক অহংকারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অহংকার যখন ক্রিয়াশীল হয়ে বেদনাত্মক জ্ঞানের কর্তা হয় তখন এ বেদনা গ্রহণের জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃজন করে। ইন্দ্রিয়গত অস্মিতা জাগরণে ক্রিয়াশীল। প্রকাশশীল গ্রহীতার যে বিষয় প্রকাশ তা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। সংস্কারগত অস্মিতা হতে স্বপ্নের উৎপত্তি। সেই অস্মিতা যখন সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ, তখন স্বপ্নে সত্ত্বের স্বচ্ছতায় জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশ। যখন সে অস্মিতা রজের দ্বারা আক্রান্ত, তখন স্বপ্নে ভোক্তৃত্বাদি বোধের উৎপত্তি।

রাজসিক অহংকারে কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অহংকার গত অস্মিতার বিষয়ের উপর কতৃত্ব করার চেষ্টায় কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। বাক্ পাণি পাদ পায়ু-উপস্থ কর্মেন্দ্রিয়। তাদের সাধারণ স্বভাব স্বেচ্ছাপূর্বক চালন। তামস অহংকার হতে বিষয়ের বা ভোগ্যবস্তুর উৎপত্তি। এখানে অহংকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে পরিণত হয়। তমপ্রধান প্রকৃতি হতে উৎপত্তি বলে এ গ্রাহ্য। জ্ঞানের বিষয় বলে এ বোধ্য, তমপ্রধান বলে এ জড়। জড় বলে এ সর্বত্রক্রিয়াহীন নয়। এদের দেশান্তর গতি ও পরিণতি ক্রিয়ার পরিচয় দেয়।

গ্রাহ্যত্বই বিষয়ের প্রধান ধর্ম। বিষয় স্থূলসূক্ষ্মভেদে দু প্রকার। সূক্ষ্মভূত বিষয় পঞ্চতন্মাত্র, স্থূলভূত বিষয় পঞ্চভূত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ। পঞ্চভূতের (ক্ষিতি ইত্যাদির) যে সূক্ষ্ম বা কারণ অবস্থা তাই তন্মাত্র। এ তন্মাত্র পাঁচ প্রকার—গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ। স্থূলভূত যে পৃথিবী তা গন্ধতন্মাত্রের অভিব্যক্ত অবস্থা, জল, রস তন্মাত্রের, বায়ু স্পর্শতন্মাত্রের, অগ্নি রূপতন্মাত্রের এবং আকাশ শব্দতন্মাত্রের অভিব্যক্ত অবস্থা। এইরূপে সূক্ষ্ম হতে স্থূলের উৎপত্তি। শব্দাদি গুণ সকলের যে অতি সূক্ষ্ম অবস্থা তার আশ্রয় তাদের তন্মাত্র। এই তন্মাত্রের জ্ঞান যোগীরা বিচারানুগত সমাধির দ্বারা লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, গ্রাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের মূলে আছে অভিমান। একই অহংকারে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও পঞ্চভূতের উৎপত্তি। অহংমূল হতে বিষয় ও বিষয়গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। যাকে আমরা ইংরেজিতে subjective or objective, অন্তর বা বহির্বিশ্ব বলি, তার মূল কারণ হচ্ছে অহংকার বা, আরও সূক্ষ্ম কারণ অস্মিতা। সকল বিশ্বের সৃষ্টির মূল সেখানে। এজন্য অস্মিতাই বিশ্বাত্মা। এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সাংখ্যে অন্তর্জগতের বা বহির্জগতের কারণ এক হওয়ার জন্যে এই দুই জগতের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বুঝতে ক্লেশ হয় না। একই পদার্থের বিকাশের তারতম্যের জন্য কোনোটি গ্রহীতা, কোনোটি গ্রহণ, কোনোটি গ্রাহ্য। তাদের স্বরূপে ক্রিয়াগত ভেদ থাকলেও উপাদানগত কোনো ভেদ নাই। প্রকৃতি সকলেরই উপাদান, কোনোটি প্রকৃতির বিকৃত, কোনোটি বিকৃতির বিকৃতি। যেমন প্রকৃতির বিকৃতি অস্মিতা, অস্মিতার বিকৃতি অভিমান বা অহংকার, অহংকারের বিকৃতি ইন্দ্রিয় ও বিষয়। অহংতত্ত্ব বিকৃতির বিকৃতি। মূল কারণ হতে কার্যের উৎপত্তি। সেই কার্য হতে কার্যান্তরের উৎপত্তি। রূপ রস ইত্যাদি জ্ঞাতার গ্রাহ্য। অন্তঃকরণ প্রতি পুরুষের ভিন্ন হলেও গ্রাহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। গ্রাহ্য ও গ্রহণ (ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ) দ্রষ্টার কাছে বিষয় বা দ্রব্য। সাংখ্যের দৃষ্টিতে এ বিশ্ব অলীক নয়। সাংখ্য সদসৎ রূপ কোনো অনির্বচনীয় পদার্থ স্বীকার করে না; নিত্য পদার্থমাত্রেই সৎ, এভাবে সাংখ্য প্রকাশ্যভাবে দ্বৈতবাদ স্বীকার করে। কারণ পুরুষ বা প্রকৃতি না হলে জগৎসৃষ্টির সম্ভব হয় না। পুরুষের সৃষ্টি করবার কোনো শক্তি নেই। এরূপ শক্তি থাকলে সৃষ্টির বিরাম হয় না ও পুরুষের প্রকৃতি সংসর্গ হতে মুক্তি হয় না। আর প্রকৃতি নিত্য না হলে সৃষ্টি অনিত্য হয়। প্রকৃতি সত্য না হলে সৃষ্টি মিথ্যা বা অলীক হয়। এজন্য সাংখ্যাচার্যেরা সদ্ অসদ্ রূপ পরস্পর বিরুদ্ধাত্মক পদার্থ কল্পনা করেন না। সৎও নয় অসৎও নয় সাংখ্যের বাস্তব দৃষ্টিতে এ সম্ভব নয়। অব্যক্ত বা প্রকৃতি আছে অথচ নাই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সাংখ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। এজন্য সাংখ্যের মত অসৎ হতে সতের উৎপত্তি হয় না, সৎ হতে অসতের উৎপত্তি হয় না। অসৎ যা কখনো নেই, সৎ, যার অভাব কখনো হয় না, এরূপ বিরুদ্ধাত্মক পদার্থের মিশ্রণ সম্ভব নয়। এ কারণে সদসদাত্মক শক্তি সাংখ্যের দৃষ্টির বহির্ভূত। প্রসবধর্মী প্রকৃতি ও দৃশি পুরুষ, দুই নিত্য। এই দ্বিত্ব পরস্পরের বাধক হয় না, তাদের স্বরূপ এক নয়। যখন কোনো সংমিশ্রণই হতে পারে না, তখন কেউ কারো সাধক বা বাধক হয় না। এই দুই তত্ত্বের স্বাভাবিক স্বরূপ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে অবিবেক, অবিদ্যাজনিত একটা সম্বন্ধ সাংখ্য স্বীকার করে। অবিবেক অবিদ্যাজনিত। পরস্পরের স্বরূপ জ্ঞান থাকলে অবিবেক হতে পারে না। এই দুই পদার্থের পার্থক্যের জ্ঞানের অভাব অবিবেকের কারণ। অবিবেক সম্বন্ধের কারণ। এই অবিবেকজনিত পরস্পরের একরূপ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা জ্ঞান অখ্যাতি মাত্র। যদি পরস্পরের বোধ পরিষ্কার বা স্ফুট হত, তবে তাদের একরূপতার ভাব হতে পারত না। দুই পদার্থের একরূপতাই অখ্যাতি বা মিথ্যা জ্ঞান। খ্যাতি তাদের পার্থক্যের জ্ঞান। বিবেকদেয় এই খ্যাতি। এই খ্যাতিই মুক্তির কারণ। বাধক ও সাধক সম্বন্ধ শূন্য পদার্থের পরস্পর একরূপতা বা সম্বন্ধের সৃষ্টি। পুনরায় সেই সম্বন্ধের বিলয়। এসব কল্পনা দ্বৈতবাদের পক্ষে সম্ভব। তা না হলে বলতে হবে জগদ্ব্যাপারে পুরুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এমন কি পুরুষ নিমিত্ত কারণও নয়। প্রকৃতি একমাত্র কারণ। শুধু প্রকৃতি কারণ হলে সৃষ্টি নিয়ামকতা এবং প্রকৃতির একরূপে বিবর্তনের সুষ্ঠু মীমাংসা হয় না। প্রকৃতি পুরুষকে ভোগ ও মুক্তির অর্ঘ্য প্রদান করার কোনো সার্থকতা থাকে না। এই প্রকৃতি পুরুষসম্বন্ধশূন্য হয়েও পুরুষের দিকে ধাবিত হয়ে তার প্রতিচ্ছায়ায় পুষ্পিত হয়ে দেয় ভোগ এবং অবসিত অধিকার হয়ে দেয় মুক্তি। নিষ্ক্রিয় পুরুষকে নিয়ে প্রকৃতির চরিতার্থতা। পুরুষের নিজের ভোগও নেই, মুক্তিও নেই। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ ও বিয়োগ বিশেষভাবে চিন্তনীয়। এখানে এই শাস্ত্রের মূল ভিত্তি, পরবর্তী আচার্যেরা চৈতন্যের প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত স্বীকার করলেও পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য হলে সম্বন্ধ কল্পনা কি ন্যায্য? পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ হিন্দু দর্শনে এক বিশেষ প্রশ্ন। দর্শনের গতি ও স্বরূপ নির্ভর করছে এর ওপর।

দেশ ও কাল

দেশ ও কালের স্বরূপ বিবেচ্য। দেশ শব্দটি সাধারণ অর্থে অবকাশ ও প্রদেশ বুঝায়। নিত্য অবকাশ বা শূন্য বলে সাংখ্যে কোনো পদার্থ স্বীকৃত হয় না। শূন্য শূন্যই, তা কোনো পদার্থ নয়। সকল পদার্থের সমাশ্রয় (co-existence) শূন্য এ কল্পনা করা ন্যায়সংগত নয়। নিত্য অবকাশ (unfilled or empty space) কখনই পদার্থের সমষ্টির বা ব্যষ্টির আশ্রয় হয় না। সকল পদার্থ এক দেশে থাকে না। একটা বিরাট বিস্তৃতি কাকে ধারণ করবে? প্রকৃতি ও পুরুষ দেশ ব্যেপে থাকে না, থাকলে তারা দেশব্যাপ্য হয়ে যেত। দেশব্যাপ্য হলে তাদের নিত্যত্ব থাকত না। প্রকৃতি-উদ্ভূত পদার্থগুলির অবস্থিতি দেশ সম্বন্ধে থাকে না। থাকলে তারা কারণের অন্তর্গত হয় না। তারা কারণাশ্রিত; দেশাশ্রিত নয়। অতএব নিত্য দেশ কল্পনা অবৈধ। এজন্য সাংখ্য এরূপ কল্পনাকে বিকল্প বলেছে। অর্থাৎ এসব কল্পনা কথামাত্র, প্রকৃত কোনো বস্তু এর দ্বারা অভিহিত হয় না। এরূপ দেশের উৎপত্তি অসম্ভব। প্রকৃতি হতে শূন্য অবকাশ সৃষ্টি বিরুদ্ধ কল্পনা। প্রকৃতি বীজধর্মী ও গুণযুক্ত। শূন্যের কোনো ধর্ম নেই।

বাস্তব দেশ সম্বন্ধে অন্য কথা। বাস্তব দেশ বলে কোনো নিত্য পদার্থ নেই। এ প্রদেশ বা অবয়ব মাত্র এবং পদার্থের সহাবস্থিতি হতে এর উৎপত্তি হয়। ইহা বাহ্য পরিণাম বুঝায়।

তেমনি কাল বলে নিত্য অধিকরণ কিছু নেই। অপরিচ্ছন্ন, নিত্য, অধিকরণ বলে কিছু হতে পারে না। বস্তু অবস্থা হতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, এরূপ পারম্পর্যই কাল নামে অভিহিত। এই কালের সূক্ষ্মতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশকে ক্ষণ বলে; একটি ক্ষণবস্তু আর-একটি ক্ষণবস্তুর সহিত মিলিত হয়ে যে কাল নামে অভিহিত হয় তাও নয়। কাল ক্ষণের প্রবাহ নয়। অতীত ক্ষণের সহিত বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। বর্তমানের ক্ষণের সহিত ভবিষ্যতের ক্ষণের কোনো সম্বন্ধ নেই। সম্বন্ধের সংযোগসূত্রও নেই। তাদের ভেতর সম্মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব উভয় ক্ষণব্যাপী কাল নামক কোনো পদার্থ হতে পারে না। কারণ বিভিন্ন ক্ষণের সমাহার বাস্তবিকভাবে হয় না। বুদ্ধি এই সমাহার সম্পন্ন ক'রে কালের কল্পনা করে। কিন্তু এ কল্পনা বিকল্প, বস্তুশূন্য। পুরুষ বা প্রকৃতির নিত্যত্ব কালশূন্যরূপে নিত্যত্ব। পুরুষের কালস্পর্শ হতে পারে না, সে নির্বিকার। ক্রিয়া পারম্পর্যরূপে কালের সহিত তার কোনো সম্বন্ধ হতে পারে না। প্রকৃতিতে পরিণাম থাকলেও প্রকৃতি কিন্তু কারো পরিণাম নয়। তাই প্রকৃতিও কালান্তর্গত হতে পারে না। পরিণাম অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হতে কাল-বুদ্ধির উৎপত্তি; কালে অবস্থান্তর হয় এ কথা সত্য নয়। প্রকৃতির অবস্থান্তর হতে কাল বোধ স্ফুট। কাল মানসিক ধারণা, কিন্তু পরিণাম বাস্তব ধারণা। পরিণাম স্বভাবে হয়, বুদ্ধিতে কাল তার পরিমাপক হয়। বস্তুত পরিণাম কালসাপেক্ষ নয়, মূলীভূত কারণসাপেক্ষ। পরিণতি কালে হয় বললে কালে নিত্য অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়। পরিণতি কারণের, পরিণতির ক্রম আছে। পরিণতিক্রম কিন্তু কাল নয়। এ ক্রমের ধারণা হতে কালের বুদ্ধিগত ধারণা হয়।

প্রকৃতির বিবর্তন স্বাভাবিক। তা সহজেই হয়। কিন্তু তাই বলে প্রকৃতির পরিণতি কালান্তর্গত হতে পারে না। সম্যক দৃষ্টিতে কাল স্বরূপের পরিবর্তন। প্রকৃতির পরিণতিই কালের স্বরূপ। কাল ও পরিণতির ভেদ করে দেখা ব্যবহারিক বুদ্ধি কার্য। বস্তুত পরিণতির অবস্থা পারম্পর্য কাল বোধ সৃষ্টি মধ্যে। আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই কাল নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড পরিণামের স্বরূপ ভিন্ন কিছু না। সাংখ্যাচার্যেরা পরিণতি প্রবাহ ভিন্ন কালকে ভিন্নরূপে দেখেননি; তার জন্যই কালের স্বাধীন ধারণাকে তাঁরা স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেননি। তাকে বিকল্প বলেছেন। প্রকৃতির অখণ্ড পরিণতি প্রবাহ রূপই কাল।

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। চিত্ত, বৃত্তি, ক্লেশ, প্রমা। বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থা চিত্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধি সত্ত্বগুণাত্মক, অহংকার রজগুণাত্মক, মন তমগুণাত্মক। রজ ও তম অপগত হলে চিত্ত নির্মল বুদ্ধিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহা সত্ত্বস্বরূপ। জ্ঞান এখানে অপ্রতিহত। রজ ও তম চিত্তে কম্পন ও মল উৎপাদন করে। যোগাভ্যাস এই রজ-তমকে অভিভূত করে নির্মল সত্ত্বকে বিকাশ করে। নির্মল চিত্ত সর্ববিষয় ও সর্বাকার ধারণ করে। রজ ও তমের সংস্কার শূন্যতায় এই চিত্তে সার্বজ্ঞ্যাদি জ্ঞানের সঞ্চার। সাধারণ জীবের চিত্ত রজ ও তমের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। এই চিত্তসত্ত্বের পূর্ণতায় জ্ঞান ও শক্তির অপরিচ্ছিন্নতা। জীবের ক্ষুদ্রতা অপগমে ঐশ্বর্যের বিকাশ। জ্ঞান ও শক্তি বুদ্ধিতেই ধৃত; সত্ত্বের উৎকর্ষে মহিমময় প্রকাশ।

কোনো কিছু বস্তু সামনে উপস্থিত হলে তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়, চিত্ত তদাকারিত বৃত্তি জন্মায়। এই বৃত্তি সেই পদার্থের জ্ঞানের কারণ। এই বৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, নিদ্রা, স্মৃতি, বিকল্প। প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। প্রমা বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপক, যার দ্বারা তার উৎপত্তি তাই প্রমাণ। বস্তুর মিথ্যা জ্ঞান বিপর্যয়। এই মিথ্যাজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। কোনো বস্তু সম্বন্ধে চিত্তে প্রত্যয় হলে তা নষ্ট হয় না, সংস্কাররূপে থাকে। এই সংস্কারকে অবলম্বন করে স্মৃতি। সংস্কারই পূর্বানুভূত জ্ঞানের ধৃতি। দৃষ্ট বস্তুর সহিত পূর্বদৃষ্ট তৎ বস্তুর একত্বজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা। নিদ্রাকালে তমসাচ্ছন্ন চিত্তে কোনো প্রমা-জ্ঞান হয় না। কিন্তু সব নিদ্রার সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। নিদ্রাকালীন সাত্ত্বিকী বৃত্তিযুক্ত চিত্তে অনেক বিষয়ের অবভাস হয়। এ জ্ঞান এত স্পষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যে তাকে অস্বীকার করা যায় না, ভবিষ্যতে ফলোদয় হলে ওই জ্ঞান প্রমাস্বরূপেই ব্যবহৃত হয়। নিদ্রা তমপ্রধান, যোগীর নিদ্রা সত্ত্বপ্রধান। স্বপ্ন রজপ্রধান। তামসিক নিদ্রায় কোনো বস্তুর স্ফুরণ হয় না। রাজস নিদ্রায় স্বপ্নরূপে নানা পদার্থের ভান। সত্ত্বপ্রধান নিদ্রায় জ্ঞান ও আনন্দের সঞ্চার। চিত্ত তখন বিশেষভাবে প্রকাশশীল। অনেক সময় যোগীদের নিদ্রায় যোগানুকূল নানা বিষয়ের স্ফূর্তি। (স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা—যোগসূত্র ১।৩৮)।

বিকল্প শব্দানুপাতী জ্ঞান। কোনো বস্তুর অবভাসক নয়। শুধু শব্দই এর বিষয়। কোনো অর্থ প্রতিপাদন করে না। যেমন রাহুর শির, বন্ধ্যার পুত্র। এসব কথা মাত্র, এর কোনো বিষয় নেই।

যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ ক্লেশের উল্লেখ আছে। ক্লেশ গুণের ক্রিয়া দৃঢ় করে, কর্মবিপাক রচনা করে। মহদাদি ক্রিয়ার মূলে গুণ সকলকে প্রবর্তিত করে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ। অবিদ্যারূপ ক্লেশের চারিটি লক্ষণ—অনিত্যে নিত্য জ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, অনাত্মে আত্মজ্ঞান। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশে প্রধান। অশুচিতে শুচি জ্ঞান রাগে প্রধান। দুঃখে সুখজ্ঞান দ্বেষে প্রধান। অনাত্মতে আত্মজ্ঞান অস্মিতাতে প্রধান। অবিদ্যাই ক্লেশের মধ্যে প্রধান। অবিদ্যা ক্লেশের মূল কারণ। অবিদ্যার অভাবে কোনো ক্লেশের উৎপত্তি হয় না।

অস্মিতা দৃক্ ও দর্শনের অবিবেকজনিত একীভূত ভাব। পুরুষ দৃক্‌শক্তি, বুদ্ধি দর্শনশক্তি। এই দুই শক্তির পরস্পর ভিন্ন এদের একরূপতা অস্মিতা। এ একরূপতা হতে ভোগের উৎপত্তি। বুদ্ধি বৃত্তি পুরুষে অনুরঞ্জিত হলে ভোগ। এই বৃত্তির উপরতিতে ভোগের নিবৃত্তি। অস্মি বা আমিবৃত্তিরূপ প্রত্যয় যা সকল জ্ঞানের মূলে তার উপরমতায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। এজন্য অস্মিতাতে ভোগ। এখানে ভোক্তৃ-শক্তি (subject) ও ভোগ্যশক্তির (জ্ঞানরূপ, instrument) মিলিত অবস্থা।

কোনো বিষয়ে আবেগবশত যে আকর্ষণ তাই রাগ। এ বিষয়তৃষ্ণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখের সংস্কার হতে এর উৎপত্তি। দ্বেষ রাগের বিপরীত। দুঃখকর বিষয়ের প্রতি শুধু বিতৃষ্ণা নয়, উপরন্তু ক্রোধ। দ্বেষ অভাববৃত্তি নয়, এ রাগের পূর্ণ বিপরীত ভাববৃত্তি। রাগ সতৃষ্ণ আকর্ষণ, দ্বেষ হিংসাজনক বিকর্ষণ।

অভিনিবেশের যোগশাস্ত্রে এক বিশেষ অর্থ আছে। ইহা মৃত্যুভয়। ভাষ্যে বলা হয়েছে "সকল প্রাণীর এরূপ প্রার্থনা হয় যে আমার যেন অভাব না হয় আমি যেন জীবিত থাকি।" জীবমাত্রে ইহা বর্তমান। বিদ্বান্ অবিদ্বান্, কুশলী অকুশলী, সকলের মরণভয় আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের মৃত্যু হতে এই ভয়।

প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান

এখন জ্ঞানের কথার অবতারণা। যা চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায় এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় যুক্ত হলে সেই বিষয় ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধির দ্রষ্টারূপে পুরুষে তা উপগত হলে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ হতে হলে বুদ্ধিতে ও তৎপ্রতিবিম্বিত পুরুষে ছাপ (impression) পড়া চাই। চেতনার সংযোগ ভিন্ন কিছুর প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়ের স্বকীয় চেতনা নেই, ইন্দ্রয়বোধও চেতনার বোধ। বুদ্ধি স্বচ্ছ হলেও চেতনার সংযোগ ভিন্ন প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সে তো স্বরূপে জড়। এজন্য বলতে হয় বিষয় প্রত্যক্ষে চেতনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা সম্পন্ন হয় বুদ্ধির দ্বারা। বুদ্ধিতে চিৎ পুরুষ সব সময় প্রতিবিম্বিত।

অনুমান পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ। ব্যাপ্তি জ্ঞানের দ্বারা এ সম্পন্ন হয়। ব্যাপ্তি জ্ঞানে হেতুতে ও সাধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ থাকে। যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নি আছে। এ পর্বতে ধূম আছে, অতএব ওখানে অগ্নি আছে। শব্দ জন্য জ্ঞান আর একপ্রকার জ্ঞান। এই শাব্দিক জ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক। ইতিহাস লৌকিক শাব্দিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরস্পর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এর ভিত্তি। আগম অলৌকিক শাব্দিক জ্ঞানের ভিত্তি। এই অলৌকিক শাব্দিক জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরূপ যোগজ প্রজ্ঞা। এ অনাহত নাদ। আগমে ঈশ্বর বাক্য ধৃত। সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পে কল্পে মানবের হিতকামনায় ঈশ্বর ধর্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে উপদেশ করেন তারই সমষ্টি আগম প্রমাণ। প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরে আবৃত; সময়বিশেষে, বিশেষত সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই জ্ঞানের উপদেশ ও বিকাশ, সত্ত্বোৎকর্ষসম্পন্ন পুরুষেরা ঈশ্বর হতে যোগধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। এরূপ পুরুষেরা শিষ্ট পুরুষ ও প্রকৃত ঋষি। ঈশ্বরধ্যান গভীর হলে ঈশ্বরশক্তির প্রভাবে বুদ্ধিপ্রজ্ঞা দীপ্ত হয়। এই জ্ঞানকে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আগম বলা হয়।

এই হল যোগদর্শনের তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বিচারে আমরা পেয়েছি পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব। সাধারণত বলা হয় সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। যোগে অনাদিমুক্ত ঈশ্বরসিদ্ধ। সুনিপুণ বিচারে এ প্রতিপন্ন হবে যে কী সাংখ্য কী পাতঞ্জল একজন ঈশ্বর নিত্য কাল হতে সৃষ্টি করছেন তা স্বীকার করেন না। অনাদিমুক্ত ঈশ্বর অথচ জগতের স্রষ্টা—এ পরস্পরবিরোধী। মুক্ত অর্থে প্রকৃতির ক্রিয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত। এরূপ বিরক্ত পুরুষে স্রষ্টৃত্ব কল্পনা করা যায় না। জগতের কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি। ঈশ্বর উপাদান লয়ে জগৎ রচনা করতে পারেন, কিন্তু উপাদান উদ্ভব করতে পারেন না, তাঁর সে অধিকার নেই। বস্তুত জগৎ উৎপাদনের জন্যে ঈশ্বরকল্পনা আবশ্যক হয় না। কারণ উপাদান কারণ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে সৃজন অভিমুখী হয়ে ক্রিয়া করে। এক নিত্য ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করছেন এবং তা বিনাশ করছেন এ মত সাংখ্য ও পাতঞ্জল অভিমতবিরুদ্ধ। কী সাংখ্য বা কী যোগ বেদান্তের ন্যায় মায়াধীশ ঈশ্বর মানেন না। দর্শনীয় বিষয় এই যে বেদান্তে ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এইজন্য সাংখ্যের ও যোগের ঈশ্বরের ন্যায় তার কোনো শক্তির পরিধি (limitation) নেই। তাই পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করলেও এরূপ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ তাঁর ঈশ্বর কতকটা প্রকৃতির দ্বারা অধিকৃত। প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব তার নিত্য হলেও তার নিজস্ব স্বরূপ নয়। প্রকৃতির উপর বশিত্ব থাকলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শক্তিরূপে প্রকৃতি কখনও ঈশ্বরে অঙ্গীকৃত হয়নি। এখানে পাতঞ্জল ও বেদান্ত মতের পার্থক্য। ঐশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষগণ কেবল প্রকৃতি—বশিত্বরূপ সিদ্ধির দ্বারা পূর্বসিদ্ধ উপাদান দ্বারা রচনা করতে পারেন, কিন্তু উপাদান উদ্ভাবন করতে পারেন না।"—(কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শন, পৃ ৪৪২)। ঈশ্বর তিনি, যিনি মহদাত্মজ্ঞানময়, তিনি বিশ্বের অধীশ্বর। প্রকৃতি হতে মুক্ত হননি, কিন্তু প্রকৃতিবশিত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। এরূপ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর যোগ নিরাস করেনি। এরূপ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তিনি সর্ববিৎ সর্বময় কর্তা। এ বিষয় অবহিত হওয়া উচিত। সত্যি পাতঞ্জলে ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভ পুরুষের ভেদে জ্ঞান বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বর নন। তিনি পূর্ব পূর্ব কালের গুরু হলেও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। ঈশ্বর কিন্তু কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন। অস্মিতা সিদ্ধ ও যোগবিভূতিসম্পন্ন পুরুষেরা জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা হিরণ্যগর্ভরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন। তাঁরা যোগধর্মের উপদেশ করতে পারেন। এঁরা সর্গে সর্গে গুরু, এঁরা ঈশ্বর উদ্বোধিত। এজন্য ঈশ্বর নিত্য গুরু। সাধনাসিদ্ধ পুরুষের হিরণ্ময় অন্তরে নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের প্রজ্ঞার ও কল্যাণের পূর্ণ অভিব্যঞ্জনা। এরূপ পুরুষেরা ক্লেশাদি মুক্ত হন, কিন্তু নিত্য ক্লেশাদিমুক্ত নন। সত্ত্বের বিশুদ্ধিতায় চিত্তের সূক্ষ্ম গতি। সর্ব-ব্যাপকত্ব সর্বাবভাসকত্ব সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। এ ঈশ্বরের ন্যায় হিরণ্যগর্ভাদিরও ধর্ম। ঈশ্বরে এ নিত্য, হিরণ্যগর্ভ পুরুষে লব্ধ। হিরণ্যগর্ভ সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু মুক্ত নন। মুক্ত পুরুষের প্রকৃতি সংযোগ থাকে না। হিরণ্যগর্ভের প্রকৃতিবশিত্ব থাকে। এই বশিত্ব সাধনাসিদ্ধ। তাঁদের ভিতর সকল ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান অবভাসিত। তাতেও যখন তাঁরা বৈরাগ্য সম্পন্ন হবেন তখন তাঁরা কৈবল্য লাভ করবেন। কৈবল্য মুক্তি ও পূর্ণবদ্ধাবস্থার ভিতর নানা স্তর আছে। পাতঞ্জলের বিভূতিপাদে নানারূপ জ্ঞান, শক্তির ও ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। এর তারতম্য আছে।

যেখানে ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা, জ্ঞান যেখানে অনাবৃত, পূর্ণ এবং ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রতিহত সেখানে হিরণ্যগর্ভের প্রতিষ্ঠা। হিরণ্যগর্ভে সাধনালব্ধ নিরতিশয় ঐশ্বর্য। ঈশ্বর নিত্য নিরতিশয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন বলে, সাধনাসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের অপেক্ষা তাঁর অধিকতর উৎকর্ষ। জ্ঞান ও শক্তির এরূপ উচ্চ ভূমিকা এমন ছন্দায়িত যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষেরা ঈশ্বরবৎ ঐশ্বর্যসম্পন্ন হলেও সৃষ্টিতে কোনো বিশৃঙ্খলা হয় না। সত্ত্বাতিশয্যের জন্য ঐশচ্ছন্দে সকলে অনুপ্রাণিত হয়।

যোগ কী

তত্ত্বাধিগমে মুক্তি, কিন্তু এ তত্ত্বাধিগম তত্ত্বের আলোচনা মাত্র নয়, তত্ত্ব বুদ্ধিতে উপারূঢ় হলে মুক্তির পথ খুলে যায়। সত্যি দার্শনিক জ্ঞানে তত্ত্ববোধ, তত্ত্ববোধে মুক্তি। তবু যে দার্শনিক জ্ঞান আয়ত্ত হলে মুক্তি হয় না, এর কারণ, সামান্যরূপে জ্ঞান হলেও বিশেষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। এই সাক্ষাৎ জ্ঞানে তত্ত্বগুলির স্ফুরণ এবং প্রকৃতি হতে পুরুষের ভিন্ন জ্ঞানে মুক্তি।

এই স্বরূপ-অবরোধের জন্য যেরূপ তত্ত্ব বিচার দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি আবশ্যক তেমনি শরীর ও হৃদয়ের শুদ্ধি আবশ্যক। মানুষের প্রাণে, চিত্তে অনেক পূর্ব সংস্কার থেকে যায়; এরাই বোধিপ্রতিষ্ঠায় বাধা জন্মায়। এই জন্যে সাধনার অবতারণা। এবং যোগদর্শনে যে সাধনার উদ্ভব করেছে তা আত্ম বিশুদ্ধিতার জন্য নিখুঁত। এমন সম্প্রদায় কমই আছে যা এ সাধনাকে কোনো-না-কোনোরূপে গ্রহণ করেছে

যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনা উক্ত হয়েছে। কিন্তু এ অষ্টাঙ্গ সাধনা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ের ব্যাপকতা ও স্বচ্ছতার জন্য কতকগুলি ভাবনা আবশ্যক, এই ভাবনাগুলি চিত্তকে সম্প্রসারিত করে এবং সত্ত্বগুণে পূর্ণ করে। যাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্তকে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত করতে না পারে এবং যাতে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এই ভাবনার উদ্দেশ্যই তাই। এতে চিত্ত মলিন ভাবগুলি অবগত হয় এবং স্বচ্ছ ভাব ও শুক্লধর্ম জন্মায়। এতে চিত্তপ্রসন্নতা। প্রসন্নচিত্তে তত্ত্বাধিগমের অধিকার। চিত্তের মলিনতায় সত্যদৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তের অশুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধককে বিরাট অধিকার হতে দূরে রাখে। বিশুদ্ধতম সত্ত্বা না হলে সত্যের প্রকৃষ্টতম জ্ঞান অসম্ভব। চিত্তপ্রসাদ দেয় সমতা, প্রসারতা, শান্তি ও কল্যাণ। এই চিত্তপ্রসাদের সাধনার জন্য মৈত্রীভাবনার, করুণা-ভাবনার, মুদিতাভাবনার, উপেক্ষার উপদেশ।

সুখসম্পন্ন সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রীভাবনা, দুঃখী প্রাণীতে করুণাভাবনা, পুণ্যাত্মাতে মুদিতা (প্রসন্নতা) ভাবনা, অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা বা উদাসীন দৃষ্টির উপদেশ। প্রথমটি দেয় চিত্তের ঔদার্য, দ্বিতীয়টি দেয় চিত্তের বিশ্বময় স্নেহ, তৃতীয়টি দেয় চিত্তের স্ফুরিত ভাব (বা স্ফূর্তি), চতুর্থটি দেয় উদাসীনতা। উপেক্ষা-বুদ্ধি অন্যের পাপ স্পর্শ হতে রক্ষা করে। পাপস্পর্শে চিত্তের ক্লেশ। এরূপে চিত্তের সম্প্রসারতা, কল্যাণস্পৃহা ও স্ফূর্তি চিত্তের ধর্মপ্রবণতা জাগায় এবং উচ্চতর জ্ঞান-সাধনার জন্য অধিকার বর্ধিত করে।

মুমুক্ষু ব্যক্তির এরূপ ভাবনা তার চিত্তের সম্প্রসারণ ও প্রসন্নতার কারণ; অষ্টাঙ্গ যোগ চিত্ত নিরোধের কারণ। চিত্তনিরোধই যোগ। নিরুদ্ধবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া পতঞ্জলির মতে প্রধান যোগ। যোগশব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধ্যানে পরমাত্মাতে চিত্ত সংযোগও যোগ। ভক্তিমার্গে যোগ এরূপে ভগবদনুধ্যানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পতঞ্জলির যোগের একটা বিশেষ অর্থ আছে। যোগ অর্থে চিত্তের সকল অধিকারের লয়, সকল বৃত্তির বিলয়। যা কিছু বৃত্তি সেগুলি চিত্তের। চিত্তের সহিত পুরুষের কোনো সম্বন্ধ নেই। সম্বন্ধ অবিদ্যা-জনিত। সমাধিজপ্রজ্ঞা হতে উৎপন্ন বিবেক প্রকৃতি হতে পুরুষের ভিন্নতাজ্ঞাপক। ভিন্নতাজ্ঞাপকত্বই যোগের চরম অর্থ। এই জ্ঞানে অবিদ্যার অপসারণ এবং বিবেকের দ্বারা আত্মখ্যাতির উৎপাদন। বিবেকখ্যাতি সাধনার শেষ। ঈশ্বর অনুধ্যানজনিত সঞ্জাত সত্ত্ব বিবেক উৎপাদনের সহায়ক হয় এবং বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে। কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান দিতে পারে না। অশুদ্ধিক্ষয়ের জন্য যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে (সূত্র ২।২৮)। ক্রমবর্ধনশীল সাধনার অশুদ্ধির ক্ষীণতা, অশুদ্ধির ক্ষীণতায় জ্ঞানের বিকাশ। বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানের দীপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়তেই থাকে, সাধনায় সত্ত্বাতিশয় লাভের জন্য। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান সত্ত্ব-উৎকর্ষের কারণ। সত্ত্বের প্রাচুর্য বিবেকখ্যাতির কারণ। অশুদ্ধির ক্ষয়ে বিবেকের উৎপত্তি এবং বিবেকোৎপত্তিতে জ্ঞানের দীপ্তি।

এই যোগাঙ্গগুলি কী

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই অষ্ট যোগাঙ্গ।

যম কী

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই কয়টি যম। অহিংসা প্রাণীর পীড়নের ভাবনা ও ক্রিয়া হতে শুধু বিরতি নয়, ইহা মৈত্র্যাদি ভাবনার পোষণ ও আচরণ। হিংসার লেশমাত্র, কী ভাবনায় কী কথায় কী কার্যে, থাকলে অহিংসার সাধনা সিদ্ধি হয় না। অহিংসার সিদ্ধিতে কেউ হিংসার পোষণ করে না। সূত্রে আছে, "অহিংসাপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের সামনে সকলই নির্বৈর হয়।" তার চিত্তের এমনই উৎকর্ষ যে তার শক্তিতে অভিভূত হয়ে অন্যে হিংসা ত্যাগ করে। সত্ত্বদ্রবীভূত চিত্ত একটা শক্তি বিস্তার করে। সেই চিত্তের মৈত্রীভাবনায় সর্বত্র মৈত্রীভাবনার জাগরণ।

সত্য

যেরূপ দেখা যায়, শোনা যায়, তদ্রূপ ভাবনা ও বাক্যে প্রকাশ সত্য। যাঁর বাক্য ও মন যথার্থ বিষয়ক, তাঁর বাক্য অমোঘ। কারণ তাঁর পশ্চাতে থাকে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং তজ্জনিত দৃঢ় ইচ্ছা। এরূপ সত্য বাক্য মানবের উপকারের জন্য প্রযুক্ত হওয়া উচিত, অপকারের জন্য নয়। পরের অপকার যোগীর বিধেয় নহে। এতে পুণ্যপ্রতিভার বৃদ্ধি না হয়ে পাপের বৃদ্ধি হয়। ক্ষমতার অতীত বিষয়ে যোগীর সংকল্প হয় না।

অস্তেয়

স্পৃহাশূন্যতা। যা ন্যায়ত অপ্রাপ্য সেরূপ বস্তুগ্রহণ স্তেয়। আর তাতে কোনো স্পৃহা না থাকাই অস্তেয়। সূত্রে আছে, "অস্তেয়সিদ্ধিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল প্রকার রত্নের উপস্থিতি।" যে কিছু চায় না তার কাছে সব উপস্থিত হয়—এ যোগীর পক্ষে পূর্ণ সত্য। যোগীর নিস্পৃহতার এমনি আকর্ষণ যে সকলেই তার অভাব মোচন করে।

ব্রহ্মচর্য

বীর্যধারণারূপ ব্রতের নাম ব্রহ্মচর্য। এতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মচর্যে যোগৈশ্বর্য লাভ করা সহজ। এতে বাক্য ও সংকল্পের শক্তি বৃদ্ধি ও সত্ত্বশুদ্ধি। ইহা সার্বভৌমিক মহাব্রত, শরীর, মনে, বাক্যে।

অপরিগ্রহ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ। অর্জনে বিষয়ের সঙ্গ, রক্ষায় চাঞ্চল্য এবং ক্ষয়ে হিংসা উদ্রেক। এই অপরিগ্রহের বিশেষ স্বরূপ হচ্ছে অর্জনে বিরতি। ভোগ্য বিষয়ে তুচ্ছতার জ্ঞানে শরীরে তুচ্ছতার জ্ঞান। তাতে মনের বিরতি। এতে শরীর ও মনের পৃথক্ ভাব হয়। এই পৃথক্ ভাবে প্রতিষ্ঠায় জন্মকথন্তা সম্বোধ। অতীতে কী ছিলাম, ভবিষ্যতে কী হব এবং কিরূপে তা হয়েছিলাম বা হব এসব জ্ঞানের সহজ স্ফুরণ। যোগীর পক্ষে ভোগপ্রাচুর্য সিদ্ধির বাধা। এজন্যে যোগী প্রাণধারণ উপযোগী বস্তু গ্রহণ করেন। অর্জনও করেন না, রক্ষণে ব্যস্তও হন না। যম, সকল দেশে ও সকল সময় আচরণীয়। এ সার্বভৌম মহাব্রত।

নিয়ম

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান। বাহ্য-অভ্যন্তর শরীর ও চিত্তমল ক্ষালন শৌচ। শৌচে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধিতে প্রফুল্ল-ভাব, তা হতে একাগ্রতা ও বুদ্ধিসত্ত্বের বৃদ্ধি বা সাত্ত্বিক স্ফূর্তি।

সন্তোষ

অনায়াসলব্ধ প্রাপ্তিতে তৃপ্তি। কামনাতেই কামনার বৃদ্ধি। এতে স্থৈর্য স্থিত হয় না। অস্থিরতা যোগপ্রতিবন্ধক। স্থৈর্য যোগসাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যা

দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। দ্বন্দ্বসহন দ্বারা শরীর ও মনের দৃঢ়তা এবং ব্রতোদ্‌যাপন শক্তির বৃদ্ধি। তপস্যা বাক্য প্রাণ মন ও শরীরকে যোগানুকূল করে।

স্বাধ্যায়

মোক্ষ শাস্ত্র ও বেদাদি অধ্যয়ন ও প্রণবজপ। প্রথমটি দেয় ব্রহ্ম-জ্ঞানের আস্পৃহা, দ্বিতীয়টি দেয় ব্রহ্মে অনুপ্রবেশ।

ঈশ্বরপ্রণিধান

ঈশ্বরপ্রণিধান দেয় সমাধিসিদ্ধি। ঈশ্বরধ্যানে চিত্তসত্ত্ব সহজে একাগ্র ও সমাহিত হয়। (এ বিষয় পরে দ্রষ্টব্য)।

আসন

চিত্তকে কোনো বিষয়ে সমাহিত করতে হলে শরীরের সুখময় অবস্থিতি আবশ্যক। নতুবা ধ্যান হয় না বা ধ্যানের বিঘ্ন হয়। আসন দেয় এরূপ সুখকর ও সহজ অবস্থিতি।

প্রাণায়াম

আসন দেয় শরীরের সংযম, প্রাণায়াম দেয় প্রাণের সংযম। প্রাণের ছন্দপ্রতিষ্ঠাই প্রাণায়াম। প্রাণের ছন্দে প্রাণের শান্তি ও মহাপ্রাণে প্রবেশ। এই প্রাণের সংযমে প্রশান্তি ও স্থিতি। প্রাণ সংযম দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির বিচ্ছেদ। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস যে গতিতে সম্পন্ন হয় তা দূরীভূত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে স্বাভাবিক বিরতি, বিরাম (বা poise) আছে। এই বিরতি যত বৃদ্ধি হবে ততই শ্বাসপ্রশ্বাসের পরস্পর বিচ্যুতি হবে। এ বিচ্যুতির প্রতিষ্ঠায় শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিরতা এবং স্তব্ধতা। প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া থাকে না। এ পরম শান্ত অবস্থা। প্রাণের স্থিতি অবস্থা। প্রাণবিরতিতে অন্তঃকরণের বৃত্তির উপরতি। প্রাণায়াম দ্বারা প্রকাশ আবরণ অপসারণে জ্ঞানের দীপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাহার

বিষয় হতে ইন্দ্রিয়ের উপরতি। চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিয়ের স্বতঃই নিরোধ। যোগী স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়শক্তি শান্ত করতে পারেন। প্রাণায়ামও এরূপ নিরোধের সহায়ক। ইচ্ছামাত্রই চিত্তরোধে যদি ইন্দ্রিয়রোধ হয়, তবে তাহাই উত্তম প্রত্যাহার।

ধারণা

চিত্তকে দেশবিশেষে বদ্ধ করার নাম ধারণা। এ অন্তরে হতে পারে, বাহিরেও হতে পারে। অন্তরপ্রদেশে অনুভবের দ্বারা, বাহ্যপ্রদেশে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। এক বিষয়ে চিত্ত লগ্ন হলে অন্য বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়গণ বা চিত্ত উপরত হয়। প্রত্যেক ধারণায় এরূপে প্রত্যাহার। ধারণার বিশেষ স্থান যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। যথা—হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে। তন্ত্রে ষট্‌চক্র বিশেষ ধারণার কেন্দ্র। যোগশাস্ত্রের ধারণা ত্রিবিধ। গ্রাহ্যবিষয় ধারণা (objects), গ্রহণেন্দ্রিয় ধারণা (mind and the senses), গ্রহীতৃপুরুষের ধারণা (subject)। এ ধারণাগুলির ব্যাখ্যা পরে হবে।

ধ্যান

কোনো ধ্যেয় বিষয়ের প্রত্যয়ের যে একতান প্রবাহ, তাই ধ্যান। ধারণার গভীরতায় ধ্যান। ধ্যানে ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড।

সমাধি

ধ্যানের নিবিড়তায় ধ্যেয় বিষয়মাত্র চিত্তে উদ্ভাসিত থাকে। ধ্যান ও ধ্যাতা, ক্রিয়া ও জ্ঞাতা, দুয়ের লয়। তখন সমাধি। ধারণার স্থিরতায় ধ্যান, ধ্যানের গভীরতায় সমাধি। সমাধিতে বিষয়ের স্ফুটতম প্রকাশ। ধ্যাতারও বিস্মৃতি। নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হওয়া সমাধি। সমাধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কখনও প্রাণনিরোধে, কখনও ভাব-উন্মত্ততায় একরূপ সমাধি হয়। প্রাণায়াম-অভ্যস্ত

CC0. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি প্রাণনিরোধ দ্বারা নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু যোগিমতে এসব সমাধি নয়। কারণ সমাধিতে তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ, অন্যান্য সমাধিতে তা নেই। তাতে প্রাণের নিরোধ থাকতে পারে বা ভাবের উন্মেষ থাকতে পারে, কিন্তু প্রসংখ্যানের উদয় হয় না।

ভাবাতিশয্যে চিত্তের একমুখী বৃত্তির উদয়ে অন্য বৃত্তির লয়। এতে চিত্তের আনন্দস্ফূর্তি, দিব্য ভাবের বিকাশ। এ একপ্রকার অধ্যাত্মস্ফূর্তি যাঁরা আনন্দের সাধক এবং যারা মনে করেন বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ তাঁরা এরূপ বিশ্বময় আনন্দের স্ফূর্তিতে মগ্ন হওয়াকে সমাধি মনে করেন। চিত্তের এরূপ ভাবারূঢ় অবস্থাকে (পাশ্চাত্ত্যের Plotinus ও বৈষ্ণব আচার্যেরা) সমাধি (ecstasy) বলেছেন। এতে চেতনা ও আনন্দের সংবেগ এত দ্রুত, যেন মনে হয় বিদ্যুতের শিখার ন্যায় তাদের প্রকাশ সমস্ত সত্ত্বাকে পূর্ণ করে ও আপ্লুত করে। অধ্যাত্ম জীবনে এরূপ প্রকাশের অতি উচ্চ স্থান। কিন্তু তাহলেও একে পতঞ্জলি-উক্ত সমাধির মধ্যে নির্দেশ করা যায় না। যোগসমাধি প্রসংখ্যানপর, আনন্দপর নয়। সানন্দ সমাধি যোগদর্শনে উক্ত হলেও স্বচ্ছ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর ধ্যান যে আনন্দ প্রসব করে তাকে ecstasy বা আনন্দোজ্জ্বল চিৎ প্রকাশ বললে ভুলই হবে। স্মরণ রাখতে হবে যোগদর্শনের পরতত্ত্ব (Ultimate Reality) আনন্দস্নিগ্ধ নয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটির একত্র প্রয়োগ সংযম। এই সংযমের স্থিতিতে নির্মল সমাধিপ্রজ্ঞা। সমাধি বুঝতে হলে চিত্তের অবস্থাগুলি বুঝতে হবে। চিত্তের পাঁচটি ভূমিকা : ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যে চিত্ত স্বভাবত অস্থির, কোনো গভীর বিষয়ে প্রবিষ্ট হবার তার যোগ্যতা নেই, এরূপ চিত্তে জ্ঞানগর্ভ সমাধি হতে পারে না।

মূঢ় চিত্ত চিত্তের দ্বিতীয় ভূমিকা। এ কোনো বিষয়ের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে তদ্বিষয়ে সমাহিত হয়। যেমন—দূরস্থ প্রেমিকের জন্য মুগ্ধ চিত্ত। মোহমুগ্ধ বলে এরূপ চিত্তের জ্ঞানে অধিকার নেই।

বিক্ষিপ্ত চিত্ত চিত্তের তৃতীয় ভূমিকা। এ চিত্ত সময়ে স্থির, সময়ে অস্থির। এ চিত্তের তত্ত্ব শ্রবণে, মননে অধিকার আছে। সমাধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার থাকলেও সাময়িক অস্থিরতার জন্য তা স্থায়ী হয় না। এজন্য পূর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না।

একাগ্র ভূমিকা চতুর্থ ভূমিকা। কোনো বিষয়ে চিত্তের স্থিতি এবং তার অনুবৃত্তি একাগ্র চিত্তের লক্ষণ। একাগ্রচিত্ত এক বিষয়ক। অন্য সব বিষয় উপরত-বা শান্ত। একই অখণ্ড বৃত্তির উদয়। একাগ্র ভূমিকার স্থিরতা সমপ্রজ্ঞাত যোগ।

নিরুদ্ধ ভূমিকা পঞ্চম ভূমিকা। প্রত্যয়হীনতা নিরোধ। এতে কোনো বৃত্তির উদ্গম হয় না। সমাধির উৎকর্ষে এরূপ অবস্থার প্রাপ্তি। একেই নিরুদ্ধচিত্ত বলে। সকল বৃত্তিনিরোধ যোগের চরম ভূমিকা। (এ বিষয় আরও বিশ্লেষণ করা যাবে।) নিরোধভূমিকায় চিত্ত বিলীন হয়। একাগ্রভূমিকা ও নিরোধভূমিকাকে যোগ বলা হয়। একাগ্রভূমিকায় চিত্তের সব বিষয়ে ছড়িয়ে পড়া ভাব থাকে না। এক বিষয়ে চিত্ত অনুবিদ্ধ হয়। এরূপে সর্ব বিষয়ের বিলয় এবং এক বিষয়ের উদয়, চিত্তের এরূপ পরিণামই সমাধি-পরিণাম। সমাধিতে চিত্তের এক বিষয়ে পরিণতি। পূর্বসংস্কারের ক্ষয়, সমাহিত বিষয়ের প্রত্যয়ের উৎপত্তি, একাগ্রতার সংস্কার ও তজ্জনিত এক প্রত্যয়ের উপস্থিতি সমাধি। সদৃশ বৃত্তিপ্রবাহ একাগ্রতার পরিণাম। পূর্বের ন্যায় পশ্চাতের অনুরূপ বৃত্তিপ্রবাহ একাগ্রতা। এ ভূমিকা দৃঢ় হলে চিত্ত সর্ব বিষয় গ্রহণ না করে ক্রমেই একটি বিষয়ে লীন হয়। এরূপ লীন অবস্থা চিত্তের সমাধি-পরিণাম। একাগ্র পরিণামের স্বাভাবিক গতি ও স্থিতি সমাধি-পরিণাম। সমাধি-পরিণামে চিত্তের পূর্ণনিরোধ হয় না। পূর্ণনিরোধ বিবেকখ্যাতিসাপেক্ষ। বিবেকখ্যাতি পূর্বক পরবৈরাগ্যে চিত্তের অধিকার অবসন্ন। এ সম্ভাবনা নিরোধভূমিকায়। একাগ্রতা-পরিণামে চিত্তের সমাধি। সমাধি-পরিণামে সম্প্রজ্ঞান। নিরোধপরিণামে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। একাগ্রপরিণামে সদৃশবৃত্তির প্রবাহ, সমাধিপরিণামে এক বিষয়ে চিত্তের লয়, নিরোধপরিণামে চিত্তের স্বাধিকার অবসন্ন। সমাধি হতে প্রজ্ঞার উৎপত্তি, প্রজ্ঞা হতে প্রজ্ঞার সংস্কার উৎপত্তি। এই সংস্কারের একটা রূপ আছে। প্রজ্ঞা-সংস্কারের প্রতিষ্ঠায় অন্য সংস্কারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলয়। প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার অন্য সংস্কারের বিরোধী,—তার নাশক। প্রজ্ঞাসংস্কারে অবিদ্যাসংস্কারের নাশ। চিত্তকে অন্য সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে না। চিত্তের স্বাভাবিক পরিণতি ও প্রবাহের নিবৃত্তি করায়। বিবেকখ্যাতির পর পুরুষপ্রজ্ঞা। নিরোধ হলে আর চিত্তের জাগরণ হয় না, ব্যবসায় নিবৃত্ত হয়। আত্মার পৃথক্ত্ব উপলব্ধি হওয়ায় পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রবিলীন হয়। এই কৈবল্যে গুণপরিণামের সমাপ্তি। চিত্তের প্রত্যয় বা সংস্কার দুয়েরই অভাব হয়। চিত্ত আর থাকে না। নিরোধ অভ্যাসের দৃঢ়তায় নিরোধ সংস্কারের উপচয়। সেই সংস্কারের দৃঢ়তায় নিরোধ ভূমিকার স্থৈর্য। এই সংস্কার অন্য সকল সংস্কার, এমন কি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে উত্থিত সংস্কার ও প্রত্যয়, বিনাশ করে। চিত্তকে নির্বীজ করে। অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নিরোধ যোগ নিরোধ সংস্কার উৎপাদন করে। এই সংস্কার অবলম্বন করে, পরবৈরাগ্য হলে চিত্ত চিরতরে অবসন্নাধিকার হয়।

সম্প্রজ্ঞাত যোগের সুস্পষ্ট ধারণা আবশ্যক। ভাষ্যে বলা হয়েছে, যে যোগ সদ্ভূত অর্থ প্রকাশ করে, ক্লেশ ক্ষীণ করে, কর্ম বন্ধন শ্লথ করে, চিত্তকে নিরোধ-অভিমুখী করে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যে যোগে বুদ্ধি হতে ভূত পর্যন্ত সকল-তত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, বিষয় কিছু অপ্রকাশ্য থাকে না, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান। অবশ্য সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানে স্থূল সূক্ষ্ম, কারণের অতীত আর কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। এ সমাধি-উত্থিত জ্ঞান। এ জ্ঞানে কোনো আবরণ বা সংশয় থাকে না। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ প্রকৃতির সকল স্তরের জ্ঞান এবং সৃষ্টির প্রত্যেক মূলীভূত তত্ত্বের সহিত পরিচয় করিয়ে দেয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, চিত্তের স্বভাব সদা পরিণত হচ্ছে গুণের অধিকার বশত। কিন্তু এই পরিণামের স্বভাব কী তা ভাষ্যকার সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্ব রজ তম দ্বারা সংশ্লিষ্ট হলে সেই চিত্ত ঐশ্বর্য ও বিষয় প্রিয় হয়। তমগুণের দ্বারা বিদ্ধ সেই চিত্ত অধর্ম অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যের আশ্রয়। মোহের আবরণের ক্ষীণতায় রজ লেশ-সংস্পর্শে চিত্তসত্ত্বে ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যের উদ্ভব। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজগুণের লেশমাত্র থাকে না, তখন চিত্তের স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। তখন বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতার জ্ঞান। রজ-তমের দ্বারা অনুবিদ্ধ-প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্বে ক্রিয়া সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য ঐশ্বর্যের ভান। ঐশ্বর্য ও বিষয়পরতা রজ-অভিভূত চিত্তের ক্রিয়া। তমগুণের দ্বারা অভিভূতচিত্তে শুদ্ধ প্রকাশশীলতার অভাব জন্য অজ্ঞান-অধর্ম-অবৈরাগ্যের উদয়। এগুলি জ্ঞানের বা সত্ত্বশুদ্ধির বিপরীত ধর্ম। কিন্তু বিশুদ্ধ রজগুণে (তমের অভিভবে) ধর্ম-জ্ঞান-বিবেক-ঐশ্বর্যের প্রকাশ। এখানে রজপ্রধান সত্ত্ব ক্রিয়াশীল। এজন্য চিত্তের উচ্চতর জ্ঞানের বিকাশ, বিশুদ্ধ জ্ঞানে (যাতে সবই প্রতিফলিত হয়) বৈরাগ্য ও বিবেক স্বভাবিক। পদার্থের জ্ঞান তখন সুনিশ্চিত। এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে সূক্ষ্মতম শক্তির পরিচয় এবং তার উপর কর্তৃত্ব। ইহাই যোগৈশ্বর্য। যোগীর ঐশ্বর্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ফল। ইহা স্বাভাবিক। যোগীর ইচ্ছার প্রতিঘাত হয় না। তমগুণ ক্ষীণতায় চিত্তের স্ফীতি ও স্ফুরণ; এই স্ফুরণে যোগীর সহজেই সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ। তেমনি সহজেই শক্তির বিস্তার কিন্তু রজগুণ ক্ষীণতার শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে যোগীর প্রসংখ্যানে এবং বিবেক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। শক্তি ও ঐশ্বর্য যোগী বিকাশ করে না, কারণ তাতে প্রকৃতিস্পর্শ থেকে যায়। বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব ইত্যাদি ঐশ্বর্য রজ-গুণকেই আশ্রয় করে। শুদ্ধসত্ত্বে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অবিদ্যার অপসারণ।

ভাষ্যকার বিভিন্ন স্তরের যোগীর পরিচয় দিয়েছেন চিত্তের পরিণতির স্বরূপ বুঝিয়ে। যোগীর শক্তির বিকাশ কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ অপেক্ষা নিম্নস্তরের। শক্তির বিকাশে রজের প্রাধান্য। জ্ঞান ও বিবেক-বিকাশে সত্ত্বের প্রাধান্য। শক্তির বিকাশে ঈশ্বরবৎ অধিকার। জ্ঞানের বিকাশে সে অধিকারের মোহমুক্ত। তা উজ্জ্বল প্রসংখ্যান ও নির্মল বিবেকপর হয়ে মুক্তির পথ রচনা করে।

যোগীর আরোহক্রম

পূর্বেই বলা হয়েছে যোগের দ্বারা গ্রাহ্য, গ্রহণ গ্রহীতার জ্ঞান হয়। তাদের ওপর সমাধি হয়। প্রথমটি গ্রাহ্যসমাপত্তি, দ্বিতীয়টি গ্রহণসমাপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় গ্রহীতৃসমাপত্তি। বিষয়বিশেষে উপস্থিত চিত্ত বিষয়ের অবভাসক। এই সমাপত্তি। গ্রাহ্যবিষয়ে উপরক্ত চিত্তে গ্রাহ্যস্বরূপের অবভাস। ইহাই গ্রাহ্যসমাপত্তি। তেমনি গ্রহণসমাপন্ন হয়ে গ্রহণস্বরূপে ভাসমান চিত্তের গ্রহণসমাপত্তি। গ্রহীতৃপুরুষে সমাপন্ন চিত্তে গ্রহীতৃসমাপত্তি। সরল ভাবে বলা যায়, চিত্ত যে বিষয়ে নিবিষ্ট হয় সেই বিষয়ের প্রকাশ করে। এইরূপ বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার প্রকাশ করাই চিত্তের সমাপত্তি। বিষয়বিশেষে এই সমাপত্তির ভেদ। স্মরণ রাখতে হবে যে যোগদর্শনে প্রকৃতির বিকৃতিগুলির জ্ঞান সাক্ষাৎ যোগীর প্রত্যক্ষীভূত। এরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সমাপত্তিতে। এরূপ সমাপত্তি দেয় গ্রাহ্যবিষয় ও তাদের কার্যের যথার্থ বোধ যা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না। মহাভূত সকলের ধ্যানে এবং অস্মিতার ধ্যানে মহান্ ভাবের সঞ্চার।

গ্রাহ্য বিষয়ের সমাপত্তি তিন প্রকার : ১. বিশ্বের যাবতীয় ভৌতিক বস্তুবিষয়ক, ২. স্থূল পঞ্চভূতবিষয়ক, ৩. সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চতন্মাত্রবিষয়ক। গ্রহণ সমাপত্তি বাহ্য, অভ্যন্তর ইন্দ্রিয়বিষয়ে। বাহ্যইন্দ্রিয় ত্রিবিধ—কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তরিন্দ্রিয় মন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির নেতা। বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এরাই মূল অন্তঃকরণত্রয়।

এই কারণগুলির উপর সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলে। এই সমাধি সাত্ত্বিক সঞ্চারের জন্য আনন্দসম্পৃক্ত। সাত্ত্বিক সঞ্চার, কেননা, ইন্দ্রিয় প্রকাশধর্মী।

গ্রহীতৃবিষয়ক সমাপত্তি

ইহা বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের উপর সমাধি। ইহা সকল জ্ঞানের গ্রহীতা। এ গ্রহীতা বুদ্ধি ও পুরুষের অবিবেকজনিত একাত্মতা। এ বুদ্ধি আমাদের ভেতর ব্যবহারিক দ্রষ্টা ও গ্রহীতা। এই তত্ত্বের উপর সমাধিকে সাস্মিতা সমাধি বলে। এ বুদ্ধি গ্রহণেন্দ্রিয় নয়, এ বস্তুত গ্রহীতা।

সমাধির প্রকৃতি বিষয়ানুরূপ চারি প্রকার। সবিতর্ক, সবিচার, নির্বিতর্ক, নির্বিচার। সূত্রে বলা হয়েছে, "যে সমাধি শব্দার্থ জ্ঞান বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ তাই সবিতর্ক"। অর্থাৎ যে সমাধিতে বিষয়, তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান, ও তার নাম একত্র উদ্ভাসিত হয় তাই সবিতর্ক সমাপত্তি। একই পদার্থের নাম ও বিজ্ঞান পদার্থের সহিত সাধারণত অভিন্নরূপেই প্রকাশ পায়। বস্তুত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এক বস্তু নয়। শব্দ শব্দ, অর্থবিষয়ক হলেও অর্থ নয়। একই শব্দের অর্থে বহু শাব্দিক সংজ্ঞা থাকতে পারে। তবু যে তাদের একত্ব প্রতীতি ইহা বিকল্প মাত্র। একত্ব নেই, অথচ সাধারণ ব্যবহারে একত্বরূপে প্রতীতি হয়। এইরূপ বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধ জ্ঞান যে সমাপত্তিতে প্রকাশ পায় তাই সবিতর্কা সমাপত্তি। এই সমাপত্তিতে বাক্য, বিষয় ও সংজ্ঞা পরস্পরের সম্বন্ধের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। যথা - গো-সম্বন্ধে সবিতর্ক হলে, গরুর জ্ঞান, নাম ইত্যাদি সবিশেষ জ্ঞান হবে। স্থূল বিষয় (গ্রাহ্য) ও গ্রহণ সম্বন্ধেও সমাপত্তি হয়।

যখন জ্ঞান স্মৃতি-পরিশুদ্ধ (শব্দসংকেত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য শূন্য) হয়ে প্রতিভাসিত হয়, তখন নির্বিতর্ক সমাপত্তি হয়। এরূপ জ্ঞান বিষয়মাত্র-প্রকাশক। এখানে কোনো বিশিষ্ট বিকাশ হয় না। ইহাই বিষয়ের স্বরূপ বা পরম প্রত্যক্ষ। কোনো কিছুর দ্বারা বিশিষ্ট বা সংকীর্ণ হয় না। সাধারণত শব্দের সহিত অর্থের স্মরণ হয়। শব্দ বা নাম এক প্রকার সংকেত। অর্থের উপস্থিতির সহিত শব্দের উপস্থিতি, শব্দ ও অর্থ এরূপে অবিনাভাবে সংযুক্ত। কিন্তু এ অবিনাভাব নিত্য নয়। শুধু ব্যবহার নিয়ত অভ্যাস। এরূপ শব্দ ব্যতীত অর্থের প্রতীতি বিশুদ্ধ অর্থ-প্রতীতি। শব্দসংকেতশূন্য কেবল অর্থমাত্রনির্ভাসক জ্ঞান সত্য বা ঋত জ্ঞান। সবিতর্কে স্থূলের স্বরূপের জ্ঞান হয় না। নির্বিতর্কে স্থূলের স্বরূপ বা চরম সত্যরূপের প্রকাশ। জ্ঞান এখানে পূর্ণ স্বচ্ছ, মিথ্যা জ্ঞানের কোনো অবসর নেই।

এরূপ জ্ঞান কোনো জ্ঞান ক্রিয়ার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় না। আমি জানিতেছি, এরূপ জ্ঞানও থাকে না। আমি বোদ্ধা, এরূপ কিছুও থাকে না। শুধু বিষয়ের অবভাস। সাদা কথায় এখানে শুদ্ধবস্তুর উপস্থিতি। বস্তুবিষয়ে জ্ঞানপ্রণালী বা জ্ঞাতার উপস্থিতির অভাব।

এরূপ বস্তুবিষয়ক ধ্যানের গভীরতায় বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থায় উপস্থিতি বা উপলব্ধি। নির্বিতর্কের দ্বারা বিষয়ের স্থূলরূপের প্রতিভাস। বিষয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম অবস্থা আরও সূক্ষ্মতর ধ্যানে যোগীর চিত্তে প্রতিভাত হয়। স্থূল অবস্থা এই সূক্ষ্ম অবস্থার পরিণতি। যেমন—তেজোময় পদার্থ রূপ-তন্মাত্রায় পরিণতি, রসদ্রব্যে রসতন্মাত্রায় পরিণতি। এরূপ ধ্যান যখন শব্দ ও অর্থের দ্বারা অনুরঞ্জিত তখন সবিচার। রূপতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এরূপ ধ্যানে সাক্ষাৎকার হয়। তখন অসংখ্য রূপ-রস-গন্ধের স্থলে একপ্রকার রূপ-রস-গন্ধ অনুভূত হয়। সূক্ষ্ম বিষয়েরও একাকার হয়ে জ্ঞান হয়। জ্ঞান কিন্তু এখানেও বিশিষ্ট। যেমন —রসতন্মাত্র। ইহার জ্ঞান এরূপে হয় ইত্যাদি। এরূপ সবিচার সমাধি অহংকার, বুদ্ধি অব্যক্ত বিষয়েও হয়। এরা সকলেই সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের ধ্যানই সবিচার। এরূপ ধ্যানে এদের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়।

এরূপ ধ্যানে কুশলসম্পন্ন যোগী নির্বিচার সমাপত্তিতে অধিকারী হন। নির্বিচার সমাধিতে সবিচারের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান থাকে না। এজন্য এই জ্ঞান কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়ের ভাসক। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়ক ভান পূর্ণ চিত্ত নির্বিচার সমাপত্তির পরিচায়ক। বিষয় এত সূক্ষ্ম যে কাল, দেশ ও নিমিত্তের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। বিষয়ের দৈশিক, কালিক ও ধর্মগত কোনো ভেদ বা সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। এজন্য নির্বিচার সমাপত্তি সর্ব দেশ ও কালব্যাপী বিষয়ের এবং যুগপৎ সকল ধর্মের অবভাসক, দেশ কাল এবং ধর্ম বৈশিষ্ট্যশূন্য হয়ে। এই ব্যবধানগুলি না থাকার হেতু এদের যুগপৎ প্রকাশ। এরূপ সমাধি ইন্দ্রিয় মন অহংকারকে বিষয় করতে পারে। তখন সমাধি হবে গ্রহণবিষয়ক। এ সমাধিতে জ্ঞান নিরাবরণ সত্ত্বপূর্ণ। এজন্য একটা সাত্ত্বিক সুখময় ভাবযুক্ত। একে আনন্দ সমাধি বলা যেতে পারে। এই আনন্দ সমাধি সমস্ত করণব্যাপী একটা সাত্ত্বিকী সুখময় সঞ্চার। শরীর মন প্রাণ কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপী যে সুখময় বোধ, তাই আনন্দ-সমাধিতে স্ফুট।

এই সমাধি ইন্দ্রিয় মন ও অহংকারের কারণ অস্মিতা অভিমান-বিষয়ক। এখানে অস্মিতার প্রতীতি এই সব কারণের মূলীভূত কারণরূপে। এইসব কারণ-রূপকার্যের সহিত (মন অহংকার এরা কারণও বটে, কার্যও বটে) অস্মিতা কারণরূপে বিদ্যমান। ইহা শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মি-বোধ নয়, অস্মিতারূপ অভিমান ; সে অভিমান. বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু অস্মিতামাত্র ভান থাকে। তদ্বিষয়ক সমাপত্তি অস্মিতা-সমাধি। অস্মিতা-সমাধিত অভিমান শূন্য। শুধু অস্মীতিমাত্র প্রত্যয় বা বোধের অনুবৃত্তি।

এই অস্মিতার উর্ধ্বে প্রকৃতি বা অব্যক্ত। এ ধ্যানের বিষয় হয় না। কারণ এ আলম্বনবিষয় নয়। প্রকৃতি ব্যক্তের লীন অবস্থা। নির্বিচার সমাপত্তি প্রতিষ্ঠায় সকল বিষয়ের, গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতার প্রকাশ, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, যুগপৎ সকল বিষয়ের অবভাস। সকল জ্ঞানই সাক্ষাৎকারজনিত প্রজ্ঞা। চিত্তসত্ত্বের এমনি উৎকর্ষে কোনো আবরণ থাকে না। সকলের প্রকাশক হয়। বুদ্ধি প্রসন্ন হয়। বুদ্ধির প্রসন্নতায় সকল ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা। নির্বিচার যোগে স্বচ্ছ নির্মল সত্ত্বের আবির্ভাব। শান্তিকর ক্রমহীন সর্বভাসক বোধে স্ফুট প্রজ্ঞালোকে যথাভূত বস্তুর জ্ঞান। বস্তুর পূর্ণস্বরূপের অবভাস।

এইরূপ নির্বিচার জ্ঞানে পূর্ণ আত্মপ্রসাদ। এ জ্ঞান সত্য বা ঋতের ধৃতি। মিথ্যা স্পর্শহীন। যোগীর নির্মল চিত্তসত্ত্বে কোনো কিছু অপ্রকাশ থাকে না এতে প্রতিভাসিত জ্ঞান ঋত বা সত্য। সাক্ষাৎ অনুভূত সত্য। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয়ে যোগীর সার্বজ্ঞ্য।

এরূপ প্রজ্ঞা শুধু একটা সাত্ত্বিক সঞ্চার নয় যাতে চিত্তসত্ত্ব উজ্জ্বল হয়ে সমস্ত প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে একটা বিদ্যুচ্ছটা অন্তর হতে নির্গত হয়ে অভ্যন্তর উজ্জ্বল করে তোলে। এরূপ সাত্ত্বিক সঞ্চার সত্ত্বপ্রাধান্যজনিত একটা অবস্থা মাত্র। অবস্থাবিশেষে কখনও এর দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের অভ্যন্তর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ জ্ঞান ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নয়। সাত্ত্বিক সঞ্চার জ্ঞান ও আনন্দযুক্ত, তেজোময় দীপ্তিতে পূর্ণ। এই সঞ্চারে তার প্রকাশ থাকলেও তার অধিকার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার ন্যায় নয়। স্বীয় চিত্তের ঔজ্জ্বল্য সাত্ত্বিক উৎকর্ষের প্রমাণ হলেও সেই চিত্ত ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে, তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন না করলে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ করতে পারে না। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাতে স্থূল সূক্ষ্ম ভূতসকল, করণবর্গ, অস্মিতা সকলই প্রকাশ পায়। স্বচ্ছ সাত্ত্বিক সঞ্চার (psychic influence) সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তির পরিচয় দিলেও তার বিশেষ ব্যাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি প্রকৃতির প্রাথমিক বিকার এবং অন্য বিকারের কারণ। শুদ্ধসত্ত্বের আধিক্যহেতু এ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান দেয়। যতকিছু জ্ঞান শুদ্ধ মানসিক (pure reason) ও অতি-মানসিক (সূক্ষ্ম ভূতাদি জ্ঞান যা মনের দ্বারা ধৃত হয় না) তাদের বিষয় যাই হোক তারা এরূপ ঋতম্ভরার অতীত হয় না। স্মরণ রাখতে হবে বুদ্ধি শুধু সাধারণ সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের গ্রহীতা নয়, এ বিশ্বরচনার সার বস্তু। এর পূর্ণ বিকাশ সকল মহিমা, শক্তি ও ব্যাপ্তির ওপরে। সকল যোগৈশ্বর্য এতে ধৃত। এরূপ ঋতের, সত্যের আলোকের কোনো বস্তুই অতীত নয়। এর প্রতিষ্ঠায় কোথাও কিছু অপ্রকাশিত থাকে না। আমাদের যত কিছু জ্ঞানবৃত্তি সকলের উৎপত্তি বিষয়ে সাংখ্য সম্যকরূপে অবহিত। ঈশিত্ব, বশিত্ব, জ্ঞান ও শক্তি অস্মিতার ঊর্ধ্বে নয়। অস্মিতার সিদ্ধিতে এদের সহজ সিদ্ধি।

এরূপ সমাধি-সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কার অভিভূত করে। এ সব সংস্কার অভিভূত হলে তজ্জাত প্রত্যয় আর হয় না। প্রত্যয়ের নিরোধে সমাধির বৃদ্ধি। সমাধি প্রজ্ঞা উৎপন্ন করে। এ প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা-সংস্কার জন্মায়। এই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার অজ্ঞানকৃত সংস্কার ও ক্লেশ ক্ষয় করে। ক্লেশক্ষয় দৃঢ় হলে চিত্তচেষ্টা নিরুদ্ধ হয়। বিবেক পর্যন্ত চিত্ত-চেষ্টার গতি। বিবেকানন্তর এর আর অধিকার থাকে না। এর পর নির্বীজ সমাধি। নির্বীজ সমাধি শুধু সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিরোধী নয়, প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরও বিরোধী। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে প্রজ্ঞা সংস্কারের উৎপত্তি তা নিরোধ না হলে চিত্ত নির্বীজ হয় না। এজন্য ভাষ্যকার বলেন, "নিরোধ—সমাধির সংস্কার সকল সমাধি-সংস্কারের বাধ হয় বা বিনাশ করে।" সমাধিজাত প্রজ্ঞাসংস্কার সকল চিত্তের অধিকারের অবসান করায়। কিন্তু তার অবসানের স্থিতিহেতু হয় না। কারণ প্রজ্ঞার সংস্কার থেকে যায়। এইজন্যই সমাধি-সংস্কারের পরেও চিত্ত অধিকারের পূর্ণাবসানের জন্য নিরোধ-সংস্কারের অবশ্যম্ভাবিতা আছে। অধিকার শেষ হলে কৈবল্য-সংস্কারের সহিত চিত্ত পূর্ণরূপে নিবর্তিত হয়। পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটি পরিষ্কার হওয়া উচিত। চিত্তের সংস্কার ত্রিবিধ—বুত্থান, সমাধিজ, নির্বীজ। বুত্থান-সংস্কার বুত্থান-প্রত্যয় হতে উৎপন্ন। যেমন—সাধারণ জ্ঞান ও তাদের সংস্কার। যে চিত্ত সমাধিসম্পন্ন নয়, সেই চিত্ত ব্যুত্থান-সংস্কারে পূর্ণ। ব্যুত্থানের নিরোধ সমাধিতে হয়। সমাধি নানা প্রকার। অতএব তার সংস্কারও অনেক রকমের। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির সংস্কারগুলি ব্যুত্থান-সংস্কারের বিরোধী। ইহা স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম জ্ঞানে স্থূলের নিবৃত্তি। এও তদ্রূপ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এমন সংস্কার সৃষ্ট করে যাতে ব্যুত্থান সংস্কারের স্বাভাবিকভাবে অবিভব হয়। এরূপ সংস্কার দৃঢ় হলে ব্যুত্থান সংস্কার ক্রিয়াশীল হয় না। এরূপে তার নিবৃত্তি।

তারপর চিত্তে সমাধিজ সংস্কার থাকে না। এ থাকলে চিত্তের অধিকার থাকে। সমাধিপ্রজ্ঞা স্বচ্ছ ও শুদ্ধচিত্তকে দ্বার করিয়া হয়। তার সংস্কার প্রজ্ঞার সংস্কার। কিন্তু সেও সংস্কার। সে সংস্কার থাকা পর্যন্ত চিত্ত নির্বীজ হয় না। তার ক্রিয়া থাকে। চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় না। জ্ঞানবৃত্তিও বৃত্তি, যোগ কিন্তু পূর্ণ বৃত্তিশূন্য অবস্থা। এজন্য প্রজ্ঞা সংস্কারের বিলয় আবশ্যক। প্রজ্ঞাসংস্কার চিত্তের ভোগাধিকার নিবৃত্ত করে। কিন্তু চিত্তের অধিকার পূর্ণরূপে বিলয় করতে পারে না। অস্মিতারূপ প্রজ্ঞাসংস্কার তখনও ক্রিয়াশীল। এই প্রজ্ঞাসংস্কারের বিলয় আবশ্যক। চিত্তের পূর্ণ নিরোধে এর বিলয়। অবসিত অধিকার চিত্তে কোনো ক্রিয়া থাকে না। সমাধিজ প্রজ্ঞাসংস্কারের বিবেক খ্যাতিতে লয়। বিবেক খ্যাতিতে চিত্তে হতে পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান। এই জ্ঞানও তার সংস্কার প্রজ্ঞাসংস্কার হতে ভিন্ন। একটায় প্রকৃতির অধিকার হতে পুরুষের মুক্তি, আর-একটায় চিত্তের স্থূল সূক্ষ্ম আবরণ উন্মোচনে শক্তি ও জ্ঞানের উদয়। এই বিশুদ্ধ সমাধির জ্ঞানোজ্জ্বল সংস্কার বিবেক ও নিরোধ সংস্কারের নিকট তুচ্ছ। সমাধিপ্রজ্ঞাও প্রজ্ঞা, কিন্তু পুরুষপ্রজ্ঞা নয়। যে বিবেককে অবলম্বন করে পুরুষপ্রজ্ঞা সেই বিবেক এবং তজ্জনিত নিরোধের সমাধিপ্রজ্ঞায় অভাব। প্রথম প্রথম নিরোধ-সংস্কারের উৎপত্তি, ক্রমশ এই সংস্কারের বৃদ্ধি। এই সব সংস্কার চিত্তের ব্যুত্থাননিবারক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনও কিন্তু সত্ত্বের প্রকাশ, রজের ক্রিয়া, তমের স্থিতিধর্মের নাশ হয় না। তার সম্পূর্ণ সমতাসম্পন্ন হয়। তজ্জন্য কোনো বৈষম্য থাকে না। এবং বৈষম্যজনিত কোনো পরিণতিও থাকে না। প্রকৃতির সমতায় পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ দুয়ের নিবৃত্তি। ভোগ ও অপবর্গ দুই চিত্তের বিধান। চিত্তই তাদের জনক। অপবর্গ হলে চিত্তের অধিকার শেষ। স্বাধিকারবিচ্যুত চিত্তের চিরকালতরে লয়। যোগের চরম ফল এই প্রকৃতিবিয়োগ।

প্রকৃতি বিমুক্ত হতে প্রকৃতিলীনদের অবস্থাভেদ। এই ভেদের জ্ঞান আবশ্যক। তা না হলে প্রকৃতিলীনকে জ্ঞানের চরম অবস্থা বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতিলীন কারা? তাদের অবস্থা কী? এবং কিসে তারা প্রকৃতি-অধিকারবিচ্যুত মুক্তদের হতে ভিন্ন? এবিষয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য। প্রকৃতিলীনতা একটি অবস্থাবিশেষ। এ মূলা প্রকৃতিতে লয়। অন্যত্র চিত্ত সমাহিত হয়, লয় হয় না, লয় কারণেই হয়। "কারণের সহিত অবিভক্ত হওয়ার নাম লয়।" যোগীর চিত্তের কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতিলীন বললে বুঝতে হবে প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে অনুপ্রবেশ। এ সম্ভাবনা অন্য কিছুতে সমাহিত হলে হয় না। সাংখ্যকারিকা ভাষ্যে আচার্য গৌড়পাদ বলেন "যাহাদের বৈরাগ্য আছে তত্ত্বজ্ঞান নেই অজ্ঞানহেতু তাঁরা মৃত্যুর পর প্রধান বুদ্ধি অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতির অন্যতমে লীন হন।" স্বামী হরিহরানন্দ, কপিলমঠ বলেন, "ইহার মধ্যে সূত্রোক্ত প্রকৃতিলয়ে (সূত্র ১।১৯) প্রধান বা মূলা প্রকৃতিতে লয় বুঝতে হবে।" ইহাই প্রকৃতিলয়ের ন্যায়সংগত ব্যাখ্যা। তিনি কারণ দেখিয়েছেন, যোগিচিত্তের কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব নহে অতএব যোগীর চিত্ত কখনো তন্মাত্রে লীন হতে পারে না। যোগী তন্মাত্রে লীন হন এ কথা যথার্থ নহে। কিন্তু তাতে তন্ময় হন ইহাই ঠিক কথা।"— কাপিলমঠ পাতঞ্জলদর্শন পৃ ৫০। প্রকৃতি লয় বস্তুত অব্যক্তাপত্তি। এতে বিবেকখ্যাতি নেই বলে প্রকৃতিবিচ্যুতি নেই এজন্য প্রকৃতিলীনে প্রকৃত জ্ঞান নেই।

পরম প্রসংখ্যানরূপ উচ্চতম যোগভূমিকা প্রাপ্তির পূর্বে যোগীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে বিবেকজ প্রজ্ঞা বলা হয়। এই বিবেকজ প্রজ্ঞায় সর্ববিষয় প্রতিভাত হয়। এর জ্ঞানের অতীত কিছুই থাকে না। এই জ্ঞান ক্রমহীন, কালের অবচ্ছিন্নতা এতে নেই; অতীত, অনাগত সকল বিষয়ের সহিত একই ক্ষণে সকলের উপস্থিতি। সাধারণ জ্ঞানে দেশ ও কালের পরিচ্ছেদ থাকে। এরূপ ভূমিকায় দেশ ও কালের আবরণশূন্য হওয়ার জন্য সকল বিষয়ের যুগপৎ জ্ঞান। যোগিপ্রত্যক্ষ কাল ও দেশের ব্যবধান অতিক্রম করে। বিবেকজ জ্ঞানে সব তত্ত্বেরই একক্ষণে উপস্থিতি, তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সূক্ষ্মতম ভেদ বিবেকজ জ্ঞানে প্রস্ফুরিত। কালের ও দেশের ব্যবধান থাকে না বলে এই জ্ঞানে যোগী সার্বজ্ঞ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। বস্তুর স্বাভাবিক ধর্মের কোনো অপলাপ হয় না। যে বস্তু যা, তাই থাকে। পরিণামক্রমও ঠিক থাকে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বস্তু ও তার পরিণাম বিবেকজ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। একটা সর্বব্যাপক দৃষ্টি যোগীর নিকট বিশ্বরহস্য যেন এক মুহূর্তে উদ্ঘাটিত করে। সাধারণ মানসজ্ঞান কালের ক্রমকে (succession) অতিক্রম করতে পারে না। তাই মানসজ্ঞানে ক্রমিক ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু এই ক্রমিক ব্যবধানের অপসারণে জ্ঞানের স্বরূপ বদলে যায়। একই মুহূর্তে সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে পদার্থ সকল যোগিচিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা। সমাধিকুশল ব্যক্তিরই ইহার লাভ হয়। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিবেকজ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

বিবেকজ জ্ঞান একরূপ ঐশ্বর্য। এতে সকল বস্তুর অবভাস হলেও কৈবল্য লাভ হয় না। এজন্য একে পরম প্রসংখ্যান বলা যায় না। যে চিত্তে বিবেকজ জ্ঞানদীপ্তি, তার কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্য বিবেকখ্যাতি আবশ্যক। বিবেকজ জ্ঞান চিত্তের শুদ্ধসত্ত্ববিকাশেই সম্ভব। কিন্তু এ তো ঐশ্বর্য বা বিভূতি, মুক্তি নয়। এজন্য ভাষ্যকার বলেছেন, "বিবেকজ জ্ঞান হোক আর নাই হোক বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্য হলে কৈবল্য।"—৩।৫৫ সূত্র। বুদ্ধি যখন শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ, এ শুদ্ধতার জন্য বুদ্ধি তখন পুরুষের সদৃশ। এই শুদ্ধিসাম্য কৈবল্যের কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধি পূর্ণ হলে বুদ্ধি নিঃসঙ্গ পুরুষের ন্যায় সম হয়। রজস্তম মলহীনতায় প্রদীপ্ত জ্ঞানৌজ্জ্বল্যে পূর্ণ হয়। এই বিশুদ্ধসত্ত্বের সহিত পুরুষের শুদ্ধি সাম্যরূপে প্রতীত হওয়ায় শুদ্ধিসাম্যের কথা সূত্রে বলা হয়েছে। মুক্তির অব্যবহিত প্রাক্কালে বুদ্ধি সত্ত্বোৎকর্ষের জন্য পুরুষের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পুরুষ তো স্বভাবত শুদ্ধ। তার আর কী শুদ্ধি হবে? বুদ্ধির শুদ্ধিতায় বিবেকের পূর্ণ বিকাশ। তারপরে খ্যাতি ও প্রকৃতির স্বাধিকারের লয়। পুরুষের স্বরূপস্থিতি বিবেকজ্ঞানকেই অপেক্ষা করে, বিবেকজ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। বিবেকজ জ্ঞান প্রজ্ঞার পূর্ণতা, কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক উদ্বোধক নয়। এইজন্য সূত্রে (৪২৯) বলা হয়েছে, "যিনি প্রসংখ্যানে অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞানে বৈরাগ্যসম্পন্ন তিনি বিবেক-খ্যাতি দ্বারা ধর্মমেঘরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।" মেঘ যেমন সদাই বর্ষণ করে, ধর্মমেঘ-সমাধি তেমনি নিরবচ্ছিন্ন বিবেক সঙ্কারপূর্বক চিত্তের অবসানের কারণ হয়। যে যোগী এ সার্বজ্ঞ্য সিদ্ধিরূপ বিবেকজ জ্ঞানকেও পুরুষজ্ঞানের তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন ও ত্যাগ করেন, তিনি ধর্মমেঘ-সমাধি প্রাপ্ত হন। এই ধর্মমেঘ-সমাধি পরম কৃতকৃত্যতা। এতেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি। এর সিদ্ধিতে চরম নিরোধ এবং ক্লেশ-কর্মের নিবৃত্তি—৪।৩০। এরূপ ধর্মসিদ্ধ পুরুষের গুণসকলের পরিণতির সমাপ্তি।

চিত্তের আবরক মল অপগত হওয়ার প্রত্যয়ান্তর উপস্থিত হয় না। বিবেকীর সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ : ১. হেয় পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছে, জানবার আর কোনো বিষয় নেই, ২. হেয়হেতু ক্ষীণ হয়েছে, ৩. নিরোধ সমাধিতে প্রকৃতির বিলয় সাক্ষাৎ হয়েছে। বিবেকখ্যাতিরূপ চরম জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় চিত্তের আর কোনো চেষ্টা থাকে না। প্রজ্ঞার এই চারি প্রকার কার্যবিমুক্তি। প্রথমটিতে বিষয়ের দুঃখরূপতার জ্ঞানে বিষয় হতে চিত্তের নিবৃত্তি, দ্বিতীয়টিতে হেয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য তৎসম্বন্ধে আর কোনো কর্তব্যবুদ্ধি থাকে না। তৃতীয়, নিরোধ দ্বারা জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধি হলে আর স্মৃতি জাগরিত হয় না। চতুর্থতে চরম জ্ঞানের উৎপত্তি।

এই চারি কার্যবিমুক্তি। অপর তিনটি চিত্তবিমুক্তি। কার্যবিমুক্তির সিদ্ধিতে চিত্তবিমুক্তির সিদ্ধি। চিত্তবিমুক্তির প্রথম রূপ হচ্ছে, বুদ্ধি চরিতার্থ হয়েছে, আর অধিকার নেই। ভোগনিবৃত্তিই চিত্তবিমুক্তি। দ্বিতীয়, চিত্তবিমুক্তির জন্য ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট সংস্কারের নিবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সুখদুঃখমোহের বিলয়। তৃতীয়, অমল পুরুষের স্বরূপমাত্র জ্যোতিঃ কেবল প্রজ্ঞাতে প্রতিভাসিত। এ অবস্থা কৈবল্য নয়, কৈবল্যবিষয়ক প্রজ্ঞা। এরূপ প্রজ্ঞাও চিত্তের। কৈবল্য এরূপ প্রজ্ঞারও লয়। পরম প্রসংখ্যানরূপ যোগের এই চরম লক্ষ্য। বিবেকখ্যাতির দ্বারা তা লভ্য। বিবেকখ্যাতিপ্রতিষ্ঠ পুরুষ জীবন্মুক্ত। বিবেকখ্যাতিসম্পন্ন বলে এরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষকে কোনো সুখদুঃখ স্পর্শ করতে পারে না।

কৈবল্য যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরুষ স্বরূপে কেবল, নিঃসঙ্গ। যোগদর্শনে কেবলভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা পরম কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছে। যা কিছু মানবের অভিপ্রেত ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখ বা সমৃদ্ধি তা বিনাশী বলে দুঃখের নামান্তর। বিবেকীর দৃষ্টিতে সকলই হেয়। কারণ, সকলই পরিবর্তনশীল ও বিনশ্বর। পুরুষ ভিন্ন নিত্যস্থির কিছুই নয়। প্রকৃতির সংস্পর্শে যা কিছু লাভ, ইহলৌকিক বা পার-লৌকিক সম্পদ্ এমন কি দিব্যজ্ঞান ও দিব্যৈশ্বর্য সবই বিবেকসম্পন্ন পুরুষের দৃষ্টিতে হেয়। কোনো অধিকার, এমন কি হিরণ্যগর্ভে স্থিতি এই পরম প্রসংখ্যানের নিকট তুচ্ছ। হিরণ্যগর্ভপ্রতিষ্ঠাতেও প্রকৃতির স্পর্শ থাকে। কিন্তু বিবেকসম্পন্ন পুরুষে প্রকৃতিসঙ্গের চিরকাল তরে বিচ্যুতি।

তত্ত্ব কী, যোগ কী, যোগের লক্ষ্য কী প্রধানত এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। সাধনার আরও কিছু আলোচনার আবশ্যক। ইহা যোগারূঢ় হতে সাহায্য করে। যোগের প্রধান সাধনা জ্ঞান বা সাংখ্যসাধনা। তত্ত্ববিশ্লেষণ ও তত্ত্বজ্ঞান—সমাধির দ্বারা অর্জনীয়। পতঞ্জলিতে যেমন এই সাংখ্যমার্গের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে তেমনি ভক্তিমার্গ, ঈশ্বরানুধ্যান যোগ, অঙ্গীকৃত হয়েছে। সাধারণত বিশ্লেষাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানকে সাংখ্য বলা হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানপূর্বক শ্রদ্ধা-বীর্যসহকারে তত্ত্ব উদ্বোধনের দিকে উন্মুখ হওয়াকে যোগমার্গ বলা হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধান

এই ঈশ্বরপ্রণিধান কী? এর স্বরূপ কী? ঈশ্বর ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নিরতিশয় সত্ত্বোৎকর্ষযুক্ত, তিনি জ্ঞানোজ্জ্বলমহিমদীপ্ত। ভক্তিতে তাঁতে ধ্যানার্পিত চিত্ত তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে। তাঁর অভিধ্যানে চিত্তের সমাধি। শরণাপন্ন চিত্তে ঈশ্বরের অভিধ্যান। ঈশ্বর-অনুকম্পা লাভ ও পারমার্থিক বিজ্ঞানের স্ফুরণ। পতঞ্জলি সাধনার জীবনে ভক্তি স্বীকার করেন। ভক্তিই জ্ঞানের কারণ; এই ভক্তি সত্যিকারের শ্রদ্ধা। চিত্তের শান্ত বৃত্তির ও জ্ঞানের উন্মেষক। এ কিন্তু আনন্দ বা পুলক সঞ্চার নয়।

ঈশ্বর-ধ্যানে ঈশ্বর-অনুগ্রহ, ঈশ্বর-অনুগ্রহে বিবেকপ্রজ্ঞা। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করে তাঁর অনুগ্রহে বিবেকলাভ যাদের উদ্দেশ্য তাদের পথ এই। মুক্তাত্মার ধ্যানের ন্যায় ঈশ্বর-ধ্যানেও সমাধি হতে পারে। কিন্তু এখানে ঈশ্বর-অনুকম্পার প্রয়োজন নেই। যাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি ঈশ্বর-আশ্রয়অভিমুখী, তাদের ঈশ্বর-অনুকম্পা লাভ হয়, তাঁর প্রসাদে জ্ঞান হয়। ঈশ্বর-ধ্যানে ঈশ্বর-অনুকম্পা হয় না। অনুকম্পা বিশেষ পদার্থ, ধ্যান তার অব্যবহিতপূর্ব কারণ নয়, কারণ, চিত্তের অনুকম্পা-স্পৃহা। চিত্তের এরূপ স্পৃহায় অনুকম্পার সঞ্চার ও আস্বাদ শুধু ঈশ্বর-ধ্যানে তা হয় না। ঈশ্বর-ধ্যান ধ্যানবিশেষ। ধ্যান ভিন্ন কিছু নয়। অনুকম্পা ধ্যানাতিরিক্ত ঈশ্বরশক্তির অনুপ্রবেশ। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এরূপ অনুকম্পার সমাধি প্রবণতার উৎকর্ষ এবং বিঘ্নাপসারণ করা ভিন্ন আর কোনো সার্থকতা নেই। পূর্ণজ্ঞানই তার পরিসমাপ্তি। ঈশ্বরপ্রাপ্তি যোগের চরম লক্ষ্য নয়।

ঈশ্বরের বাচক প্রণব। এই প্রণবের অর্থচিন্তাপূর্বক তাহার ধ্যান চিত্তকে সমাধিলাভের সাহায্য করে। বাচ্যবাচক সম্বন্ধ নিত্য। বাচকের স্মৃতিতে বাচ্যের উপস্থিতি। প্রণব এমনি বিরাট ছন্দোবদ্ধ যে, এর শব্দময় ভাবনায় (জপও ভাবনাবিশেষ) চিত্ত ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় পরম প্রকাশকে অনুভব করে। ইহা অনাদি অনুভবসিদ্ধ। ঈশ্বরের জ্যোতির্ময়রূপ হৃদয়ে স্মরণে ও প্রণব জপপূর্বক তার ধ্যানে চিত্তের প্রসন্নতা। এরূপ প্রসন্ন চিত্তে ঐশ্বরিক ভাব সঞ্চার। প্রণবের অন্তর্নিহিত ছন্দে বিরাট স্বরূপে স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রবেশ করায়, চিত্তকে ক্লেশাদিশূন্য করায়, ঈশ্বরপ্রণিধান সঞ্চারিত ক'রে প্রত্যেক চেতনা অধিগমে যত বাধা বা অন্তরায় আছে তা দূরীভূত করে। এই ছন্দে চিত্তের মলিন ভাব ও ক্ষুদ্র আশয় অন্তর্হিত হয়। ঈশ্বর-ভাবনায় ছন্দায়িত চিত্তে জ্ঞানের আবরণের উন্মুক্তি। প্রণবছন্দ মহিমায় স্বরূপ জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বর যোগীর পরম আশ্রয়। চিত্তের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভূমিকায় বিচরণ করা ও তাতে প্রতিষ্ঠ হওয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহসাপেক্ষ। স্থূল সূক্ষ্ম নানা বাধা থেকে যোগীকে রক্ষা করে ঈশ্বর-স্মরণ ও প্রণবছন্দ স্মৃতি-অনুধ্যান। অন্তরায় অপসারণে, ভক্তিরঞ্জিত চিত্ত আত্মপ্রসাদে পূর্ণ। চিত্তপ্রসাদে ধ্যান, সহজ ও স্বাভাবিক বিবেক ও জ্ঞান তারই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। ঈশ্বর-প্রণিধানে ও প্রণবজপে অপ্রতিহত ইচ্ছারূপ ঐশ্বর্যের সঞ্চার। ভক্তিশাস্ত্রে ঈশ্বর-অনুকম্পা ঈশ্বরলাভের সকল অন্তরায়ের অপসরণের মুখ্য কারণ। যোগপথে ভক্তিসাধকের অন্তরে ঐশ্বর্য রূপ (ইচ্ছার অনভিঘাত) যোগ-সিদ্ধির বিধান করে।

এই ঈশ্বর-ধ্যান ভক্তিমার্গের পথ। একে যোগমার্গ বলা হয়। যাদের চিত্ত শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরপ্রবণতাসম্পন্ন- তাদের জন্য এই পথ। এই পথেই বিচরণশীল যোগীর ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভবের অন্তে জ্ঞান প্রতিষ্ঠা।

সাংখ্য বা শুদ্ধ জ্ঞানমার্গের গতি অন্য প্রকার। ইহা প্রসংখ্যান পর ও বিশ্লেষণাত্মক। গভীর হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা মস্তিষ্কবৃত্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল। তত্ত্বের ধ্যান এখানে অবলম্বন।

সাস্মিতার ধ্যানই প্রধান ধ্যান। এই মার্গে এর উপযোগিতা অধিক। এর স্বরূপ উপলব্ধিতে নিম্নতর তত্ত্বগুলির জ্ঞান। এ পুরুষ-অবলোকনেরও সহায়ক। বুদ্ধি পুরুষের প্রতিভাসগ্রহণের সমর্থ। এইজন্য বুদ্ধির ধ্যান অবশ্যকর্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অস্মিতার উপলব্ধি সহসা হয় না। দৃক্ দৃশ্য অবিবেকজনিত যে অস্মীতিবোধ এ তো আমাদের সত্তাব্যাপী। সত্তার যত জ্ঞান বা চেষ্টা তার মূলে অস্মিতা। এই অস্মিতার স্বরূপপ্রত্যয় লাভ করতে হলে এর মূলে যেতে হবে, যে মূল হতে প্রসূত হয়ে এই হয় বিশ্বের বিধৃতি।

অস্মিতা

অস্মিতা চার প্রকার : হৃদগত অস্মিতা মস্তিষ্কগত অস্মিতা, বিশ্বগত অস্মিতা ও শুদ্ধ অস্মিতা। সাংখ্যমার্গের সাধকের এই চারি প্রকার অস্মিতার বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। এ স্থিরভূমিকা প্রাপ্তির অবলম্বন। হৃদয়গুহার জ্যোতির্ময় অবকাশে সমাহিতচিত্তে সব বৃত্তির (প্রাণবৃত্তি মনোবৃত্তি) লয়, মাত্র হৃদ্‌গত অস্মিতার ভান। এ ধ্যান সুখকর ও শান্তিকর। সকল বৃত্তির লয়ে শান্তজ্যোতিঃস্বরূপ শূন্যে শরীরগত অস্মিতার মূল সূত্রের ভান। এ অস্মিতার প্রাণমন শরীর হতে পৃথক হয়ে আমি মাত্রের ভান। ভাষ্যে বলা হয়েছে হৃদয় পুণ্ডরীকে ধারণায় বুদ্ধিসংবিতের প্রকাশ। বুদ্ধি সত্ত্ব জ্যোতির্ময়, ভাস্বর আকাশকল্প। এর সত্ত্ব স্বচ্ছ আলোকে সূক্ষ্ম দূরস্থ পদার্থের প্রকাশ। এতে ধ্যানমগ্ন চিত্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় শান্ত। এরূপ ভাবই বিশোকাপ্রবৃত্তি। এতে পরম শান্তিকর সাত্ত্বিক ভাবে চিত্ত পূর্ণ হয়। একে বলা হয় বিশোকা। আর সাত্ত্বিক প্রকাশের আতিশয্যের জন্য একে বলা হয় জ্যোতিষ্মতী। এর ভাবনায় হৃদয় হতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাশের বিস্তৃতি। এই সাত্ত্বিক স্বচ্ছ প্রকাশে সূক্ষ্মত্ব দূরত্ব বা কোনো ব্যবধান থাকে না।

হৃদয় হতে অনন্তে প্রসারিত স্বচ্ছ আমিত্বভাব বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী বা বিশোকা। বিষয়ের ভানের আধিক্যহেতু ইহা বিষয়বতী। এখানে বিষয়বিকাশই মুখ্য। আমিপ্রকাশ গৌণ।

ধ্যানের গভীরতায় ক্রমশ বিষয়বোধের প্রত্যাহারে প্রকৃত অস্মিতার সন্ধান। আমি ভান এখানে স্ফুট—আমি রূপপ্রকাশের অনবচ্ছিন্ন সূক্ষ্মধারার স্ফুরণ। ইহাই অস্মিতা। এই অস্মিতার জ্ঞান ও স্থিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও উর্ধ্বতর জ্ঞানের সহায়ক। বিষয়বতী অস্মিতার দৈশিক ব্যাপিতা ও কালিক অখণ্ডতা অপসারিত হলে প্রকৃত অস্মিতার সন্ধান।

হৃদয়ের ধ্যানে হৃদ্‌গত অস্মিতার অনুভব। মস্তিষ্কের ধ্যানে মস্তিষ্কগত অস্মিতার অনুভব। অস্মিতার কোনো ব্যাপ্তি নেই তবুও প্রথমে মনে হয় সেই জ্ঞান অসীম, ব্যাপক ও অনন্ত। অস্মিতার এরূপ কোনো ধর্ম নেই। তার জ্ঞানের সীমা নেই এইহেতু অস্মিতা ব্যাপক ও অসীম। মস্তিষ্কগত অস্মিতার ধ্যান হৃদ্‌গত অস্মিতার ধ্যানের ন্যায় এক সাত্ত্বিকী দীপ্তিতে পূর্ণ। কেন্দ্রবিশেষে অনুভূত হয় বলে সেই কেন্দ্রের ধর্ম তাতে উপরঞ্জিত হয়। হৃদ্‌গত অস্মিতার হৃদয়ভাব বৃত্তি, মস্তিষ্কগত অস্মিতাতে মস্তিষ্কবৃত্তি উপগত হয়। শুধু অস্মিতার বৃত্তির ধ্যানে একমাত্র গ্রহীতাবোধই হয়, যা উপাধিশূন্য শুদ্ধ আমিমাত্রবৃত্তি। হৃদ্‌গত অস্মিতাতে শান্ত আনন্দবোধের সহিত, মস্তিষ্কগত অস্মিতাতে জ্ঞান বোধের সহিত গ্রহীতার বোধ হয়।

মস্তিষ্কগত অস্মিতা অতিক্রম করে মস্তিষ্কের উর্ধ্বে বিস্তীর্ণ জ্ঞান-ধারায় সমাহিত হলে বিশ্বগত অস্মিতার পরিচয়। ধ্যানদক্ষ ব্যক্তির এই অনুভব। এই অস্মিতা শরীর। এই অস্মিতায় স্থিতি হলে জ্ঞাতাত্মার পরিবর্তে বিশ্বাত্মার পরিজ্ঞান। শরীর অবস্থিতি ভাব বিদূরিত হয়ে বিশ্বাবস্থিতি ভাব জাগ্রত হয়। এই অস্মিতাই বিরাট আত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই অবস্থায়, বাহির ও ভিতররূপ দৈশিক ভেদ এই জ্ঞান থাকে না। অস্মিতা এখানেও বিষয়ের অবভাসক হলেও তার স্বরূপ কিন্তু তা নয়। বিশ্বের কেন্দ্রীভূত হয়ে তা প্রকাশ হয় বলে তার একটা বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। বিরাটবোধ এখানে অধিকতর রূপে স্ফুট। এখানে সর্বব্যাপিত্বের প্রকৃষ্ট বোধ। এ বোধ বিরাট অভিমানে রঞ্জিত, এ শুদ্ধ অস্মিতা নয়। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে, প্রথম দুটি অস্মিতা ব্যক্তিগত অস্মিতা, দ্বিতীয়টি সমষ্টিগত বা বিরাটগত অস্মিতা। একটি Individual আর একটি Universal ; কিন্তু যখন এদের কোনো বিষয়ের ভান হয় না, তখন এদের স্বরূপবোধ স্ফুটতর। ইহা কি ব্যক্তিতে বা কি হিরণ্যগর্ভ পুরুষে শুদ্ধ অস্মীতিমাত্রবোধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা হতে পারে এ বিষয়হীন অস্মিভাবের সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। সাধারণভাবে জ্ঞাতার জ্ঞান বিষয়হীন হয় না। বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান নিত্যস্ফূর্ত। কিন্তু জ্ঞান নিজের স্বরূপে বিষয় প্রকাশ সম্বন্ধে উদাসীন। তার সম্বন্ধে বিষয়ের প্রকাশ; বিষয়প্রকাশ তার ধর্ম নয়। এজন্য বিষয়হীন জ্ঞাতাই অস্মিতা। বিষয়হীন জ্ঞাতার স্বরূপের এতেই প্রকাশ। জ্ঞাতা, কেননা, জ্ঞানবৃত্তি থাকে, এই জ্ঞানবৃত্তি বিষয়নিরপেক্ষ। এই জ্ঞানবৃত্তি শুধু অস্মিতাকে নিয়ে। অস্মিতা শুদ্ধ পুরুষের ন্যায় দৃশ্য নয়। তাতে আছে জ্ঞানবৃত্তি। কেন্দ্রস্থ বা অকেন্দ্রস্থ, অস্মিতায় আছে জ্ঞানবৃত্তি। পুরুষের প্রকাশ কেন্দ্রশূন্য, কোনো বৃত্তি তাতে নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, স্থিতিকল্পনায় (Location) অস্মিতার এই ভেদ। স্থিতি (Location) শূন্য অস্মিতাই শুদ্ধ অস্মিতা। এতে কোনো দেশবদ্ধ স্থিতি থাকে না। এ স্বরূপ-অস্মিতা। শুদ্ধ বা কেন্দ্রগত অস্মিতার কোনো পার্থক্য নেই। তত্ত্ব এক। কেন্দ্রগত হওয়ার জন্য অস্মিতায় জ্ঞাতাত্ম ও মহতাত্মভাব স্ফুট। বিশুদ্ধ অস্মিতায় এরূপ ভাব থাকে না। বিশুদ্ধ অস্মিতাকে শুদ্ধাত্মা বলা যেতে পারে। এখানে শুদ্ধ মহত্তত্ত্বের অবভাস। এই শুদ্ধ অস্মিতার জ্ঞানবৃত্তি আছে কিন্তু জ্ঞাতাত্মাভাব নাই। এ শুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি, জ্ঞানস্বরূপতা নহে। এই শুদ্ধ অস্মিতার এমনি বিজ্ঞান যে এর প্রাপ্তিতে পুরুষজ্ঞানের পূর্বাভাষ; কিন্তু তার প্রশান্তি এ শুদ্ধ অস্মিতার জ্ঞান ও প্রশান্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই অনুভব শুদ্ধ অস্মিতাকে অতিক্রম করতে তৎপর হয়। তখন বৈরাগ্য উদয়। শুদ্ধ আত্মাবোধ ও ধৃতির এই বৈরাগ্য বিলয়, এবং অবশেষে পুরুষখ্যাতি। পুরুষ শান্ত আত্মা। শুদ্ধ আত্মারূপ অস্মিতা স্বচ্ছ ও প্রশান্ত। শান্ত আত্মা এরূপ সাত্ত্বিক স্বচ্ছতা, প্রশান্তি ও প্রকাশশীলতা হতে মুক্ত। শান্ত আত্মা সকলবৃত্তিশূন্য, দৃশিমাত্র। উজ্জ্বল, ভাস্বর তার উপাধি, স্বরূপ নয়। এরূপ ভাষা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তিনি কেবলী, দৃশিমাত্র।

শান্ত আত্মা প্রতিষ্ঠা অস্মিতার ধ্যানে সহজ। অস্মিতা এর অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিকট তত্ত্ব। এই অস্মিতার মগ্নধ্যানে পুরুষচেতনার উদ্ধার। যে পথে সাধক অগ্রসর হোক (সাংখ্যমার্গে বা যোগমার্গে) এই অস্মিতাতে আরূঢ় হওয়া পরাবিজ্ঞানে নিশ্চিত পথ। শুদ্ধ অস্মিতায় শান্তি আছে, বৃত্তি আছে। পুরুষের শান্তি আছে, বৃত্তি নেই। এ বৃত্তি-হীন পুরুষ প্রগাঢ়তম শান্তি ও জ্ঞান জ্যোতিঃ। বৃত্তিহীন প্রজ্ঞার স্বরূপ কত গভীর, অব্যবহিতপূর্ব অবোধে তার পরিচয়।

বিভূতি

এরূপ সাক্ষাৎ তত্ত্বধ্যান ও তত্ত্বাধিগম সাংখ্যমার্গ। ধ্যান এখানে বিশ্লেষণাত্মক। যে পথেই হোক যোগরূঢ় হতে হলে বিবেকখ্যাতিপূর্বক পুরুষজ্ঞানের আবশ্যক। সমস্ত যোগসাধনার লক্ষ্য এই। এ লক্ষ্য স্থির না থাকলে সাধক নানা সূক্ষ্ম জ্ঞান ও শক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু চরমসিদ্ধি লাভ করতে পারে না, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। পতঞ্জলি নানা বিভূতি ও সিদ্ধির কথা বলেছেন। বিভূতি শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয়। চিত্তসংযম ও সূক্ষ্মতায় এদের উৎপত্তি। সত্ত্ব-শুদ্ধিতে এদের সম্ভাবনা। প্রকৃতিবশিত্বে এর পূর্ণতা। কিন্তু যোগসূত্রে (৩৷৩৭) বলা হয়েছে ব্যুত্থানে তারা সিদ্ধি, সমাধিতে তারা উপসর্গ। সমাধি জ্ঞানপর, সিদ্ধি শক্তিপর। শক্তির অভ্যুদয়ে চিত্তের একালম্বন ভাবের বিনাশ। পূর্বেই বলা হয়েছে তত্ত্বের অনুপ্রবেশে ও পরাবৈরাগ্যে প্রকৃতি অধীনতার লয়। যারা শক্তির অন্বেষী তারা সূক্ষ্মচিত্তে জ্ঞানরূপা সিদ্ধি, অতীত অনাগত দূরস্থের জ্ঞান, দিব্য শব্দ, জ্যোতিঃসংবিৎ, দিব্য স্পর্শাধিগম, দিব্য রূপসংবিৎ, দিব্য রসসংবিৎ, দিব্য গন্ধসংবিৎ লাভ করেন। তাঁরা শক্তিরূপা সিদ্ধিও প্রাপ্ত হন—পরচিত্তানুপ্রবেশ অর্চিরাদিমার্গে গমন, ইন্দ্রিয়জয়, স্থূলদেহ সম্পর্করহিত ইন্দ্রিয়গণের দেশ ও কালে ইচ্ছামাত্রই উপস্থিতি। এসব শক্তিরূপা সিদ্ধি। এই সিদ্ধির মধ্যে প্রধান জয় ও প্রকৃতিবশিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ। এসব সিদ্ধি চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতাকে দ্বার ক'রে। কারও জ্ঞানরূপ সিদ্ধি অনায়াসলভ্য, কারও শক্তিরূপা। সম্যক প্রকৃতিবিজয়ে ইচ্ছামাত্রই সিদ্ধির উদয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শন। সিদ্ধিপ্রবণ চিত্তে শক্তির ও বিবেকপ্রবণ চিত্তে প্রজ্ঞার উপস্থিতি।

যোগীচিত্ত দর্পণবিশেষ। সূক্ষ্মজ্ঞানে চিত্তের শক্তি ও গতির উন্মেষ, সার্বজ্ঞ্য সিদ্ধি সর্ব শক্তির কারণ। কিন্তু জ্ঞান যেখানে বিবেকধৃত সেখানে শক্তির পরিবেশন হয় না। যোগী তাকে তুচ্ছ মনে করে। যত বিরাট সম্ভাবনা সেখানে থাকুক, বিবেকখ্যাতির নিকট তা অকিঞ্চিৎকর। এজন্য বিভূতির বা যোগ-ঐশ্বর্য ত্যাগের উপদেশ। যোগসিদ্ধির জন্য সাধকের চাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, অদমনীয় বীর্য, ও উজ্জ্বল স্মৃতি, শ্রদ্ধা প্রীতি পূর্বক সত্যের অন্বেষণ ও ধারণ। স্বাভাবিক প্রীতি হতে চিত্তের সত্যাভিমুখী প্রবণতা। তাই ভাষ্যে বলা হয়েছে, শ্রদ্ধা চিত্তের সম্প্রসাদ। এ শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যাণী। প্রীতিযুক্ত না হয়ে এই দূরাধিগম্য তত্ত্বে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। শ্রদ্ধা দেয় অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞায় অনুপ্রবেশ, সত্যানুসন্ধানে অদম্য উৎসাহ। শ্রদ্ধায় বীর্যের উৎপত্তি। শ্রদ্ধা সত্যের প্রতি উৎসাহসম্পন্ন করে। সত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই বীর্যের প্রভাব কখনও হ্রাস হয় না। ধ্যেয় পদার্থের পুনঃ পুনঃ স্মৃতিতে ধ্যেয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ভাষ্যে আছে বীর্যবানের স্মৃতি উদয়। স্মৃতি ধ্যেয় জ্ঞানের অনুবৃত্তি। এই অনুবৃত্তি বিষয়কে উজ্জ্বল করে, ধ্যানকে সহজ ও গভীর করে। ধ্যানে স্মৃতির জাগরণ। তার ক্রিয়া ধ্যেয়কে ধারণ ও পুনরায় উজ্জ্বল উপস্থাপন। স্মৃতি সাহায্যে ধ্যেয়ের এরূপ অনাকুল ধারণা; ধারণায় একাগ্রতা বা সমাধি। সমাহিত চিত্তে প্রজ্ঞা ও বিবেকের উৎপত্তি। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতিপূর্বক সমাধিসঞ্চারে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা। চিত্তের এই প্রীতিপূর্বক সম্প্রসারণ, সত্যের জন্য অনন্ত উৎসাহ, ও তা লাভের জন্য অদমিত শক্তি, এবং সত্য সংরক্ষণরূপ অনবিচ্ছিন্ন স্মৃতি, সত্যসিদ্ধি ও স্থিতির পথে পরম অবলম্বন।

পূর্বে বলা হয়েছে নিরোধ সংস্কারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় যোগীর ব্যুত্থান হয় না। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যাভিচার দেখা যায়। নির্বীজ সমাধিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সংকল্প দ্বারা যোগীরা ব্যুত্থিত হন। এ সংকল্প বিশ্বকল্যাণ কামনা। এর সমাপ্তিতে, পুনরায় সমাধিতে স্বরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতি। সমাহিত যোগী কোনো কারণে ব্যুত্থিত হন না। এই ব্যুত্থান স্ব-সংকল্পকৃত। নির্বীজ সমাধি হতে জাগ্রত হবার কোনো কারণ থাকে না যদি যোগীর এরূপ সংকল্প না থাকে। বিশ্বকল্যাণ কামনা ভিন্ন যোগীর আর কোনো সংকল্প ওঠে না। জ্ঞান ও ধর্মরক্ষায় বিশ্বকল্যাণ। সমাহিত যোগী প্রজ্ঞার ও শক্তির প্রতীক্। সমাজকল্যাণের জন্য তিনি আত্ম-নিবেদন করেন। জ্ঞান ও ধর্মবিকাশ অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, সমাহিত ব্যক্তির ন্যায় অবাধিত প্রজ্ঞা ও শক্তি অন্যের হয় না। চিত্তের সম্প্রসারতায় এরূপ কল্যাণবোধ।

নির্মাণ চিত্ত

এরূপ কল্যাণস্পৃহা সাধারণ চিত্তে সম্ভব নয়। বিবেকসিদ্ধ যোগী সকল সংস্কার বিনাশ ক'রে চিত্ত নিরুদ্ধ করতে পারেন। চিত্ত নির্বীজ হয়। অবিদ্যামূলক সংস্কার চিত্তে থাকে না। সিদ্ধ যোগীর সংকল্প অনুযায়ী চিত্তের সৃজন। পুনরায় সংকল্প অনুযায়ী চিত্তের বিলয়। শুদ্ধ সংকল্প এর কারণ। যোগী এই চিত্তের দ্বারা বদ্ধ হন না। এই চিত্ত বিদ্যাসংস্কার প্রসূত। এই নির্মাণ চিত্ত সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত। অস্মিতা মাত্রই এর কারণ। পূর্বজ সকল সংস্কারমুক্ত নির্মাণ চিত্তসম্পন্ন পুরুষের ব্যক্তিগত কোনো স্পৃহা থাকে না। তার ব্যক্তিত্ব ও কাজ ঈশ্বরের ন্যায়। সার্বভৌমিক কল্যাণ ভিন্ন এইরূপ চিত্তসত্ত্বে কোনো বৃত্তিরই উদ্ভব হয় না।

এরূপ নির্মাণ চিত্ত বহু হতে পারে। সংকল্পমাত্রই যার উদ্ভব তার সংখ্যার পরিমাণ হতে পারে না। যুগপৎ বহু চিত্তের উদ্ভব যোগীর পক্ষে সম্ভব। মূল চিত্তের দ্বারাই এদের কার্যশৃঙ্খলা। উদ্ভূত চিত্তের ক্রিয়ার, কর্মের ভেদ থাকে। কিন্তু মূলে এক চিত্ত থাকবার জন্য তাদের কার্যে কোনো বিশৃঙ্খল হয় না। সূত্রে আছে এক চিত্ত বহু নির্মাণ চিত্তের প্রবৃত্তিভেদ বিষয়ের প্রয়োজক (যোগঃ সূঃ ৪।৫)। ভাষ্যকারও বলেছেন যোগী সমস্ত নির্মাণ চিত্তের প্রযোজকরূপ এক চিত্ত নির্মাণ করেন। যোগীর বিবেকজরূপ অক্রমজ্ঞানে একই মুহূর্তে সব পদার্থের দর্শন ; এও তেমনি। একই মূল চিত্তে অনেক উদ্ভূত চিত্তের ক্রিয়ার ও সত্ত্বার বিভিন্নতা জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীচিত্তের নিরোধ কিছুকালের জন্য বা সর্বকালের জন্য সম্ভব। সর্বকালের জন্য নিরোধ হলে চিত্তের বিলয়। কিছুকালের জন্য নিরোধে পুনরায় ব্যুত্থান। ইচ্ছামাত্র যোগী নির্মাণ চিত্ত রুদ্ধ করতে পারেন, তাতে বন্ধনকারণ অবিদ্যা সংস্কার থাকে না। এরূপ চিত্তের উৎপত্তি সংকল্পে, লয়ও সংকল্পে। অবিদ্যাজনিত চিত্তের কোনো বাধাবিঘ্ন থাকে না, অবিদ্যামুক্ত যোগীচিত্ত ঈশ্বরচিত্তের ন্যায় স্বাধীন ও সহজগতিসম্পন্ন।

পুরুষকার ও অদৃষ্ট – কর্মমীমাংসা

সাংখ্য ও যোগ প্রকৃতির সৃষ্টির স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করে। এর স্বাভাবিকত্ব অর্থ এই যে, এতে কারও কর্তৃত্ব নেই, এমন কি ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। সৃষ্টির বীজ ও রূপ প্রকৃতিতে নিহিত। ইচ্ছাদ্বারা ঈশ্বর এদের স্বরূপ পরিবর্তন করতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছায় প্রবাতত সৃষ্টিতে কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সৃষ্টির রূপ প্রকৃতিতে নিহিত। ঈশ্বর সংসর্গমাত্র নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতির পরিণতি একটা রীতি আছে, যা প্রতি সর্গে একরূপ, তার পরিবর্তন হয় না। এরূপ একটা সুনিশ্চিত অদৃষ্ট বিশ্বসৃষ্টির মূলে। এরূপ অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয়। এরূপ নিয়তি জগতের সৃষ্টি-শৃঙ্খলার মূলে।

এরূপ সমষ্টিগত অদৃষ্ট ভিন্ন জীবের কর্ম-অনুযায়ী অদৃষ্ট আছে। পুরুষকারের কথা এরূপ অদৃষ্টকেই অবলম্বন করে ওঠে। এই অদৃষ্ট পুরুষকার কর্মমীমাংসার বিষয়। যোগ ও সাংখ্য পূর্ণরূপে পুরুষকারবাদী; প্রাণীর ভোগ তার কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত কর্ম ও কর্মাশ্রয়ের মূলে আছে ক্লেশ। বিগলিত ক্লেশ কর্ম ও কর্মাশ্রয়ের সৃষ্টি করে না। মুক্তপুরুষের কর্মবীজ দগ্ধ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংস্কারের মূলে। নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তি ও কর্মাশয়ের ক্ষীণতা। পূর্বে বলা হয়েছে যোগীর সংস্কার নিরোধ-সংস্কার, তাতে প্রবৃত্তি বা কর্মসৃষ্টি হয় না। এরূপ নিরোধসম্পন্ন পুরুষের ব্যুত্থান নেই। নির্বীজ সমাধি দ্বারা সংস্কারের পরিপূর্ণরূপে বিনাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু প্রযত্নের দ্বারা এর উৎপত্তি। ধ্যান, বৈরাগ্য অভ্যাস বীর্য-সম্পন্ন চিত্ত ঈশ্বরে ও পুরুষে প্রণিহত হয়ে বিবেকজ্ঞান অর্জন করে। পুরুষকারের তীব্র সংবেগে আসন্ন সিদ্ধি। পুরুষকারের শীর্ষশিখায় মুক্তি।

এ স্বকীয় সাধন প্রযত্ন ভিন্ন কিছুরই অপেক্ষা করে না। ঈশ্বর-প্রণিধান শুদ্ধচিত্তের ও চিত্তসমাধির কারণ স্বীকৃত হলেও, কৈবল্যলাভে কোথাও ঈশ্বরকৃপা স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তি কৃপালব্ধ নয়। স্বকীয় বীর্যও প্রযত্ন লব্ধ।

মোক্ষের ন্যায় অভ্যুদয়ও পুরুষকারাধীন। সংস্কারজনিত অদৃষ্ট। সংস্কার কর্মভাবনাজনিত। পুঞ্জীভূত সংস্কার কর্মাশয়রূপে থাকে। তারা স্ফুট হয় আমাদের ব্যক্তিত্বে। কর্মভাবনার ছাপ ভিতর হতে তাকে রূপ দেয়। ক্লিষ্টবৃত্তি সংস্কারের এক রূপ। অক্লিষ্টবৃত্তি সংস্কারের অন্য রূপ। একটি কর্মবিপাকের কারণ। অন্যটি প্রজ্ঞাসংস্কারের কারণ। একটি ভোগ ও সংসৃতির কারণ। অন্যটি সংসৃতির বিরোধী।

কর্মাশয় জাতি আয়ু ও ভোগ বিধান করে। পুরুষকারের ও সংস্কারের তীব্রতানুযায়ী কর্মের ফল ইহজীবনে বা ভাবী জীবনে পাওয়া যায়। সাধারণ কর্মমীমাংসা এরূপ; এতে পুরুষকারই প্রধান ভাবনা ও কর্মানুযায়ী চিত্তের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক পরিণতি। ধর্মকর্মের দ্বারা পুণ্য অর্জিত হয়, তাতেই প্রসারতা; তাতেই সুখ। তেমনি অধর্মের দ্বারা পাপ ও চিত্তের সংকোচ অর্জিত হয়, তাতেই দুঃখ, তাতেই বিষাদ।

একই চিত্তের অনন্ত সংস্কার থাকলেও কোনো সংস্কারের প্রাবল্যহেতু তা সত্বর বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বিশেষ সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ইহজীবনেই ফলদায়ক। তীব্র সংবেগে ফলপ্রসব আশু। সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় সিদ্ধি। সাধনার তীব্রতায় সিদ্ধির আবির্ভাব। বেগবান কর্মীর সিদ্ধি ইহজীবনেই, কোনো ভাবী বা উত্তরকালের অপেক্ষা করে না। ইহজন্মে কর্ম যখন ফলপ্রসব করে না, তখন অদৃষ্টরূপে অন্তরে থেকে যায়। সময় ও কাল হলে অদৃষ্ট মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় ফল প্রসব করে।

মানুষের শরীর ও প্রাণ অন্তঃবৃত্তি অনুযায়ী। কর্মবৃত্তি অন্তঃবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুযায়ী। বৃত্তি কর্মে অভিব্যক্ত। ভাবনা ও কর্ম সকলেরই নির্ণায়ক। পরিণতি চিত্তের ধর্ম। ভাবনা ও কর্ম নিমিত্ত-কারণ, চিত্ত উপাদান-কারণ। চিত্তের পরিণতি মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, দেবত্বরূপ জাতির কারণ। এই জাতি কোনো অলঙ্ঘনীয় বা অপরিবর্তনীয় বিভাগ নয়। চিত্তের গঠন অনুযায়ী জ্ঞান ও শক্তির তারতম্যের বিভাগ। এই শ্রেণীর বিভাগের সহসা পরিবর্তন সম্ভব নয়। যে পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তি থাকলে দেবতা বা মানুষের স্বরূপ নির্ণয় হয় তার একটা মাত্রা বা সীমা আছে। সেই সীমা বা মাত্রা সহজে অতিক্রমনীয় নয়। এ কারণে জাতিগুলি কতকটা অপরিবর্তনীয় (Fixed Types)। অভিব্যক্তিতে গুণধর্ম অনুযায়ী এরূপ কতকগুলি জাতির বিকাশ। এই জাতিগুলি নিত্য নয়। কারণ অনুযায়ী গুণধর্মের পরিবর্তনে এদের পরিবর্তন, এদের জাত্যান্তর গ্রহণ। পরিণামবাদে কোনো কিছু অপরিবর্তিত থাকে না। প্রযত্ন বা পুরুষকারের দ্বারা সত্ত্বের ও শক্তির বিকাশে মানবের দিব্য বা অতিমানবে, বা দেবতায় পরিণতি। তেমনি তমসাচ্ছন্ন চিত্তসত্তার জন্য মানুষের তির্যকে পরিণতি। চিত্তসত্তার বিভিন্নতার জন্য জ্ঞান ও শক্তির ভেদ। সত্ত্ব উৎকর্ষ পুরুষের নানা শক্তি ও বিভূতির সঞ্চার। শক্তির এত উৎকর্ষ হতে পারে যে মানুষের ভিতর সুপ্ত সত্য জেগে ওঠে। কর্মভাবনার এমনি শক্তি যে চিত্তসত্তাকে রূপান্তরিত করে, মানুষকে দিব্যবিভূতিসম্পন্ন করে। এই রমণীয় বিকাশে মানুষের অতিমানবত্বপ্রাপ্তি। এই অভ্যুদয় মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না, যদি মানুষ প্রজ্ঞাসংস্কারের দ্বারা প্রদীপ্ত না হয়। প্রজ্ঞাদীপ্তির নিকট এইরূপ দিব্যাধিকারও মলিন। দিব্য অভিব্যক্তির রমণীয়তা ও বরণীয়তা পরজ্ঞান ও বিবেকের কাছে অকিঞ্চিৎকর। দিব্য পরিণামে এরূপ সংস্কারের উদ্‌বোধক। সুক্ষ্ম রমণীয় ঐশ্বর্যভোগ কিন্তু অনাবৃত্তির কারণ হয় না। দিব্যসংস্কার প্রজ্ঞাসংস্কার হতে ভিন্ন। দিব্যসংস্কারে দিব্যভাবের স্ফূর্তি, প্রজ্ঞা সংস্কারের ক্রমশক্লিষ্ট সংস্কারের তনুতা ও হ্রাসপ্রাপ্তি ও অবশেষে জ্ঞানোদয়। প্রকৃতির আবরণভেদে জ্ঞানের উদীপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহার

আলোচনা শেষ হয়েছে। একটি কথা উঠেছে ভারতীয় দর্শন, বিশেষত সাংখ্যযোগ, দুঃখবাদ প্রচার করে। জীবনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে। ফলে জীবনের স্পন্দীভূত ভাব।

এ প্রশ্নের উৎপত্তি দর্শন ও জীবনের সম্বন্ধ নিয়ে। চিন্তার ধারা মানুষের জীবনে রূপ দেয়, জীবনের পথে আলোকসম্পাত করে। দর্শন শুধু চিন্তার ধারাকে প্রণালীবদ্ধ করে না, বিজ্ঞানকে উপস্থিত করে, জীবনকে নিয়মিত ক'রে তার গন্তব্যের সন্ধান দেয়। ভারতীয় দর্শনের স্বভাব এই। শুধু বিচারবিলাসে ও তত্ত্বসংবেদনে তার পর্যবসান হয় না। দর্শন তত্ত্বপ্রতিষ্ঠারূপ বরণীয়সন্ধানে ভাবনা ও কর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে।

দুঃখবাদে দর্শনের উৎপত্তি। শুধু যোগ ও সাংখ্য কেন, প্রায় দর্শনের উৎপত্তি দুঃখবাদে। জীবনের গতির মূলে দুঃখ। সহজ ও স্বাভাবিক গতির ব্যাঘাতেই দুঃখের উৎপত্তি। শুধু কি তাই, জীবনের স্বরূপ এমনই যে দুঃখ তার অপরিহার্য বিধান। সুখ দুঃখের সাময়িক অবসান। জীবনের মূলে সুখসন্ধান থাকতে পারে, কিন্তু সে সন্ধানের উৎপত্তি দুঃখে। যাকে সুখ বলা হয় তাও ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল; নিত্য নয়। সুখ ও দুঃখ বিষয় ও চিত্তের সংযোগজাত। প্রতিকূল-বেদনীয় সংযোগ দুঃখ। অনুকূল-বেদনীয় সংযোগ সুখ। এই সংযোগ অনিত্য, পদার্থের সংযোগও সবদা অনুকূল-বেদনীয় নয়। যা এক সময় অনুকূল-বেদনীয়, অন্য সময় তা প্রতিকূল-বেদনীয়। সংযোগের দ্বারা নিত্য সুখের উৎপত্তি অসম্ভব। সুখের অনিত্যতাও একরূপ দুঃখ। সুখ দুঃখের নামান্তর। এই কারণেই সাংখ্য দুঃখকে প্রধান বলেছেন। এরূপ দুঃখের আত্যন্তিক নাশ পরমপুরুষার্থ।

অবশ্য ভারতীয় দর্শনে অন্য মতবাদও আছে। ভারতীয় দর্শনমাত্রই দুঃখবাদ প্রচার করে—একথা বলা অতি সাহসিকতার পরিচয় হবে। যাদের মতে আনন্দই বিশ্বকারণ ও সত্তা, তাদের মধ্যে দুঃখবাদের কথা নেই। দুঃখ সেখানে সুখের পরিপূর্ণতার অভাব, কিন্তু সুখের অভাব নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্য ও যোগ দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস করতে চেয়েছে। তাদের মতে চরম লক্ষ্যে দুঃখ নেই, আছে প্রজ্ঞা, শান্তি, চিত্তের পরম উপশম। এটা সুখ না হোক, এ লাভের পথে আছে যে চিত্তসত্তার সাত্ত্বিক সঞ্চার ও ভাস্বতীবৃত্তি তা গভীর তৃপ্তিদায়ক। এতে হ্লাদিনীবৃত্তি নেই। হ্লাদিনীবৃত্তি আনন্দকর, প্রজ্ঞাবৃত্তি শান্তিকর। সংবেদনারূপ ভাস্বতী-বৃত্তিতে সুখবৃত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব, প্রতীতি। জীবনের উদ্দাম গতিও তৃষ্ণার নিবৃত্তি, পরম শান্তি প্রতিষ্ঠা অভাব নয়। পূর্ণাভাবাবস্থা, দৃশির স্বরূপ অবস্থা। এ চাঞ্চল্যহীন স্থিতি। মনোবুদ্ধির ভাবনার অতীত। জীবনস্পন্দনের সুখময় সঞ্চার ও গতি একটা তীব্র আকর্ষণ; কিন্তু স্বরূপস্থিতি বিরাট ও শান্তি ছন্দে আবেষ্টিত; আনন্দের ছটা ও লহরী তার কাছে লঘু। এইজন্য পতঞ্জলিতে আনন্দ-সমাধির চেয়ে সম্মিত-সমাধির স্থান উচ্চে। সম্মিতের চেয়েও বিবেক ও ধর্মমেঘ-সমাধির স্থান অনেক উচ্চে। আনন্দের সঞ্চার অপেক্ষা শুদ্ধ আমি-বৃত্তি আরও সূক্ষ্মতর। আনন্দের সত্তারে আছে চিত্তসত্তার ও ইন্দ্রিয়-স্পন্দনের স্পর্শ। সম্মিতাতে তা নেই। এই আমিবোধ শুদ্ধ প্রকাশে পূর্ণ। প্রকাশ হতে আনন্দ অধিকতর সঞ্চারশীল। আনন্দ সমাধিতে আনন্দের ভোগ ও আচ্ছন্ন ভাব অধিকতর, এখানে সত্ত্ব রজের দ্বারা অনুবিদ্ধ। আনন্দ-সমাধির সে শান্ত প্রভা নেই, যাতে সম্মিতা পূর্ণ। সম্মিতা প্রজ্ঞা, উদার, প্রশান্ত, মহিমাময়, এতে জীবনকল্লোল শান্ত। চিত্ত বুদ্ধিমাত্রে পর্যবসিত, শুদ্ধ বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত। এই সম্মিতা হিরণ্যগর্ভে উদ্দীপ্ত হয়ে বিশ্বদর্পণ হতে পারে। সম্মিতার জ্ঞান স্বপ্রভায় আলোকিত। এই প্রকাশবোধ তো জীবনের মূলে। সাংখ্যা-চার্যের গভীর দৃষ্টিতে এই প্রকাশের অতীত তত্ত্ব সংবেদ। তথায় এর প্রশান্তি ও ধৃতি অকিঞ্চিৎকর। সম্মিতার সূক্ষ্ম গতি হিরণ্যগর্ভে। হিরণ্ময় জ্ঞান ও শক্তি ধর্মমেঘ প্রসংখ্যানে থাকে না। প্রকৃতির শুদ্ধতম প্রকাশ এবং তার স্পর্শ পুরুষ-অববোধের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

এরূপ অবস্থা জীবনে কোথাও উপযোগী কি না এরূপ প্রশ্ন ওঠে না। সত্যপ্রতিষ্ঠা জীবনের পরম অবস্থা, বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ। তার লাভে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের চরম কৃতার্থতা। যারা সত্যকে জীবনের উপযোগী ও উপকরণ রূপে ব্যবহারে অঙ্গীকৃত করতে চান, তারা সত্যস্বরূপের কোনো পরিচয় পাননি। সত্যের শান্ত স্পর্শে সমাহিত হলে, জীবন সত্যের নিকট আনন্দে আত্মনিবেদন করে। সেখানে সে পায় চরম সার্থকতা; মানুষের বুদ্ধি সত্য অনুসন্ধানে তৎপর। জীবন সত্যধৃত। এর সম্যক জ্ঞান না থাকলে জীবনও সঠিক নিয়ন্ত্রিত হয় না। এজন্য যোগদর্শনে জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য এমন সুন্দর অনুশীলনের অবতারণা। অনিয়ন্ত্রিত জীবনে সত্যের সম্যক পরিচিতি হয় না। অনুশীলনই মানুষকে দৈব-বৃত্তিসম্পন্ন করে, উর্ধ্বতর সূক্ষ্মশক্তির আধার করে। অবশেষে প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ক'রে নিরোধে আত্ম উপলব্ধি করায়। হিন্দু মনীষার স্বচ্ছতম বিকাশ মুক্তিবাদে।

মুক্তির সংবাদ অনেকেই গ্রহণ করতে অসমর্থ। আপাতত মনে হয় এতে জীবন ও জীবনবাদ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। জীবনের অভিব্যক্তিতে মানুষ যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্তরেই সে থাকতে অভ্যস্ত। জীবনযাত্রাকে সহজ করবার জন্য পারিপার্শ্বিকের সুবিন্যাসে রত থাকে। পারিপার্শ্বিকের সহিত জীবনের এই সম্বন্ধের দিকে আজ বিশেষ দৃষ্টিপাত হয়েছে। জীবন তো পারিপার্শ্বিককেই অবলম্বন করেই স্ফূর্ত।

ইহা সত্য কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য নয়। জীবনের মধ্যে যে স্বভাব-নিহিত বীজ আছে, তার শক্তিকে অস্বীকার করে জীবন স্ফূর্ত হয় না। এ স্ফূর্তির প্রেরণা যেমন বহির্বিশ্বের সহিত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়ে দেয়, তেমনি অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্তার প্রতি আকর্ষণ করে। এই অন্তঃসত্তার বিকাশে সূক্ষ্মের সন্ধান। এই সন্ধানে অপার্থিব সত্তার ও শক্তির পরিচয়। তেজময়, অমৃতময় সত্যের সংস্পর্শ।

বৃহত্তর জ্ঞান ভূমিকায় বাসনাসক্ত জীবনের অবসান এবং বিজ্ঞান ছন্দায়ত জীবনের আরম্ভ। বাসনাসক্ত জীবন তুচ্ছকে, ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করতে পারে না, বিজ্ঞান ছন্দ গ্রহণ করতে পারে না। স্থূল সংবেগে সে আন্দোলিত। বিজ্ঞান-দীপ্তিতে প্রকাশিত যে উচ্চতর সত্তার ব্যাপক শান্তির ছন্দ তা বাসনা-জীবনে কখনও স্ফুট হয় না। এ ছন্দে প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্নিহিত দিব্যবোধের জাগরণ। এ ছন্দে মানুষের প্রাণের শুদ্ধি। এর বিশ্ব-ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি এবং বিপুলতর সত্তায় শান্ত সমাধি। স্বচ্ছ-সত্ত্বের আধিক্যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্যের অভ্যুদয়। এ জ্ঞান আনুমানিক নয়—প্রত্যক্ষ। এইরূপ স্থিতি অনির্বচনীয়রূপে উদার ও প্রশান্ত। যে সাধনাতে এরূপ অবস্থা তা কল্যাণকর; দুঃখ এই অনুসন্ধানের উৎপত্তি হলেও, তার পরমস্থিতি সেইখানে নয়। শান্তি, প্রজ্ঞা ও শক্তির মূর্ছনায় জীবনসমাহিত, দীপ্ত ও দৃপ্ত। আরও ঊর্ধ্বে অপরিণামই সত্যের ও মহিমাময় স্থিতির আহ্বানে দিব্য শক্তি ও প্রজ্ঞার বিসর্জন। যে অনুসন্ধান এমন সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও উজ্জ্বল প্রজ্ঞার ঊর্ধ্বে উন্নীত করে, তা স্বরূপ অনুসন্ধান। এই অধিকারই শ্রেষ্ঠতম অধিকার, এই প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি।

সাংখ্যজ্ঞানের সার কথা এই। হিন্দু মনীষা আত্মানুসন্ধান রত। যা সকলকে প্রকাশ করে অপ্রকাশ থাকে তাই পরমানুসন্ধেয়, আলোক-স্বরূপ পেছনে ফেলে তাতে প্রতিভাত বা স্পন্দিত বিশ্বে আর যা যা কিছু মিলুক তাতে সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য জ্ঞান দেয় অভয়, পরমস্থিতি। এতে দেবতার ভীতি, পরলোকের ভীতি, ইহলোকের ভীতি হতে মুক্তি।

প্রজ্ঞানের পূর্বে বিশ্বজ্ঞানের ছন্দবোধে আনন্দের সঞ্চার, সেই আনন্দ-ছন্দ লয় যেখানে, সেখানে সত্যস্বরূপ ধৃত। আনন্দছন্দে আছে প্রাণ কম্পন; সত্য প্রাণের গভীরতম শান্তিকর ছন্দের অতীত। এর অনু-সন্ধানে বিজ্ঞান ও মনোপ্রাণের ছন্দের সহায়তা। ছন্দবদ্ধ সাত্ত্বিকী-বৃত্তিতে সত্যানুপ্রবেশ; সত্য প্রশান্তি স্থিতিরূপতা. উন্মেষ-নিমেষ-বিহীন পূর্ণাপূর্ণ অতীত (পুরুষতত্ত্বকে পূর্ণ বলা যায় না, অপূর্ণ বলা যায় না)—এই দুটি মানসিক ধারণা সত্যকে স্পর্শ করে না। জীবনের উল্লসিত স্পন্দন এখানে নেই, নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতাও এখানে নেই। অবর্ণনীয় মহিমাময় স্থিতি। এ অনতিক্রমনীয়। জীবনবাদে আছে গতি ও পুলকসঞ্চার, মুক্তিবাদে আছে পরমধৃতি ও অবিপ্লবা শান্তি। জীবনবেগে একে স্পর্শ করতে পারে না। এ অবিকল্প স্থিতি। প্রজ্ঞার ও বিবেকের পরিপূর্ণতা এর পরিচয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২১	পুরুষ সদা।	পুরুষ সদা
৩	১৭	নিত্য। প্রত্যক্ষে	প্রত্যক্ষে
৯	৭	স্ব-স্বরূপে	স্ব স্বরূপ
১৪	১৩	আধাসিক	আধ্যাসিক
১৬	১০	সত্ব, রজ, তম গুণের	সাত্বিক রাজসিক তামসিক সঙ্কারের
১৯	২৮	কমাধিক্যে	অল্পাধিক্যে
২০	১৪	এবং রজ	এবং রজ।
২০	২৩	সার্বজ্ঞের	সার্বজ্ঞ্যের
২১	৮	নানারূপে 'আমি অনুভবিতা' 'আমি দ্রষ্টা'	'আমি অনুভবিতা' 'আমি দ্রষ্টা' নানারূপে
২১	২২	অস্মিতার অবিদ্যা	অস্মিতা অবিদ্যার
২১	২৩	স্বচ্ছতা	স্বচ্ছতায়
৩২	১৪	শুদ্ধি	শুদ্ধিও
৪১	২০	বিকাশ কিন্তু জ্ঞানের	বিকাশ জ্ঞানের
৪৪	৩	তন্মাত্রায়	তন্মাত্রার
৪৪	৩	রসতন্মাত্রায়	রসতন্মাত্রার
৪৭	২০	জ্ঞানও	জ্ঞান ও
৪৮	২	তার	তারা
৫০	১৮	পুরুষের	পুরুষে
৫১	৫	প্রত্যোক	প্রত্যক্
৫৩	২৭	প্রতিভাসগ্রহণের	প্রতিভাসগ্রহণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫	৯	অস্মিন্তার	অস্মিতায়
৫৫	১৭	পরিবত্তে	পরিবর্ত্তে
৫৬	২২	বৈরাগ্য	বৈরাগ্যে
৫৭	৬	অবোধে	অববোধে
৬১	১৮	সবদা	সর্ব্বদা
৬৪	৬	অকিঞ্চিৎকরত্ব, প্রতীতি	অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রতীতি
৬৪	১৪	সত্তারে	সঞ্চারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫২ । ৩৭. হিন্দু সংগীত : প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ । ৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

। ১৩৫৪ । ৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পের মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

। ১৩৫৫ । ৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প : ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৭১. দূরেক্ষণ : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২. তেল আর ঘি : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi